ভ্রান্তিবিনোদ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ

প্রণীত।

২য় সংস্করণ।

ঢাকা-গিরিশযন্ত্রে

শ্রীহরকুমার বসু কর্তৃক প্রকাশিত।

১৮ই ফাল্গুন, ১৩০০।

উপহার।

ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাচরণ সরকার মহোদয়

চিরশ্রদ্ধাস্পদেষু।—

মহাশয়,

যাঁহারা এদেশে পদস্থ ও প্রতিষ্ঠিত, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদিগের অধিকাংশই বাঙ্গালাভাষায় বিরক্ত ও বীতস্পৃহ। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আপনাদিগের গ্রন্থালয়ে বাঙ্গালা এক খানি পুঁথি দেখিলে লজ্জায় একবারে ম্রিয়মাণ হন,—এবং বিদেশীয় সাহিত্যের সহিত যাঁহাদিগের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই, তাহারাও বাঙ্গালার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে পারিলেই অন্যান্য ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়া হইল, এইরূপ মনে করিয়া পুলকে কণ্টকিত হইয়া থাকেন। কিন্তু আপনি অতি উচ্চপদস্থ এবং বহুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও বাঙ্গালাভাষায় কায়মনঃপ্রাণে অনুরক্ত। আপনি নানাবিধ কার্য্যের গুরুভারে নিপীড়িত, এবং বার্দ্ধক্য হেতু অসমর্থ হইয়াও বাঙ্গালাসাহিত্যের উন্নতির জন্য যেরূপ পরিশ্রম স্বীকার করেন, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। এক দিন আপনি একটি বক্তৃতায় বাঙ্গালা ভাষাকে "মা আমার' বলিয়া এমনই কএকটি চিত্তহারিণী কথা বলিয়াছিলেন যে, শুনিয়া সত্য সত্যই অশ্রুজলে আপ্লুত হইয়াছিলাম।

এই সকল কারণে এবং দয়াদাক্ষিণ্য ও ন্যায়পরতাদি বিবিধ পূজনীয় গুণে আপনি আপনার পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেরই ভক্তি-

ভাজন। আমিও অকৃত্রিম ভক্তি কর্ত্তৃকই প্রণোদিত হইযা এই সামান্য গ্রন্থখানি আপনাকে উপহার দিলাম। আপনি আমাকে চিরদিনই স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, যদি আমার এই সামান্য উপহারও স্নেহার্দ্রচিত্তে গ্রহণ করেন, চরিতার্থ হইব।

ঢাকা—বান্ধবকার্য্যালয ৮ই শ্রাবণ, ১২৮৮।	স্নেহানুগত শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

সূচিপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
রসিকতা ও রসের কথা।	১
স্বার্থপরতার সূক্ষ্মভেদ।	১৯
চাটুকার।	৩২
ষট্‌কারক।	৪৬
সামাজিক নিগ্রহ।	৬৩
চোরচরিত।	৭৯
প্রচলিত ও অপ্রচলিত মিথ্যা কথা। ...	৯০
কারারুদ্ধ ধর্ম্ম।	১০৩
দেবতার বাহন।	১১৯
ব্যুৎপত্তিবাদ।	১২৯
মানবজীবন।	১৫৭
দিগন্তমিলন।	১৭৯

ভ্রান্তিবিনোদ।

রসিকতা ও রসের কথা।

এই বঙ্গদেশ রসিকতার সমুদ্রবিশেষ। পৌরাণিকেরা ক্ষীর-লবণ-সুরাপ্রভৃতি সপ্ত সমুদ্রের বিবরণ লিখিয়াছেন। যদি তাঁহারা বঙ্গভূমির আধুনিক ইতিহাস দিব্যনেত্রে পাঠ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ইহাকে অবশ্যই রস-সমুদ্রের বঙ্গদ্বীপ নাম দিয়া, পুরাণপ্রসিদ্ধ ভূগোলশাস্ত্রে সমুদ্রের সংখ্যা সাত না লিখিয়া আট লিখিতেন। জ্ঞানানন্দের অভিধানে বঙ্গের এক নাম দাস-নিবাস, আর এক নাম রস-বিলাস। কেন না, এ দেশের সকলেরই ললাট-পটে দাসত্বের দূর-লক্ষ্য সামুদ্রিক-রেখা এবং অধরে ও নয়নপ্রান্তে রসিকতার সুমধুর চিত্রলেখা সকল সময়ে সমানরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

পুত্র কন্যা কিংবা ভাই ভগিনীর নাম রাখিতে হইবে,—বাঙ্গালি তখনও রসিক। কারণ, পুত্রের নাম রসরাজ কিংবা রসিকচন্দ্র; কন্যার নাম রসময়ী চৌধুরাণী। ভ্রা-

তাব নাম প্রাণনাথ দত্ত, কিংবা রতিকান্ত রায়; ভগি-নীব নাম অনঙ্গমঞ্জরী। নামে এইরূপ অসাধাবণ রসিকতা পৃথিবীব আর কোন দেশে দৃষ্ট হইযাছে?

দেশবিশেষের নামাবলী পাঠ এক হিসাবে সেই দে-শের প্রকৃতি পাঠ। ব্রটনেবা জ্ঞানে, গুণে, বৈজ্ঞানিকবলে এবং রাজনীতিব কৌশলে, আজি কালি সমস্ত সভ্যজগ-তের শীর্ষস্থানীয় হইয়া থাকিলেও, তাঁহারা কোন এক দিন যে গর্ত্তে বাস কবিতেন ও আম-মাংস ভালবাসিতেন, এবং এইক্ষণও তাঁহাদিগেব বাস্তবাজ্যে ডাবউইনেব বিজ্ঞান-বিনোদিনী বিচিত্র কল্পনা যে সুখ-স্বচ্ছন্দে বিবাজ করিতে পারিতেছে, তাঁহাদিগের নামেই তাহাব নিদ-র্শন। কারণ, যদিও তাঁহাদিগেব মিল,* মেকলে প্রভৃতি ঐতিহাসিকবর্গ, পবকীয় জাতিচবিত ও সাহিত্যাদির সমালোচনায ক্ষুরধাবতীক্ষ্ণতা অবলম্বন কবিযা, পৃথিবীর পুবাণতম জাতিকেও অকুণ্ঠিতকণ্ঠে অসভ্য বলিয়া গালি দিযাছেন, এবং ভাষাতত্ত্বেব ভাষ্যস্বরূপ দেবজনস্পৃহণীয় সংস্কৃতভাষাকেও বিকটবুলি জ্ঞানে ঘৃণাব ভাবে সমালো-

---

* প্রসিদ্ধনামা জন ষ্টুযার্ট মিলেব পিতা জেম্‌স্ মিল স্বপ্রণীত ভারতবর্ষীয় ইতিহাসে সংস্কৃত ভাষা, সংস্কৃত সাহিত্য, এবং ভারত-বাসী আর্য্যদিগের শিল্প, সংগীত ও সভ্যতাদি বিষযে সিদ্ধান্তবাগীশ সর্ব্বজ্ঞ ভট্টাচার্য্যের মত যে সকল মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিযাছেন, এবং যাহা দেখিযা আধুনিক বঙ্গবাসী পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতেছেন, বোধ হয় এদেশের বহুলোকেই তাহা পড়িয়া দেখিয়াছেন।

চনা করিযাছেন, তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে Fox (শৃগাল), Wolf (বৃক), Savage (বন্যবর্ব্বর), Hogg (শূকর) ও Badcock (মন্দকুক্কুট)* প্রভৃতি শ্রুতিমধুর ও মধুরার্থক নামসমূহ অদ্যাপি সাহিত্যে গ্রথিত ও সমাজে প্রচলিত রহিযাছে, এবং লোকে অদ্যাপি এই সকল নাম সাদরে গ্রহণ ও সসম্মানে ব্যবহার করিতেছে। স্বামী, দিবসের পরিশ্রমের পর ক্লান্তকলেবরে গৃহে আসিতেছেন, গৃহলক্ষ্মী প্রেম-ভরে পুলকিত হইযা তাঁহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিতেছেন,—'হে শৃগাল, হে শৃগাল।' অথবা—'হে বৃক, হে বৃক।' পুনরপি বলিতেছি, কি মনোজ্ঞ ও মোহন সম্ভাষণ! কি মধুর শব্দ নির্ব্বাচন।

বঙ্গীয় কুলকামিনীরা ক্লান্তকলেবর কান্তকে 'হে শৃগাল' অথবা 'হে বৃক' বলিয়া সম্ভাষণ করেন না বটে, কেন না বাঙ্গালি রসিক। কিন্তু রসিকতার অনুরোধে বাঙ্গালির নামাবলী যে মূর্ত্তি ধারণ করিযাছে, তাহা পুরুষে শোভা পায কি না এবং পুরুষের তাহাতে তৃপ্তিলাভ সম্ভব্য কি না, ইহা গভীর সন্দেহের বিষয়। অথবা, ইহাতে সংশয় ও বিস্ময়ের কথা কি? যাঁহারা ভারত-উদ্ধারের জন্য আদ্ধা তালে গীত গাইতে পারেন, এবং তালে তালে

* সুসভ্য বৃটনদিগের মধ্যে ইদানীং (Young husband) যুবা স্বামী, (Four acres) অর্থাৎ বার বিঘা জমী ইত্যাদি রসগর্ভ কিংবা ভূমিতিজ্ঞানগর্ভ নামও প্রচলিত হইতেছে বটে। কিন্তু, এস্থলে অনাবশ্যক বলিযা তাহার তালিকা দিলাম না।

নাচিয়া নাচিয়া নাচনিচ্ছন্দেব অশ্রাব্যকবিতায় জাতীয় হৃদযেব মর্ম্মনিহিত শোকবহ্নি উদ্গিরণ করিতে সমর্থ হন, তাদৃশ বীরেন্দ্র-কেশবী, সুবসিক ধুবন্ধব পুরুষদিগের নাম কামিনীকান্ত, যামিনীভ্রান্ত, কুমুদিনীদান্ত ও বিরহিণীশ্রান্ত, অথবা বমণীবঞ্জন, সুন্দবীগঞ্জন এবং ভামিনীভ্রম-ভঞ্জন ভিন্ন আব কি হইতে পাবে?

কবিসমাজেব কীর্ত্তিবিগ্রহ শেক্ষপীব কহিয়াছেন—

" নামে কি কবে;

গোলাপ, যে নামে ডাক, সৌরভ বিতবে।"*

আমবা অকবি, সুতবাং একথা আমবা মানিতে পারি না। আমাদিগেব এই বিশ্বাস যে, নামে আব কিছু না করুক, উহা দেশীয রুচি এবং সাময়িক প্রকৃতিব অন্তস্তল পর্য্যন্ত প্রদর্শন কবে। প্রাচীন আর্য্যবীবদিগেব নাম, ভবত, শত্রুঘ্ন, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, বলদেব, সাত্যকি, দুর্য্যোধন, ভীম, ঋষিদিগের নাম বাল্মীকি, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ব্যাস,—শাস্ত্রকাবদিগের নাম,পাণিনি,পতঞ্জলি,কাত্যায়ন,কণাদ; এবং দেশস্থ সাধাবণ ভদ্রলোকদিগেব নাম শতানন্দ, সুবজিৎ, পুণ্ডবীক ও প্রহ্লাদ। যখন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতি মাননীয় আর্য্যগণ বঙ্গে প্রথম সমাগত ও উপনিবিষ্ট হইলেন, তখন এই বঙ্গেবই বাঙ্গালিদিগেব নাম ছিল শূরসেন ও বীবসেন, বিজয ও বল্লাল, এবং সেই সমাগত

* "What's in a name? that which we call a rose,
By any other name would smell as sweet."

মহানুভাবদিগেব নাম ছিল দক্ষ, বেদগর্ভ, মকরন্দ ও বিবাট। তাহার পর, যবন-অত্যাচারের প্রাদুর্ভাবসময়ে বঙ্গভূমি যখন অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন এবং সর্ব্বথা অধোগতি প্রাপ্ত হইল, শিক্ষা ও সভ্যতার স্রোতে প্রবল ভাটা লাগিল, বিদ্যা বুদ্ধি ও মহত্বেব গৌরব পব-পাদুকা-লেহন-জন্য নূতন গৌরবের নিকট হীনপ্রভ হইয়া পড়িল, তখন তাঁহাদিগেব নাম হইল, আই, চাই, কচু, ঘেচু, বিক, কোক ইত্যাদি।* এইক্ষণ, বহুদিনেব পব, বহুযুগেব তপস্যার পর, বিলাস-সমুদ্রে ভাসমান, সুশিক্ষিত, সুসভ্য, সুরুচিসম্পন্ন বাঙ্গালিবীবদিগেব নাম হইযাছে,—বমণী, কামিনী, মানিনী, ভামিনী, কুমুদিনী, বিনোদিনী, অবলা, বিমলা ও কিশোবী।† ইহার পর কোন দিন হয়ত, কোন এক সুবসিক বাঙ্গালি, প্রেমবিলাস যাত্রায নূতন রসেব নূতন গীত শুনিয়া, আত্মজেব নাম বাখিবেন,—"ললিত-লবঙ্গলতা-লীলাবল্লভ-ধ্বজ"—এবং অনুজেব নাম

* কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে এইরূপ নামের অভাব নাই।

† এ দেশেব পুরুষদিগকে, নামের সংক্ষিপ্ততার অনুরোধে, পুরুষেরা ইদানীং অনেক স্থলে এইরূপ সম্ভাষণ করিতে বাধ্য হন,—"অ সুন্দরী। অ বিনোদিনী।" "ভাই অবলা"। আবার মেয়েরা মেযেদিগকে ব্রজেন্দ্র ও সুরেন্দ্র বলিয়া সম্ভাষণ করিযা থাকেন। কারণ, পুরুষের নাম সুন্দরীমোহন কিংবা অবলারঞ্জন, এবং অবলার নাম ব্রজেন্দ্রকিশোরী কিংবা সুরেন্দ্রবালা হইলে ইহা বই আর কিরূপে অনুরাগ ও আদরের শ্রুতিমধুর সংক্ষিপ্ত সম্বোধন সংসাধিত হইতে পারে?

রাখিবেন, "প্রেমময়ী-পদ-পঙ্কজ-রজ"। তিন কালের ত্রিবিধ রুচি, সুতরাং ত্রিবিধ নাম।

নামে যেমন বাঙ্গালির রসিকতা, সাহিত্য এবং সামাজিকতাতেও বাঙ্গালির সেইরূপ কি ততোধিক রসিকতা ঢলঢলায়মান রহিয়াছে। আদৌ গ্রাম্য রসিক। গ্রাম্য রসিকদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন, তাঁহাদিগের বেদ দাশরথির পাঁচালী, ভাষ্য আধুনিক কবিওয়ালাদিগের টপ্পা, এবং টীকা মধু কানের দুই একটি ঢপ্ সংগীত। তাঁহারা সভাস্থলে ইহার কোন না কোন ব্যক্তির অথবা ভারতচন্দ্রের দুই একটি 'মুন্সিয়ানা' কবিতা আওড়াইতে পারিলেই, আপনাদিগকে মল্লিনাথ কিংবা মম্মটভট্টের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র জ্ঞান করিয়া অভিমানে ফুলিয়া উঠেন, এবং আলাপে কাহারও মাতা, শ্বশ্রূমাতা, দুহিতা কি ভগিনীকে যদি ভঙ্গিক্রমে কুলকলঙ্কিনী, অথবা সন্তানতুল্য ঘনিষ্ঠজন-সম্পর্কে কলুষচারিণী বলিতে পারেন, তাহা হইলে, কি রসিকতা প্রদর্শন করিলেন, আর কি রসের কথাই বা বলিলেন, ইহা ভাবিয়া আহ্লাদে অবশ হন।

গ্রাম্যদিগের মধ্যে যাঁহারা নব্য রসিক,—হয় ত কোন দিন কোন এক গ্রাম্য পাঠশালায়, বাঙ্গালার দুচারি পঙ্‌ক্তি পড়িয়াছেন,—হয় ত কোন দিন কোন এক ভদ্র লোকের মুখে বায়রণ নামক বিখ্যাত 'বৈজ্ঞানিক' লেখকের বিবরণ শুনিয়াছেন,—অথবা হয় ত কোন এক গবচন্দ্র ধনিসন্তানের চিত্তবিনোদনের জন্য কোন দিন রঙ্গ-

ভুমির পুতুল সাজিয়াছেন,—যাঁহাবা এইরূপ রসিক, তাঁ-হাঁরা সাধারণতঃ বাসবঘরের বিবাজ-মোহন,—নাটক-নভেলরূপ কমলবনেব নবীন ভ্রমর, এবং প্রেমসবোবরের পীযূষ-পিপাসু ভেক। দুই একটি কদর্থ কবিতা কণ্ঠস্থ আছে,—বিদ্যার এই পর্য্যন্তই দৌড। অবসর পাইলেই সেই কবিতা পড়িতে হইবে। নিধুর একটি বিধুমুখেব গীত কোন কালে শিখিয়াছিলেন, তাহাও সুযোগমতে গাইতে হইবে। আব, মধ্যে মধ্যে মাইকেল নামক অভিনব এক খানি অমিত্রাক্ষব-কাব্যেব বচয়িতা দীনবন্ধু মিত্রের কথা, অথবা বিষ-বৃক্ষ নামক উদ্ভিদ-তত্ত্ব এবং শকুন্তলাতত্ত্ব নামক নূতন নাটকেব কথা উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকারের নিন্দা কি প্রশংসা কবিতে হইবে। নহিলে, লোকে তাঁহাদিগকে রসিক-বলিবে কেন? যদি দেশে এই-রূপ রসিকতাবই আদর না থাকিত, তাহা হইলে কবির আসবের এক পার্শ্বে পিতা, আর এক পার্শ্বে দুহিতা যুগ-পৎ উপবিষ্ট থাকিযা কাব্য-রস-পিপাসার চবিতার্থতা সাধনে সমর্থ হইতেন না,—যাত্রার আসরে কৌশল্যা রামশোকে খেমটা নাচিতেন না, এবং অর্দ্ধশিক্ষিত কুল-কামিনীরা, অর্দ্ধশিক্ষিত নব্য রসিকদিগেব ন্যায়, শিক্ষা ও সভ্যতাব নামে অবলার স্বভাবসুন্দর শালীনতায় জলাঞ্জলি দিতে উৎসাহ পাইতেন না।

নগরবাসী রসিকদিগকে পুবাকালে নাগর কহিত। এখনও তাঁহারা সেই নাগরই রহিয়াছেন;—বেশে নাগর,

বিভূষণে নাগব,এবং রসিকতা ও রসের কথাতেও ষোড়শ কলায় সুশোভিত দুর্নিবাব নাগর। মুখে সতত অর্থশূন্য অট্টহাস্য,মনুষ্যের মর্ম্মান্তিক দুঃখ এবং শোকেব অন্তর্ভেদী আর্ত্তনাদ লইয়াও হাস্য পবিহাস, সকল কথাযই মুখ-ভঙ্গি এবং মুখ-ভঙ্গিতেই বিশ্ববিজয ,—ভগবানেব চিবিযাখানায় এই এক শ্রেণীর জীব। যেমন আগমবাদী তান্ত্রিকের নিকট মদিবাগন্ধশূন্য মনুষ্যমাত্রই পশু, ইঁহাদিগের নিকটও ধীর, গভীব,চিন্তাপবায়ণ ব্যক্তিমাত্রই ভণ্ডতাপস ও অকর্ম্মণ্য লোক। ইঁহাদিগের রসিকতাব প্রথম লক্ষণ পবনিন্দা। যিনি মুক্তকণ্ঠে ও মুক্তহৃদযে, প্রাণেব সহিত পরনিন্দা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন,—সদুৎসাহশীল কৃতী পুরুষকে পাগল কি পাষণ্ড বলিযা কবতালি দিতে, এবং কি দেশেব হিতকব, কি সমাজেব মঙ্গলকর সমস্ত প্রকারের সৎকর্ম্মকেই সময়েব অপব্যয অথবা বাল-চাপল্য বলিয়া জ্রক্ষেপে উড়াইয়া দিতে লজ্জা অনুভব করিবেন, ইঁহাদিগেব নিকট তাঁহার আসন লাভেব প্রত্যাশা বিডম্বনা। ইঁহাদিগের রসিকতাব দ্বিতীয লক্ষণ স্বজাতিবিদ্বেষ। স্বজাতীযভাষা, স্বজাতীয সাহিত্য, স্বদেশীয় আচার-ব্যবহাব ও বীতিপরিচ্ছদাদি সমস্তই ইঁহাদিগেব চক্ষে বিষ। এই নিমিত্ত, যিনি মাতৃভাষায় তিন আঁখব লিখিতে চারিটি ভুল,—যথা, বৈশাখ লিখিতে ‘বইসাক’ না লিখেন, তিনটি কথা কহিতে কিংবা লিখিতে হইলে, তাহার মধ্যে চাবিটি ইংরেজী শব্দ পূরিয়া না দেন,—আপনার মূর্খতা লইয়া

আমোদ ও অভিমান করিতে লজ্জিত হন, এবং স্বদেশে যাহা কিছু ছিল, কি আছে, কিংবা কালে হইতে পারে, তত্তাবতের উপর অজস্রগালি বর্ষণে সঙ্কুচিত রহেন, ইঁহাদিগের নিকট তাঁহার আসন লাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা। ইঁহাদিগের রসিকতার তৃতীয় লক্ষণ ইতর-জন-সেব্য অশ্লীল ভাষা। যে সকল শব্দ অভিধান কর্ত্তৃক ঘৃণায় পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং সমাজের ভদ্রবিভাগ হইতে দূরীকৃত হইয়া পাপনিবাসের পঙ্কিল হ্রদে লুকাইয়া রহিয়াছে, সেই সকল অকথ্য শব্দই ইঁহাদিগের কথ্য ভাষা এবং আদরের ধন। যিনি জিহ্বাকে তাদৃশ শব্দের দ্বারা কলুষিত করিতে ক্লিষ্ট হন, ইঁহাদিগের নিকট তাঁহার আসন লাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা। ইঁহাদিগের রসিকতার চতুর্থ লক্ষণ নিজ নিজ ভার্য্যাপ্রসঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রের সঙ্গে প্রেমপ্রলাপ। যিনি সুনীতি কিংবা সজ্জনানুমোদিত সুরুচির অনুরোধে সুখ-দুঃখের চির-সঙ্গিনী, জীবনের সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মপরিগৃহীতা ভার্য্যাকে গণিকা হইতেও ঘৃণিত রূপে বর্ণনা করিতে গ্লান ও পরিম্লান রহেন, ইঁহাদিগের নিকট তাঁহারও আসন লাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা। হায়। এইরূপ রসিকপ্রবরদিগের হস্তেই বঙ্গভূমির ভবিষ্যৎ কল্যাণ ন্যস্ত রহিয়াছে।

যখন ক্ষণ-জন্মা মধুসূদন মনোমদ মধুর-নিঃস্বনে কবিতায় বঙ্গভারতীর স্তুতিগীত গাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং বঙ্গের কতিপয় উচ্চশিক্ষান্বিত ও প্রতিভাসমন্বিত ক্ষমতা-

শালী পুরুষ বাঙ্গালাসাহিত্যেব পরিশোধন ও পরিবর্দ্ধন এবং উন্নতি ও বিকাশেব জন্য প্রথম লেখনী ধাবণ করিলেন, তখন লোকেব এইরূপ আশা হইযাছিল যে, এতদিনে বাঙ্গালি, পঙ্ক পবিত্যাগ কবিয়া, পদ্মমধুব জন্য মানসসবোবরে সন্তবণ কবিতে শিক্ষা কবিবে। কিন্তু, এইক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, লোকেব সে আশাও মৃগতৃষ্ণিকায় পরিণতি পাইতেছে। কারণ, অনুকবণেব পর অনুকবণে, তার আবার বিকৃতানুকরণে, বাঙ্গালায ইদানীং যাহা কিছু লিখিত হইতেছে, তাহাব অধিকাংশই—বসেব কথা; এবং যাঁহারা ঐ শ্রেণিব বাঙ্গালাগ্রন্থ পাঠ করেন, তাঁহাদিগেব সাধাবণ নাম,—বসিক।

পূর্ব্বে যেমন আমবা বাঙ্গালার ভাবত-উদ্ধাব-বত বীরসিংহদিগেব নামাবলী পাঠ কবিযাছি, যে সকল অমূল্য গ্রন্থেব দ্বাবা সেই ভাবত উদ্ধার লাভ করিবে, পাঠকবর্গেব কৌতূহল নিবৃত্তিব জন্য আমবা এস্থলে তাহারও দুই একটি নাম উল্লেখ কবিতে পাবি। বাঙ্গালিব মস্তিষ্কসম্ভূত বঙ্গাক্ষবে লিখিত প্রাচীনগ্রন্থমালার নাম চিন্তামণিদীধিতি, শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, শব্দতত্ত্বকৌমুদী। এইক্ষণকাব গ্রন্থসমূহের নাম,—'হায কি মজার শনিবাব,' 'হায কি বসের নূতন বাহার' ইত্যাদি। বঙ্গদেশ কাব্যেব প্রিযনিবাস, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই রস-সমুদ্রেব আকালিক উচ্ছ্বাসে এদেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই একবারে এক সঙ্গে কবি হইয়া বসিয়াছে,

এবং দুর্ভিক্ষদুঃখকাতবা ক্ষীণকলেববা বঙ্গভূমি কাব্যের তটাভিঘাতি তরঙ্গতাড়নে এবং রসের কথার অকথ্য উৎপীড়নে অহোবাত্র থব থব কাঁপিতেছে। গ্রন্থকার চতুর্দ্দশ বৎসবের বালক, শিক্ষকেব সমুচিতশাসনে ও গল-গর্জ্জনে বিদ্যালয়ে তাঁহাব স্থান হইল না,—গৃহিণী একাদশবর্ষীয়া বালিকা, শ্বশ্রূজনের নিষ্ঠুবগঞ্জনায় গার্হস্থ্য-জীবনে তাঁহার চিত্ত বহিল না। অতএব উভযে মি-লিযা কবিতা লিখিলেন, 'হায বৃথা আছি'—অথবা 'হায বৃথা কাঁদি'। অনুসন্ধান কবিলে সপ্রমাণ হইবে যে, আধুনিক কবিতাপুঞ্জেব অনেক কবিতাই এইরূপ রসলিপ্সু বালক বালিকাব বসিকতাব বিজৃম্ভণ।

কেবল বালক বালিকাবাই যে এই দোষে দোষী, এমন নহে। বৃদ্ধ এবং বযঃপ্রাপ্ত তরুণদিগের মধ্যেও অনেকে এই রসবিকাবেব প্রবলস্রোতে পড়িয়া ইদানীং হাবুডুবু খাইতেছেন। এদেশেব একজন শক্তিসম্পন্ন সহৃদয কবি আদিবসেব কবিতা লিখিতে বড ভালবাসেন। আদি-রসেব কবিতা লিখিতে তাঁহাব ক্ষমতাও আছে। ঐ প্রকাব উচ্ছল আদিবসেব কবিতা নীতিবিগর্হিত বলিযা অনেক সমযে যাব পব নাই অনিষ্টকব হইলেও, ভাবেব আবেগে এবং ভাষাব পাবিপাট্যে প্রায়শঃই এক শ্রেণিব পাঠকের একান্ত প্রীতিকর। তিনি কবিতা লিখিলেন 'কেন দেখিলাম'। কবিতাটি দূষ্য, কিন্তু লিপিক্ষম ব্যক্তির লেখনীযোগ্য। অমন কবিতা ঠিক ঐরূপ উদ্দীপনী

ভাষায় বাঙ্গালায় আব কেহ লিখিতে পারে কি না, তাহা আমরা জানি না। তাঁহাব ছন্দানুবর্ত্তনে ন্যূনতঃ এক-শত মস্তিষ্কশূন্য এবং শতাধিক বস-পরিচয়-শূন্য অক-র্ম্মণ্য যুবা কবিতা লিখিযাছেন,—'কেন চাহিলাম,' 'কেন চাহিলে' 'কেন নাচিল নয়ন,' 'কেন ঝাঁপিলে বদন।' এই ভাবে, যেন তেন প্রকাবে অদ্যাপি অনন্ত-কোটি 'কেন' বাঙ্গালায় লিখিত, মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রচাবিত হইতেছে। এইরূপ বসেব 'কেন' এই বসিক-তাব বাজ্য ছাড়িয়া আব যে যায়, এমন ভবসা কি?

যে সময়ে যুববাজ এ দেশে পদার্পণ কবিলেন,—প্রফুল্ল শরচ্চন্দ্রেব ন্যায়, আনন্দলহরী বিকীর্ণ কবিয়া ভাবতে ভারতসাম্রাজ্য সংস্থাপনেব জন্য উপনীত হইলেন, তখন এদেশেব কাব্যকণ্ঠে ভয়ানক এক কণ্ডূয়ন উপস্থিত হইল। যেই দুই তিনটি প্রকৃত কবি জাতীয়সম্মান বক্ষাব অভি-লাষে কবিতায় যুববাজকে সম্ভাষণ কবিলেন, অমনি কবি-তার ককাব-বোধ-বিরহিত সহস্র যুবা, যেন কি এক বসা-বেশে আবিষ্ট হইয়া, যুবরাজকে কবিতায অঞ্চলেব ধন, অভাগিনীব জীবন, শ্বেত বতন বলিয়া, চতুর্দ্দিক হইতে সমস্ববে চীৎকার করিতে লাগিল। লোকে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া একে অন্যকে জিজ্ঞাসা কবিল,—ইহা কি? বঙ্গভূমির বাৎসল্যরস সহসা এইরূপ উছলিযা উঠিল কেন? কিন্তু, যেহেতু শুধু এক বাৎসল্যবসেই কবিতার পবাকাষ্ঠা প্রদ-র্শন হয় না, এই নিমিত্ত বঙ্গের এক বয়োবৃদ্ধ পুরাতন

কবি বঙ্গভূমিতে লালায়িতহৃদয়ে ও দর্পসহকারে প্রবেশ করিয়া কবিতায় বর্ণনা করিলেন যে, ভারতমাতা জরতী হইলেও আজি রস-ভাবের উচ্ছলিত প্রবাহে পুনরায় নবযুবতী হইয়াছেন, এবং যৌবনের শোভা দেখাইয়া,—কেশে ফুল, কর্ণে দুল এবং কপোলে চূর্ণকুন্তল দোলাইয়া, নরেন্দ্ররঞ্জন নৃপনন্দনকে প্রেম-ভরে আহ্বান করিতেছেন,—অতএব যুবরাজ সানন্দে আসিয়া সমাগত হউন। এই কবিতা আমাদিগের কল্পিত প্রলাপ নহে। ইহা লিখিত, মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, এবং সহৃদয় পাঠকবর্গ অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন যে,—ইহা রসের কথা। পঞ্চবিংশতি কোটি মনুষ্যের দগ্ধপ্রাণ ভারত-মাতা বলিয়া যাঁহার নাম করিতেছে,—দেশে বিদেশে শাস্ত্রার্থদর্শী সুধীপুরুষেরা যাঁহাকে সভ্যতা ও সামাজিক নীতির আদিজননী, পরমার্থতত্ত্বের রত্নখনি এবং সকল ভাষার প্রস্রবণরূপিণী বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে, আর্য্যাশ্রুপ্রবাহরূপা নর্ম্মদা ও ভাগীরথীর পবিত্রবারিধৌতা সেই ভারতভূমিকে চটুলনয়না নবীননায়িকা সাজাইয়া, তাঁহাকে রাজবেশে বিভূষিত নবীননায়কের সঙ্গে সম্মিলিত করা সামান্য কবিত্বশক্তি এবং সামান্য রসিকতার পরিচায়ক নহে।

আর একজন রসের কবি রূপজীবিনী পণ্যবিলাসিনীদিগের রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি ষড় গুণাত্মক নিগূঢ় তত্ত্ব লইয়া কবিতা লিখিতেই বড় সুখী হইয়া থাকেন। মনুষ্য মনু-

ষ্যেব নিকট যাহা বলিতে পাবে না, মনুষ্য মনুষ্যেব নিকট যাহা শুনিতে চাহে না,—শুনিতে পাবে না, তিনি কবিতায় সেই সকল অশ্রাব্য কথা অতি সুললিত মনোহর ভাষায প্রকটন কবিতেছেন, এবং ঐরূপ অপাঠ্য একখানি কাব্য লিখিযা তাঁহাব ভার্য্যাব নামে তাহা উৎসর্গ কবিযাছেন। তাঁহাবই লিখনভঙ্গিতে জানা যায় যে, এই কাব্য তাঁহার ইতিহাস, এই কাব্যে তাঁহাব হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, ইহাব অক্ষবে অক্ষবে তাঁহাব আত্মকথা। তিনি কোন একটি সবলহৃদযা কুলবালাকে কিরূপ কৌশলে ও কমনীয় কুহকে বশ কবিযা কুলপিঞ্জবেব বাহিবে আনিযাছেন, আব একটিকে বাহিবে আনিযা পরিশেষে কি ভাবেব আবেশে কেন ত্যাগ কবিযাছেন, তৃতীয একটিকে প্রণযকলহে একবাব পবিত্যাগ কবিযা পুনবায কি উপায়ে নগবেব উপকণ্ঠে স্বকীয উদ্যানে লইযা গিযাছেন, চতুর্থ একটিকে নর্ত্তকী বানাইযা, সেবী সাম্পেন প্রভৃতি সামগ্রী সহকাবে পাঁচ ইযাবেব মজলিসে কিরূপে সভায আনিযা দেখিযাছেন, ইত্যাদি বিষযও উল্লিখিত কাব্যখানিতে বিবিধ মধুবচ্ছন্দে বিন্যস্ত হইযাছে। সুতবাং তাঁহাব হৃদয তাঁহাকে ইহা বলিযা অবশ্যই এইক্ষণ আশ্বাস দিতেছে যে,—"হে কবিবব! হে বঙ্গীয কাব্যবনের 'ললিত-মধুলোলুপ' নূতন ভ্রমব। তুমি আব অকাবণ করুণস্বরে রোদন কবিও না। তুমি যাঁহার জন্য ধ্যানাবিষ্ট হইয়া এই কাব্য রচনা করিযাছ, রচনা করিয়া যাঁহাকে

ইহা উপহাব দিযাছ, তিনি অতঃপব নিঃসংশয তোমাকে বসিক বলিযা সাদবে সম্ভাষণ কবিবেন, এবং বঙ্গদেশেব গ্রামস্থ ও নগবস্থ উভয শ্রেণীস্থ বসিক পাঠকই ইহাব অভ্যন্তবীণ বসেব স্বাদ গ্রহণ কবিযা তোমাব ক্ষমতা ও গুণবত্তা, তোমাব ভাবুকতা ও বসশাস্ত্রে প্রবীণতাব কথা সর্ব্বত্র ঘোষণা কবিতে প্রবৃত্ত হইবেন।"

যদি উদাহবণেব বাহুল্য প্রদর্শন আবশ্যক হইত, তাহা হইলে আমবা এইরূপ কাব্যগত বসিকতাব অসংখ্য উদাহবণ পাঠকবর্গেব নিকটে আনাযাসে উপস্থাপন করিতে পাবিতাম। কিন্তু বোধ হয, আমাদিগকে সে আযাস পাইতে হইবে না। যাঁহাবা বাঙ্গালা কাব্যেব অনুশীলন কি সমালোচন কবেন, আমাদিগেব ভবসা আছে যে, তাঁহাবা সকলেই একবাক্যে আমাদিগের কথায সায দিবেন এবং উল্লিখিতরূপ বিকট বসেব ভযাবহ লহবীতে ভাসিযা ভাসিযাই যে, বাঙ্গালি ও বাঙ্গালা সাহিত্য প্রাণে মরিতেছে, ইহা হৃদযেব সহিত স্বীকাব কবিবেন।

তবে কি বসিকতা ও বসেব কথা পাপ? মনুষ্যেব হৃদযনিহিত বস-পিপাসা এবং হৃদযেব স্বাভাবিক রসোচ্ছ্বাস কি পবিত্যজ্য বস্তু? প্রকৃতিব এই বসপূর্ণ অমৃতনিকেতনে উপবেশন কবিযা, এমন কথা মুখে আনিতেও আমাদিগেব সাহস হয না। আমবা যখন জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীব সেই অচিন্তনীয, অনির্ব্বচনীয, ঔদাস্যব্যঞ্জক শোভাদর্শনে বিমোহিত হইয়া আপনাকে আপনি ভুলিযা

যাই, তখন আত্মস্মৃতির প্রথম স্ফুরণেই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে এইরূপ বলিতে থাকি যে, ইহা দেখিলেও যাঁহার হৃদয়ে রস-সঞ্চার হয় না, তিনি চক্ষুঃসত্ত্বে অন্ধ, তিনি মনুষ্য নহেন, তিনি মূঢ়। আমরা যখন সহসা কোন অটবীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অটবীর শ্যাম-কান্তিতে প্রতিবিম্বিত সায়ন্তন সূর্য্যের অপরূপ কান্তি অবলোকন করি—সূর্য্যের আলোক বৃক্ষের পত্রে পত্রে ও পত্রান্তরালে এলায়িতভাবে জড়িত হইয়া কিরূপ হাসিতে থাকে ও খেলিতে থাকে, যখন আমরা স্তিমিতনেত্রে তাহা দর্শন করি, তখন ইহাই প্রথম মনে হয় যে, এই মাধুরী, এই তরুরাজি, এই লতাবিতান, এই নিস্তব্ধ সৌন্দর্য্যরাশি সন্দর্শনেও যাঁহার হৃদয়ে রস-সঞ্চার হয় না, তিনি চক্ষুঃসত্ত্বে অন্ধ, তিনি মনুষ্য নহেন, তিনি মূঢ়। আমরা যখন কোন প্রশস্তহৃদয়া ও প্রসন্নসলিলা স্রোতস্বিনীর পুলিনপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া উহার তরঙ্গরাজির সহিত পূর্ণচন্দ্রের প্রভা-তরঙ্গবিলাসি লীলানৃত্য নিরীক্ষণ করি, স্রোতস্বিনী চন্দ্র-কিরণ-স্পর্শে যেন একটুকু প্রমত্ত হইয়া, বক্ষে চন্দ্রহার পরিয়া, চন্দ্রমালা দোলাইয়া, কুলু কুলু ধ্বনিতে কতই কি কহিতে থাকে, আমরা যখন কর্ণ ভরিয়া তাহা শ্রবণ করি, তখন মুখে কথা না ফুটিলেও মনে ইহা অবশ্যই বলিয়া থাকি যে, প্রকৃতির এই বিনোদ দৃশ্য দর্শনে, এই অপরিস্ফুট রসালাপ শ্রবণেও যাঁহার হৃদয় রসসঞ্চারে আর্দ্র হয় না, তিনি চক্ষুঃসত্ত্বে অন্ধ,

তিনি শ্রুতিসত্ত্বে বধির, তিনি কখনই মনুষ্য নহেন, তিনি মূঢ়।

কাব্যে নবরস, প্রকৃতির এই অনন্ত বিস্তারিত মায়া-কাননে—অনন্ত রস। তুষার-সমাবৃত দুর্নিরীক্ষ্য পর্ব্বতের কাছে রসের এক কাহিনী, তনুভব-দুলিত-লতা-বিলম্বি পুষ্পস্তবকের কাছে রসের আর এক কাহিনী। সমুদ্রের ফেণায়মান ধূ ধূ বিস্তারে রসের এক কথা, সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে রসের আর এক কথা। মরুভূমির মধ্যস্থলে বিরাজিত, অসংখ্য শাখা প্রশাখা ও ঘনসন্নিবিষ্ট শ্যামল পল্লবরাশিতে পরিশোভিত, বিহগকণ্ঠমুখরিত বিশাল-বৃক্ষে রসের এক উচ্ছ্বাস, এবং মনুষ্যের প্রমোদ-কুঞ্জের প্রিয়সখা স্বরূপ নবোদ্গত তরুশিশুর তরুণ শোভায় রসের আর এক উচ্ছ্বাস। যাঁহারা যথার্থ রস-লিপ্সু, যথার্থ রসিক, তাঁহারা এই রসই পান করিতেছেন এবং চিরকাল এই রসই পান করিয়া কৃতার্থ হইবেন। বিজ্ঞানের গম্ভীরা মূর্ত্তি এই রসের সংস্পর্শ পাইয়াই সাধকের নিকট সুধাময়ী বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং প্রকৃত কবিতাও এই রসের কণিকা লইয়াই, কোকিলার ন্যায় কলকণ্ঠে গাইয়া গাইয়া, সর্ব্বত্র সুধা বিতরণ করে।

পাঠক, তুমি কি প্রকৃতির এই রসোপহারে উপেক্ষা করিয়া,—বিজ্ঞান ও কবিতা চিরপ্রীতিবদ্ধ দম্পতীর মত সম্মিলিতস্বরে যে গভীর গীত গাইতেছে তাহাতে কর্ণ-পাত না করিয়া, শুধু তরল রসের তরল কথা শুনিতেই

ভালবাস? যদি তাহাতেই তোমার হৃদয়ের তৃষ্ণা ও লালসা নিহিত রহিয়া থাকে, তবে এস,—যেখানে কল্পনার কুঞ্জবনে শকুন্তলা, মাধবী ও সহকারের প্রণয়বিলাস দর্শনে প্রলুব্ধ হইয়া, সখীদিগের সহিত সলজ্জমধুর স্নেহ-রুদ্ধকণ্ঠে কথোপকথন করিতেছেন,—অথবা যেখানে রামচন্দ্র রমণীকুলের মুকুটমণি 'বিমনায়মানা' জনক-নন্দিনীকে বাহুলতার আলম্ব প্রদান করিয়া, উভয়ে মিলিয়া, চারি চক্ষে চিত্রপট দেখিতেছেন,—কিংবা যেখানে রোমিও জুলিয়টের গবাক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া হৃদয়ের আবেগপূর্ণ পরিপূর্ণ প্রবাহ অপূর্ব মানুষীভাষায় ঢালিয়া দিতেছেন, সেই স্থলে গমন করি। কি গভীর, কি তরল, রসের কথা শুনিতে চাও ত কোকিল ও ভ্রমরের নিকট যাও। কাক ও ভেকের নিকট কে কবে রসের কথা শুনিয়া তৃপ্ত হইয়াছে?

স্বার্থপরতার সূক্ষ্মভেদ।

স্বার্থপবতা মানবপ্রকৃতিব কলঙ্ক কি স্বভাবসিদ্ধধর্ম্ম, সে বিষযে বিচাব করা এই প্রবন্ধেব উদ্দেশ্য নহে। অনেকে স্বার্থপবতাকে সংসাবেব একমাত্র কণ্টক, উন্নতিব একমাত্র অন্তবায এবং মনুষ্যেব সহিত মনুষ্যেব অসৌহার্দ্দেব এক-মাত্র হেতু বলিযা ইহাব প্রতিকুলে চীৎকাব কবেন। অনেকে আবাব ইহা হইতেই গ্রাম, নগব, জনপদ,—বাজ্য, সাম্রাজ্য ও জয-কীর্ত্তি,—ইহা হইতেই মনুষ্যেব উন্নতি এবং পৃথিবীব সমস্ত উচ্চানুষ্ঠান, এইৰূপ স্থিব সিদ্ধান্ত কবিযা স্বমতবিবোধীদিগকে উপহাসে উডাইয়া দেন। এই দুই-যেব কোন্ পক্ষ সত্যেব অধিকতব সন্নিহিত, তাহা আমবা এইক্ষণ মীমাংসা কবিতে বসিব না। আমবা সম্প্রতি স্বার্থপবতাব কতকগুলি মার্জ্জিত ও অমার্জ্জিত অতি সূক্ষ্ম অবান্তবভেদ প্রদর্শন কবিতে পাবিলেই চবিতার্থ হইব।

মার্জ্জিত প্রভৃতি শব্দ এস্থলে কি অর্থে ব্যবহৃত হইল, তাহা দুই একটি উদাহবণ দিযা বিশদ কবিব। নিতান্ত নির্ব্বোধ এবং নিতান্ত অশিক্ষিত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি যদি বিধিবিড়ম্বনায নিতান্ত যশোলিপ্সু হন, তাহা হইলে তিনি কথায কথায কিরূপে স্বকীয যশঃস্পৃহা পবিব্যক্ত করেন, এবং নিকটস্থ আশ্রিত পারিষদেরাও কিরূপ

নিকৃষ্ট স্তুতিবাদে কথায় কথায় তাঁহার শ্রুতিকণ্ডূয়ন পরিতৃপ্ত করে, তাহা সকলেই বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন। এইরূপ যশোলালসাকে অমার্জ্জিত বলি, এবং এই প্রকারের স্থূল স্তুতিবাদকেও মূঢ়জনযোগ্য অমার্জ্জিত গ্রাম্য স্তাবকতা বলিয়াই নির্দ্দেশ করি।

সুশিক্ষিত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের রীতি স্বতন্ত্র। তাঁহাদিগের প্রশংসাপ্রিয়তা এমন অপূর্ব্বকৌশলসহকারে প্রকাশিত হয় যে, অতি বিজ্ঞলোকেও তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, এবং যোগ্য ব্যক্তিরা আবার এরূপ আশ্চর্য্য ভাবে তাঁহাদিগের প্রদীপ্ত তৃষ্ণায় আহুতি দেন যে, তাঁহারা আপনারাও সকল সময়ে সেই স্তুতিবাদের সন্ধিভেদ করিতে সমর্থ হন না। চতুরের সহিত চতুরের এক হাত খেলা হইয়া যায়, মূর্খেরা নিকটে হাঁ করিয়া, হংসমণ্ডলীর মধ্যে বকের ন্যায়, তাকাইয়া থাকে। এইরূপ প্রশংসাপ্রিয়তা পরিমার্জ্জিত, আর এইরূপ স্তাবকতাও তথৈব পরিমার্জ্জিত। মূর্খের অভিমান এক-পাদ-পরিক্রমেই প্রকাশ পাইয়া পড়ে। কিন্তু অভিমান যখন সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির সহিত মিশ্রিত হয়, তখন সেই বিনয়চ্ছন্ন গভীর গর্ব্ব কাহার চক্ষে না ধূলি নিক্ষেপ করে? সেই সুমার্জ্জিত, সুসজ্জিত, সস্মিত অভিমান মিষ্ট কথার মোহন আবরণের অভ্যন্তর হইতে কি ভাবে উঁকি মারিতে থাকে, কে তাহা দেখিতে পায়? আর দেখিলেই কয় জনে উহার প্রকৃত পরিচয় পাইতে সমর্থ হয়।

স্বার্থপরতারও এইরূপ মার্জ্জিত ও অমার্জ্জিত এই দুইটি বিভিন্ন মূর্ত্তি আছে। ইহার নামও স্বার্থপরতা, উহার নামও স্বার্থপরতা,—একই পদার্থ, একই প্রকৃতি। প্রভেদ এইমাত্র, একটি সহজেই ধরা পড়ে, আর একটিকে চিনিয়া উঠিতে তাদৃশ বিচক্ষণ ব্যক্তিও অনেক সময়ে পরাজিত হন। মূর্খেরা যখন স্বার্থপরতায় অন্ধীভূত হইয়া পরের প্রয়োজনে বাধা দেয়, অথবা পরের প্রতি নিষ্ঠুরতার একশেষ প্রদর্শন করে, তখন সকলেই তাহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে তিরস্কার করিয়া নিজ নিজ নিঃস্বার্থ প্রকৃতির পরিচয় দেয়। কিন্তু সেই স্বার্থপরতা, সুশিক্ষার মায়াময় স্পর্শে, আবার যখন আর এক মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন দেখিলে নিন্দা করা দূরে থাকুক, বরং সর্ব্বান্তঃকরণে প্রশংসা করিতেই সকলের প্রবৃত্তি জন্মে।

আধুনিক সুসভ্য ভাষায় পরিমার্জ্জিত স্বার্থপরতার প্রথম নাম 'আপনার প্রতি কর্ত্তব্য।' পূর্ব্বকালের পণ্ডিতেরা পরের প্রতি কর্ত্তব্য কাহাকে বলে, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতেন। এইক্ষণ 'আপনার প্রতি কর্ত্তব্য' তাহার সঙ্গে যোজিত হইয়া নীতিশাস্ত্রের বৃহৎ এক পরিচ্ছেদ বৃদ্ধি করিয়াছে।* অস্মদীয় ইষ্টের বিঘ্ন জন্মাইয়া স্বকীয় অভীষ্ট সংসাধন করিতে হইলে, এক্ষণ আর স্বার্থপর বলিয়া অপযশের ভাজন হইতে হয় না, 'আপনার প্রতি কর্ত্তব্য' এই প্রচলিত বাক্যটিকে অতি গভীর কণ্ঠে

* 'Egoism Versus Altruism".

উচ্চাবণ কবিলেই সকল দোষ প্রক্ষালিত হইযা যায়। অন্যে যে বস্তুটিকে ভালবাসে, যে বস্তুটিকে বহু কষ্টে উপার্জ্জন কবিযা বহুকাল হইতে আপনাব বলিযা জানে, যদি সেই বস্তুটিতে তোমাব অতি সামান্য প্রযোজন বোধ হইযা থাকে, তাহা হইলেই তুমি আপনাব প্রতি কর্ত্তব্য সাধনেব জন্য তাহাব হস্ত হইতে উহা কাডিযা লইতে পাব। ইহাতে স্বার্থপবতা নাই। কেহ যদি তোমাব হৃদযনিহিত পবশ্রীকাতরতাব নিজ গুণে অকাবণেও তোমাব অপ্রিয় হয, তাহাব অনিষ্ট চেষ্টায ব্যাপৃত হইতে তোমাব সম্পূর্ণ অধিকাব আছে। তুমি স্বতঃ পবতঃ অশেষবিধ অনিষ্ট ব্যবহাব ও অত্যাচার কবিযা তাহাকে আহার নিদ্রায বঞ্চিত বাখিতে পাব। ইহাতে অণুমাত্রও অপবাধ স্পর্শিবে না। যেহেতু, ইহা তোমার 'আপনার প্রতি কর্ত্তব্য।'

নিজ মুখে নিজেব যশোগীত গান কবাকে প্রাচীন ভাষায আত্মশ্লাঘা বলে। আত্মশ্লাঘা অষ্ট মহাপাতকের মধ্যে পবিগণিত। কেহ কেহ আত্মশ্লাঘাকে মৃত্যুরই নামান্তর বিবেচনা কবিতেন। পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয, একদা পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠেব সহিত বিবাদ কবিযা, মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা কবিযাছিলেন। যদুকুলপতি, জগদ্গুরু কৃষ্ণ, মধ্যবর্ত্তী হইযা, উভয়দিক্ বক্ষার্থ উপদেশ দিলেন,—"তোমার মরিবাব আব প্রযোজন নাই, তুমি আত্মগুণ কীর্ত্তন কর, তাহাতেই সমান ফল ফলিবে।" পার্থ সেই কথানুসাবে আত্মগুণ

কীর্ত্তন করিয়া অবধারিত মৃত্যুসঙ্কল্প হইতে অব্যাহতিলাভ করিলেন। স্মৃতিশাস্ত্রে অদ্যাপি আত্মনাম উচ্চারণে বিশেষ নিষেধ রহিয়াছে। কিন্তু এইক্ষণকার প্রথানুসারে আপনার ভেরী আপনাকে বাজাইতে হইলে কিছুই আর আপত্তি নাই। 'আপনার প্রতি কর্ত্তব্য' এই শব্দ কয়টিকে একটুকু সানুনাসিকস্বরে, সুগভীরভাবে পূর্ব্বে বলিয়া লইলেই নীতিজ্ঞের বুদ্ধি এবং নিন্দুকের জিহ্বা মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া যায়। তাহার পর, যাহা কিছু বলিবার থাকে, সকলই কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এইরূপে দেখান যাইতে পারে যে, এক 'আপনার প্রতি কর্ত্তব্য' স্বার্থপরতার শত শত কার্য্যকে অতি সুদৃশ্য আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতেছে, অথচ কেহই তৎসমুদয়কে প্রকৃত নামে পরিচয় দিতে সাহস পাইতেছে না।

বুদ্ধিমানদিগের মধ্যে স্বার্থপরতার আর এক নাম 'পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য।' পরিবার শব্দের অর্থ প্রধানতঃ স্ত্রী পুত্র। মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিলে, অবশ্যই রক্ত মাংসের আকর্ষণে সময়ে সময়ে পরাজিত হইতে হয়, অবশ্যই মন কখনও না কখনও স্নেহ, মমতা ও দয়া দাক্ষিণ্যাদি দুর্নিবার বৃত্তিচয়ের শাসনে অভিভূত হইয়া পড়ে। অতিক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরাও চেষ্টা করিয়া বুঝিতে পাইয়াছেন যে, এ সকল বন্ধন সহজে শিথিল হয় না। হৃদয় সর্ব্বথা অবহেলিত হইয়াও, যেন আপনার পরাক্রমে

আপনি আসিযা আধিপত্য কবে। কিন্তু হৃদযেব আধিপত্য স্বীকাব কবিতে গেলে, কে পৃথিবীতে অভীষ্ট ফল ভোগ কবিযা সুখে অবস্থান করিতে পাবে? হৃদয় অন্ধ। হৃদযেব গণিতজ্ঞান নাই, হিতাহিত বোধ নাই, এবং আত্মপব বিবেচনা নাই। কেহ ক্ষুধায কাতর হইলে, উহা আপনাব মুখেব গ্রাস তাহাব মুখে তুলিয়া দিতে বলে। কাহারও কোন বিশেষ অভাব দেখিলে, উহা সেই অভাব মোচনেব জন্য নিবন্তব উৎপীডন কবে। আপদেব উপব আপদ এই, যদি উহাব শ্রুতিমোহন কোমলকণ্ঠে মোহিত হইযা একবাব একটি কার্য্যেব অনুষ্ঠান কব, উহাব স্পর্দ্ধা ও পবাক্রম এত বাডিযা উঠে যে, পবিণামে উহার সহিত একত্র অবস্থানও অসাধ্য হয। এই সকল সংসাব-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতিদানেব নিমিত্তই 'পবিবাবেব প্রতি কর্ত্তব্য,' এই প্রশস্ত নীতি, অন্ধকাব গৃহে আলোকবর্ত্তিকাব ন্যায, সহসা সমুদ্ভুত হইয়াছে, এবং যে ইহাব আশ্রয লয, উহা তাহাকেই দাবিদ্র্যদুঃখ প্রভৃতি পৃথিবীব সমস্ত বিঘ্ন হইতে সর্ব্বতোভাবে বক্ষা কবিতেছে! এই নীতিব অনুগত হইলে, হৃদয দুচাবি দিন অত্যাচাব কবিলেও শেষে পবাভব মানিযা পলায়ন করে,এবং একান্তই যদি পলাযনেব পথ না পায, তাহা হইলে, পাদদলিত কুসুমবৎ প্রাণহীন হইযা পডিযা থাকে।

পথশ্রান্ত ভিখারী, মধ্যাহ্নবৌদ্রে গলদ্ঘর্ম্ম হইযা দ্বারে একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত হইতেছে। তাহার আর্ত্ত-

নাদে তোমায় আর কর্ণপাত করিতে হইবে না। যদি মনেব দুর্ব্বলতা বশতঃ তাহাব প্রতি ফিরিযা চাও, তবে তোমা দ্বাবা পবিবারের প্রতি কর্ত্তব্যরূপ পবমধর্ম্ম আব প্রতিপালিত হইল না। কোন দূবসম্পর্কিত আত্মীয় দুদিনেব তবে আশ্রয়েব জন্য উপস্থিত হইলেন ; তাঁহাকে অম্লানবদনে প্রত্যাখ্যান কব। প্রবৃত্তিব ক্ষণিক স্ফুবণে অধীর হইযা, তাঁহাকে আশ্রয় দিলে, পবিবাবেব প্রতি নিঃসন্দেহ তোমার ঘোবতব অকর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান হইবে। বহুদিনেব পবীক্ষিত বন্ধু আজি বিপন্ন হইযা নিকটে উপাগত। তাঁহাব নিকট শতবাব উপকাব পাইযাছ, এবং মুখে মুখে শতবাব তাঁহাকে প্রাণ, মন ও সর্ব্বস্ব উপহাব দিয়াছ। এইক্ষণ কোন্ প্রাণে, অথবা কোন্ মুখে, তাহা অস্বীকার কবিবে? যদি স্নেহ এবং কৃতজ্ঞতাব ঋণ কিঞ্চিন্মাত্রও পবিশোধ কবিতে চাও, তাহা হইলে অপবিণামদর্শী হৃদয় একটুকু তৃপ্ত হইযা অর্থশূন্য অকর্ম্মণ্য আশ্বাসদানে একটুকু ক্ষণস্থাযী আনন্দ জন্মাইতে পারে; কিন্তু লোকে যাহা 'বিবেচনার কার্য্য' বলে, কোন অংশেই তাহা কবা হয না। নিষেধ কবাও কঠিন, কারণ তাহাব উপযুক্ত একটি হেতুবাদ চাই। তুমি এইরূপ পরস্পববিরুদ্ধ নানাবিধ দুর্ভাবনায বিমূঢ় হইযা বসিয়া আছ, এমন সমযে 'পবিবারেব প্রতি কর্ত্তব্য' অকস্মাৎ স্মৃতিপথে উদিত হইল, এবং সমুদয় চিন্তা একেবাবে বিলুপ্ত হইয়া গেল। পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যের কাছে বন্ধুতা,

প্রতিশ্রুতি, প্রীতি, অথবা কৃতজ্ঞতা কি রূপে আর তিষ্ঠিয়া দাঁড়াইবার স্থান পাইবে?

বস্তুতঃ, পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য পালন পার্থিব প্রযোজনসিদ্ধির এক অব্যর্থসন্ধান। আপনার প্রতি কর্ত্তব্যের ভাবে স্বার্থপরতার সামান্য কিঞ্চিৎ গন্ধ পাওয়া গেলেও, পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যের ভাবে কখনও তাহা অনুভূত হয় না। এই নাম লইয়া ভ্রাতা অনায়াসে জীবিত কিংবা স্বর্গগত ভ্রাতার সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে পারে, স্বজন স্বজনের মমতায় জলাঞ্জলি দিতে সমর্থ হয়, এবং কুলপাবন কৃতী পুত্র সাক্ষাৎ স্নেহরূপিণী জননীকেও "পিতার পরিবার" বলিয়া পায়ে ঠেলিয়া ফেলিতে সাহস পায়।

স্বার্থপরতার যে দুইটি নাম ব্যাখ্যাত হইল, তাহা শ্রুতিকঠোর হইলেও এক পক্ষে কল্যাণকর,—সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত না হইলেও অর্থবাদশাস্ত্রসম্মত এবং সকলের প্রীতিকর না হইলেও পণ্ডিতসমাজের নিতান্ত প্রিয়। কিন্তু ইহা অধুনাতন কাব্যাদিশাস্ত্রে যে সকল নামে সমাদৃত হইয়াছে, সে গুলি এমনই মধুর ও মনোহর যে, শুনিলে সকলেরই চিত্ত তরল ও তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে।

কেহ পরদুঃখে নিতান্ত অন্ধ, কাব্যশাস্ত্রে তাঁহার নাম কোমলপ্রাণ। তিনি কখনও কাহারও দুঃখ কি দুরবস্থার কাহিনী শুনিতে পারেন না। কাহারও কোনরূপ ক্লেশ দর্শন তাঁহার কোমলচক্ষে কখনও সহ্য হয় না। নাটক কি উপন্যাসাদির যে যে স্থলে করুণরসের কথা

থাকে, তাহা পাঠ কি শ্রবণ করিবার সময়ে, তাঁহাব কপোলদেশ বহিয়া ধারায় নয়নবারি নিপতিত হয়; যাত্রা-ভিনয়ে রামের জটাবল্কল অথবা বিরহবিধুরা বিদর্ভ-বালার আলুলায়িত কুন্তল দর্শন করিলে, তাঁহাব বাষ্প-গদ্গদ কণ্ঠে বাক্যস্ফূর্ত্তি রহিত হইয়া যায়, এবং রণদুর্ম্মদ রিচার্ডের * সময়ে ইংলণ্ডে য়িহুদীয় অঙ্গনাদিগেব কিরূপ দুর্দ্দশা ছিল, তাহা যখন কেহ তাঁহাব নিকট বর্ণনা করে, তখন তাঁহার হস্তপদ নিস্পন্দ হইয়া আসে। কিন্তু, এদিকে একজন প্রতিবেশীব সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলে, কিংবা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেহ কোনরূপ অভাবনীয় ঘটনায় বিপন্ন হইয়া পড়িলে, তাহাব নিকটস্থ হওয়াও তাঁহাব পক্ষে প্রাণান্তকর হইয়া উঠে। যাহারা পরের দুঃখ কষ্ট ও আপদ বিপদের সময়, নিতান্ত নির্ম্মমের মত তাহাব সম্মুখে থাকিয়া, সাধ্যানুরূপ উপকাব কিংবা সান্ত্বনার চেষ্টা কবে, তাঁহার বিবেচনায় তাহাদিগের মন পাষাণ হইতেও কঠিন। নহিলে, যে সকল অবস্থা স্মবণ কবি-তেও তাঁহার মর্ম্মস্থান দগ্ধ হইযা যায়, তাহাবা কিরূপে চক্ষু মেলিয়া তাহা দর্শন করে, এবং অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহাব মধ্যে ডুবিযা রহে?

* ইংলণ্ডের রাজা অতুলকীর্ত্তি প্রথম রিচার্ড। ইহাঁর সময়ে, —বিশেষতঃ ইহাঁর অনুপস্থিতি কালে—ইহাঁর অনুজ রাজ্যাধ্যক্ষ জনের শাসনদোষে ইংলণ্ডনিবাসী য়িহুদীরা বড় কষ্টে জীবন যাপন করিয়াছে।

কাহারও স্বভাব এই তিনি, নিকৃষ্ট শ্রেণির লোকের মত কোনরূপ শ্রম না করিয়া, শ্রমজাত বস্তুর অগ্রভাগ গ্রহণ করিতে বড়ই আনন্দ অনুভব করেন,—নিজে পৃথিবীর কোন কার্য্য না করিয়া সর্ব্বদাই অন্যদীয় কার্য্যের অপব্যবহার করিতে ভাল বাসেন, এবং লোকের কার্য্যক্ষতি, সময়েব অপচয় অথবা অন্য প্রকারের অনিষ্ট হউক কিংবা না হউক, তিনি সর্ব্বদাই কর্ম্মবত মনুষ্যেব উপব এক দুর্ব্বহ ভারেব ন্যায় আপতিত হইয়া আত্মকথাব আলাপের দ্বাবা অপূর্ব্ব সহৃদযতাব পবিচয় দিতে উৎসুক বহেন। তাঁহাব চক্ষে সংসাবেব অধিকাংশ লোকই নিতান্ত অভিমানী। কাবণ, তাহাবা সকল সময়েই যে সকল কার্য্য ত্যাগ করিয়া তাঁহাব কণ্ঠকণ্ডূযনের তৃপ্তি জন্মাইবার জন্য আকুল হয না, ইহা তাহাদিগের গুরুতব অপরাধ। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাব কণ্ঠস্বর নিতান্ত কর্ক্কশ এবং আলাপ প্রাযশঃই অমূলক ও অকর্ম্মণ্য আত্মশ্লাঘাব প্রলাপ। কিন্তু তাঁহার কাছে পৃথিবীব অধিকাংশ মনুষ্যই নিতান্ত অসামাজিক। কাবণ, তাহারা ব্রতপরাযণা বৃদ্ধাব ন্যায় প্রাতঃসূর্য্যের অভ্যুদয় হইতে সমস্ত দিনই যে তদ্গতচিত্তে তাঁহাব সেই প্রলাপ শুনিতে ইচ্ছা কবে না, ইহা তাহাদিগেব নিতান্তই ক্ষমাব অযোগ্য দোষ। এই শ্রেণির গুণনিধিবা সমাজে অনেকেব কাছেই সামাজিকের শিরোমণি বলিয়া সম্মানিত হন, কিন্তু এইরূপ উৎকট সামাজিকতা যে স্বার্থপরতারই একখানি সুমার্জ্জিত মূর্ত্তি

তাহা কয় জনে বিচার করে? এই জগতে তোমার কিছু করিবার নাই বলিয়া তুমি কি জন্যে আর পাঁচ জনের অতি দুর্লভ সময়ের উপর একটি পিণ্ডীভূত বিপত্তির মত দোলায়মান রহিবে?—তোমার কণ্ঠ কিংবা রসনা রোগগ্রস্ত বলিয়া তুমি কি কারণে পরের কর্ণে পীড়া জন্মাইবে? তুমি সহৃদয় সামাজিকতার নামে সুলভ যশের কাঙ্গাল বলিয়া, কি হেতুতে সমাজের শত শত অন্যবিধ কাঙ্গালের জীবন-ব্রতে কাঁটা দিবে? এইরূপ সূক্ষ্মসূত্রিত ও সুচিত্রিত স্বার্থপরতার আরও অনেক দৃষ্টান্ত এবং আরও অনেক নাম আছে, সমুদয়ের উল্লেখ অনাবশ্যক।

স্বার্থপরতা রাজনীতিশাস্ত্রের নিকটও কতকগুলি শ্রদ্ধাস্পদ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদিগের বিবেচনায় তন্মধ্যে সভ্যতাবিস্তার এইটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার উপর আর কথাই নাই। সভ্যতাবিস্তার কাহাকে বলে অতি সংক্ষেপেই তাহা বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। মনে কর, তুমি এক দেশের এক পরাক্রান্ত রাজা। তোমার রাজভাণ্ডার ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ, রাজ্য রণ-রণিত বীর-বৈভবে টল মল, রাজশক্তির অপূর্ব্বকীর্ত্তি ফর্দ্দিনান্দ ও ইসাবেলার অলোকসাধারণ কীর্ত্তির ন্যায়, দিগন্তবিস্তৃত; সকলই শোভাময়। কিন্তু সৃষ্টির কি নিয়ম! এত সম্পদ সত্বেও তোমার শান্তি নাই। ঐ যে অতল সমুদ্রের পর পারে, বহু দূরে, তোমার অতি দুর্ব্বল প্রতিবেশীদিগের একটি দুর্ব্বল

রাজ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, উহার অসভ্য অবস্থা তোমার সহ্য হয় না। তুমি উদারপ্রকৃতি,—উন্নত ও উচ্চলালসা-ন্বিত, এই জন্যই ঐ অসভ্যতা তোমার চক্ষুর শূল। তুমি যত কেন চেষ্টা না কর, ঐ দিকেই তোমার চক্ষু পুনঃ পুনঃ নিপতিত হয়। তোমার কেনই যেন ইচ্ছা হয় যে, যে কোন রূপে পার, একবার ঐ রাজ্যটিকে তুমি সুসভ্য অব-স্থায় আনয়ন কর। যদি তুমি প্রশংসার্হ কোন কারণ বিনা পরের রাজ্যে হস্ত প্রসারণ কর, তবে অবশ্যই পরশ্রী-কাতর নিষ্ঠুর প্রতিবেশীরা তোমাকে লুব্ধ শৃগাল কিংবা বুভুক্ষু ব্যাঘ্র বলিয়া তিরস্কার করিতে পারে। কিন্তু, তোমার উদ্দেশ্য সভ্যতাবিস্তার,—অমল, অনবদ্য এবং অনন্ত যশের নিদান। যাহারা তোমার তাদৃশ ক্ষুধাকুলতা দেখিয়া নিন্দা করিতে ইচ্ছুক ছিল, উদ্দেশ্য জ্ঞাপনের পর তাহারাই আবার তোমার স্তাবক হইয়াছে। কারণ, তুমি কিছুই আত্মসাৎ করিতেছ না, কেবল সভ্যতাবিস্তাররূপ সজ্জনসেব্য সাধুব্রতপালনেই রত রহিয়াছ!

অসভ্য আফরিকগণ পর্ব্বত-কুহরে কিংবা পর্ণকুটীরে বাস করিয়া নিতান্ত অসুখে দিনপাত করিতেছে, ইহা কেমনে তোমার সহ্য হইবে? তুমি স্বয়ং এইরূপ সমৃদ্ধ ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া অন্যের এবংবিধ দুরবস্থা কিরূপে চক্ষু মেলিয়া দেখিবে? অতএব তুমি সভ্যতা বিস্তার করিতে গিয়া তাহাদিগের গ্রাম নগর লুণ্ঠন করিতেছ, তাহা-দিগের স্ত্রী পুত্র কাড়িয়া আনিতেছ, এবং তাহাদিগের

রাজা কি রাজমন্ত্রীকে শৃঙ্খলবদ্ধ দশায় স্বদেশের সকলের নিকট প্রদর্শন করিয়া তোমার নিঃস্বার্থপ্রেমের পরিচয় দিতেছ। অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন আমেরিকেরা আপনাদিগের অসভ্যজনোচিত দুঃখরাশি লইয়া কোন প্রকারে জীবন যাপন করিতেছে। তুমি তাহাদিগের সেই দুঃখ দুর্গতির কথা শুনিয়া কিরূপে নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত রহিবে? অতএব তুমি সভ্যতা বিস্তারের জন্য তাহাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, অসভ্যতার অঙ্কুরও যেন পৃথিবীতে না থাকিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে সবংশে উচ্ছিন্ন করিতেছ, এবং তাহাদিগের বাস্তুভূমিতে তোমার নিজ বাসগৃহের স্তম্ভ তুলিতেছ। সভ্যতার মধ্যে জ্ঞান, ধর্ম্ম, বাণিজ্য, সকলই পরিগণিত হয়। সুতরাং ইহার যে কোন নামে তুমি যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, তাহাই ন্যায়ানুমোদিত। হে মনুষ্য! যদি এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াও কেহ তোমাকে স্বার্থপর বলে, সে ইহ পরত্র কোথায়ও সুখী হইবে না। যে শিক্ষাবিরহে কিংবা সংসারের মায়ামোহে অন্ধীভূত রহিয়া তোমার এই সমস্ত পরহিতকর পবিত্র কার্য্যে স্বার্থপরতার ছায়া দর্শন করে, আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, কুম্ভীপাকের অন্তঃপ্রদেশেও সে স্থান পাইবে না।

চাটুকার।

ভ্রমব যদি মধুরভাষী বলিয়া এত আদর পাইতে পারে, কোকিল, দয়েল, শ্যামা, বুলবুল, ইহারাও যদি শুধু মধুর-ভাষিতার জন্য রসিক ও প্রেমিক, ভাবুক ও বিলাসীব বিনোদকুঞ্জে কিংবা আদরের পিঞ্জরে স্থান পাইতে অধিকাবী হয়, তবে মধুরভাষীর অগ্রগণ্য মৃদুগতি চাটুকারের প্রতি লোকের এত অশ্রদ্ধা ও এত অবজ্ঞার কারণ কি?

চাটুকারবর্গ নীতিকাববর্গের নিকট এইরূপ তর্ক করিতে পারে;—'দেখ, আমরা অপরাধী কিসে? তোমাদিগের ভ্রমর যেমন সতত গুণ গুণ ধ্বনি করিয়া মধুপূর্ণ কুসুমের নিকট উড়িয়া বেড়াইতেছে, আমরাও সেইরূপ, যেখানে মধুব আশা, সেখানে মনের সুখে, সুমধুব নিঃস্বনে গুণ গুণ ধ্বনি করিয়া ও গুণের কথা কহিয়া ভ্রমরের মত উড়িয়া বেড়াইতেছি। ভ্রমরকে তুমি পুনঃ পুনঃ তাড়াইয়া দেও, কুসুমে যদি মধু থাকে, ভ্রমর পুনরায় আসিয়া উড়িয়া বসিবে। আমাদিগকেও তুমি পুনঃ পুনঃ তাড়াইয়া দেও, অথবা পদাঘাতে দূর কর; কিন্তু আমরা যে মধুব জন্য লালায়িত, তোমাতে সেই মধুব কণামাত্রও যতক্ষণ

বিদ্যমান থাকিবে, লাঞ্ছিত হই, বিড়ম্বিত হই, আমরা ততক্ষণ তোমার নিকট পড়িয়া থাকিব। ভ্রমরও আর কোন গুণের সংবাদ লয় না, ঐ এক মধুগুণেই চিরমুগ্ধ,—আমরাও আর কোন গুণের সংবাদ লই না,—আর কোন গুণ আছে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করি না, ঐ এক মধু-গুণেই তোমার নিকট চিরবদ্ধ। মধু ফুরাইলে ভ্রমরের আর দেখা নাই, মধু ফুরাইলে আমাদিগকেও দেখিবার আর প্রত্যাশা নাই। ভ্রমর তখন নূতন ফুলে, আমরাও তখন কোন এক নূতন স্থলে। ইহাতে আমাদিগের অপরাধ কি?

'দেখ, বসন্তের কোকিল, কুসুম-বিলসিত বৃক্ষবাটিকায় উপবিষ্ট হইয়া, উহার ঐ কল-কুজনে যুবজনের হৃদয়কে কিরূপ উদ্ভ্রান্ত ও উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে। কে উহার নিন্দা করে? যাহার হৃদয় পূর্ব্বে পর্ব্বতের ন্যায় ধীর ও নিস্পন্দ ছিল, উহার ঐ উন্মাদিনী কণ্ঠসুধা তাহাকে পতঙ্গের ন্যায় অধীর করিতেছে;—যে ছলনা কাহাকে বলে তাহা স্বপ্নেও জানিত না, উহা তাহাকে ছলনা শিখাই-তেছে,—লাজুকের লজ্জা ভাঙিতেছে; মনে যে ভাব কোন সময়েও প্রবেশপথ পায় নাই, উহা সেই ভাবকে মনের মধ্যে প্রবেশ করাইতেছে,—যেখানে শান্তির সুখ-নিদ্রা, সেখানে অশান্তির উদ্বেগ আনিয়া শয্যাকণ্টক ঘটাইতেছে,—তৃপ্তিতে অতৃপ্তি সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যকে আকুলিত রাখিতেছে। কোকিল এত দোষে দোষী,

তথাপি কে উহাকে নির্ভর্ৎসন করে? তুমি প্রতিজ্ঞার উপর অটল হইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিতেছ যে, প্রবৃত্তির আবিল পঙ্কে প্রাণান্ত হইলেও আর কখনও নিমজ্জিত হইবে না,—কোকিল সেই সময়ে পঞ্চমে উঠিয়া, কু উ কু বলিয়া, তোমায় উপদেশ দিতেছে যে, এমন কুৎসিত সঙ্কল্পকে ক্ষণকালের তরেও মনে পুষিও না। তুমি হৃদয়ের অন্তর্জ্বালা আর সহিতে না পারিয়া,—হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ তুষানলে অন্তর্দগ্ধ হইয়া, প্রতিজ্ঞা করিতেছ যে, এ জীবনে আর কখনও কোন কারণে, কামনার কণ্টকাকীর্ণ বর্ত্মে পাদচারণা করিবে না;—কোকিল পুনরপি সেই সময়ে, উহার সেই চিরপরিচিত মোহন কণ্ঠে কু উ কু বলিয়া তোমায় উপদেশ দিতেছে যে, এমন কুবুদ্ধির আশ্রয় লইয়া সকল সুখে বঞ্চিত হইও না,—বিবেকের এই নীরস-কঠোর নির্ম্মম নীতিকে মুহূর্ত্তের তরেও চিত্তে স্থান দিও না। যে মত্ততার অনুকূলে নিত্য তোমায় এইরূপ মন্ত্রণা দেয়, তাহাকে তুমি ভালবাস, অথচ আমাদিগকে ঘৃণা করিতে চাহ, ইহা কি অসঙ্গত নহে? অনিন্দিত কোকিলে এবং নিন্দিত চাটুকারে প্রভেদ কি? কোকিলও যেমন পরপুষ্ট, আমরাও তেমনই পরপুষ্ট; উভয়েই উচ্ছিষ্টজীবী, আশ্রয়ত্যাগী, মিষ্টকথার বণিক্, আমোদতন্ত্রের অধ্যাপক এবং প্রমাদ ও মতিভ্রমের অগ্রনায়ক। আমরা চাটুভাষীরা কোকিল হইতে কোন্ দোষে তোমার নিকট অধিকতর দোষী হইব? কোকিল বসন্তের

সখা, আমরাও বিলাসের সখা। যখন বসন্তের পর ঝ-টিকা বহে, কোকিল তখন উড়িয়া যায় ;—যখন বিলাসের পর বিপত্তির ঝঞ্ঝাবায়ু বহিতে আরম্ভ করে, আমরাও তখন চলিয়া যাই। তবে আমাদিগের মধ্যে এই ন্যায়-বিরুদ্ধ তারতম্য কেন ?

'আরও দেখ,—এই সংসারের পণ্যবীথিকায় কত্ত কোটি লোক কাঞ্চন-মূল্যে কাচ বিক্রয করিয়া কৃতার্থ হই-তেছে! কে তাহাদিগের সহিত বিবাদ করে? কোথাও প্রেমের বিনিময়ে সুখ, কোথাও সৌহার্দ্দের বিনিময়ে সখ ;—কোথাও জ্ঞানের বিনিমযে গর্ব্ব, কোথাও মানের বিনিময়ে মর্কটলীলা। যখন এইরূপে দৃষ্ট হইতেছে যে, বঞ্চনাই বাণিজ্য শাস্ত্রেব মূলসূত্র, তখন আমরা সেই সূত্র অবলম্বনে নিজ নিজ সৌভাগ্যসঞ্চয়নে কি জন্য বঞ্চিত থাকিব? বাণিজ্য যাহাদিগেব উপজীব্য, বাজাবের গতিই তাহাদিগের ধর্ম্মনীতি। তাহারা লোকের রুচি বুঝিয়া রোচক যোগায়, প্রবৃত্তি বুঝিয়া প্রলোভন সংগ্রহে যত্নশীল হয়। আমরাও যখন চাটুভাষার বিপণি খুলিয়া এই নীতিতেই ব্যবসায চালাইতেছি, তখন কি হেতু আমরা নীতিকাবের নিকট বিশেষরূপে নিন্দনীয় হইব ?'

চাটুকারেরা ঠিক এই সকল কথা না বলুক, তাহাবা স্ব স্ব চিত্তকে প্রায় এইরূপ কথা বলিয়াই প্রবোধ দিয়া থাকে ; আর মনে করে যে, যে স্বভাবতঃ বিকল-চিত্ত, তাহাকে বংশীধ্বনি শুনাইয়া কিংবা কন্দুককৌতুক দেখা-

ইয়া বশীভূত রাখিলে,—যে যেরূপ মদিরার জন্য লালায়িত, ভাল হউক আর বিকৃত হউক, তাহাকে সেইরূপ মদিরা দিয়া তৃপ্ত করিতে পারিলে, অথবা মনুষ্যের মনোমোহনের জন্য ঐরূপ আর কোন মোহিনী প্রক্রিয়ার আশ্রয় লইলে, তাহা কি জন্য দোষ বলিয়া গণ্য হইবে এবং মনুষ্যজাতিই বা তাহাতে অকারণে কেন বিরক্তি দেখাইবে। কিন্তু সূক্ষ্মার্থদর্শিনী নির্ম্মলা বুদ্ধি এসকল মধুর কথায় ভুলিয়া যান না। যাঁহারা মনুষ্যত্বের অস্বাভাবিক বিকৃতি ও অধোগতি দর্শনে হৃদয়ে গভীর দুঃখ অনুভব করেন, তাঁহারা সেই বিকৃতি ও সেই অধোগতির প্রবর্ত্তক ও প্ররোচক বলিয়া ঘৃণিত চাটুকারদিগকে কখনই অন্তরের সহিত ঘৃণা না করিয়া পারেন না।

ভ্রমরের গুণ-গুঞ্জন এবং কোকিলের কুহুকুজন যাহার হৃদয়ে যে ভাবে কেন অনুভূত না হউক, ভ্রমর ও কোকিল যদি অপরাধী হয়, তাহা হইলে নিবিড়-কৃষ্ণ জলদমালা, 'সজলদ সৌদামিনী', শারদীয় গগনের পূর্ণচন্দ্র, চন্দ্রালোকপ্রফুল্লা প্রসন্নসলিলা তরঙ্গিণী, এ সকলও মনুষ্যের নিকট নিতান্ত অপরাধী। কারণ, সৃষ্টির এ সকল মনোহর দৃশ্যে মনুষ্যের মন স্বভাবতঃই উদ্বেল হয়। কিন্তু উদ্বেল হইলেই যে উহা আবিল হইবে, এমন কথা কে বলিয়াছে? ভক্তিতেও মনুষ্যের মন উদ্বেল হয়। কিন্তু ভক্তির মত নিরাবিল ভাব আর কি হইতে পারে? চাটুকার মনুষ্যের চিত্তকে উদ্বেল না করিয়া আবিল করে। এই জন্যই

চাটুকাব মানবীয উন্নতিব এক ভযানক কণ্টক। যাঁহাবা একথার নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝেন না, বুঝাইলেও হয় ত তাঁহারা তাহা বুঝিবেন না। তথাপি বুঝাইবার জন্য একবাব যত্ন করা কর্ত্তব্য।

মনুষ্যেব অধ্যাত্মউন্নতি ও চাবিত্রবিকাশেব প্রথম সোপান কি ?—না, আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান বিনা কোন জ্ঞানেরই কিছুমাত্র মূল্য নাই। যে আপনাকে বুঝিতে না পাবে, আপনাকে চিনিতে না পাবে,—আপনাব অভাব, অপূর্ণতা, দোষ ও গুণ ভাল কবিয়া জানিতে না পাবে, তাহার ভবিষ্যৎ বিষযে কিছুমাত্র ভবসা নাই। সে আপনাব হইয়াও আপনার নহে। কেন না, প্রবৃত্তিব প্রবলস্রোত তাহাকে যে দিকে লইযা যায, সে সেই দিকেই ভাসিযা যায ,—স্রোতেব জলে তৃণ, তবঙ্গের গতিতেই তাহাব গতি। ইয়ুবোপীয় তত্ত্ববিদ্যার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা সক্রেতিস এই নিমিত্তই বলিযা গিযাছেন যে, আত্মজ্ঞানই সকল জ্ঞানের মূল।—" মনুষ্য! আপনাকে আগে জান, তাহা হইলেই সৃষ্টির সকল তত্ত্ব জানিতে পাবিবে।" এই নিমিত্তই কবি উপদেশ করিযাছেন যে, যদি আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত হও, তাহা হইলে অযুতকোটি দীপালোকেও জগতের গূঢ়তত্ত্ব দেখিতে পাইবে না। চাটুকাব এই আত্মজ্ঞানলাভের প্রধান পরিপন্থী। মনুষ্যের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপই তাহার একমাত্র ব্রত, এবং মনুষ্য আপনাকে যেন বুঝিতে না পারে, আপনাকে যেন জানিতে না পারে,—

যে আপনি যাহা নহে, সে আপনাকে তাহা জানিয়া যেন মোহের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, ইহাই তাহার এক মাত্র অভিলষিত। যে একবাবে নিরক্ষর মূর্খ, সে তাহাকে মহিমান্বিত মহামহোপাধ্যায় বলিয়া সম্মান করে, যে রূপে অলম্বুষেব অবতার, সে তাহাকে কন্দর্পেব কান্তবিগ্রহ বলিয়া ব্যাখ্যা কবে; এবং দুষ্কৃতির দুর্গন্ধ ভিন্ন আব কিছুতেই যাহাব মতি যায় না ও তৃষ্ণা পূবে না, সে তাঁহাকে বিলাসরসিক 'সৌখীন' বলিয়া বর্ণনা কবে। তাহাব অভিধান ভাষার প্রচলিত অভিধান হইতে সর্ব্বাংশে পৃথক্। উহাতে আলোকের নাম অন্ধকাব, অন্ধকারেব নাম আলোক, ধর্ম্মেব নাম অধর্ম্ম, অধর্ম্মেব নাম ধর্ম্ম, বিষেব নাম অমৃত, অমৃতের নাম বিষ। সত্যেব এইরূপ অবমাননা মনুষ্যের অসহনীয়, মনুষ্যজাতিব অনিষ্টকব।

যেমন তরুলতার পরিবর্দ্ধনের জন্য সূর্য্যের আলোক, তেমনই মনুষ্যহৃদয়েব পবিস্ফূর্ত্তি এবং মনুষ্যশক্তির পবিবর্দ্ধনের জন্য সত্যেব উজ্জ্বল জ্যোতিঃ। তরুলতা যেমন সূর্য্যের উত্তাপময় আলোকে বঞ্চিত হইলে, শুষ্ক, শীর্ণ ও বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইযা যায়, মনুষ্য-হৃদয় এবং মানুষী শক্তিও সত্যের সমুজ্জ্বল দীপ্তিতে বঞ্চিত হইলে ঠিক সেইরূপ রুগ্ন, জীর্ণ ও বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে অবস্তু মধ্যে পরিগণিত হয়। ইহা প্রকৃতির অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়ম। কিছুতেই ইহার অন্যথা নাই। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সত্যের দ্যুতি, আপা-

ভতঃ যার পর নাই ভুর্ব্বিষহ হইলেও, পরিণামে মনুষ্যেব প্রাণ-প্রদ বলিয়া স্পৃহণীয়; এবং যাহাবা চাটুকারেব জঘন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া, সেই সত্যকে ঢাকিয়া বাখে, অথবা মনুষ্যকে আত্মজ্ঞান সম্পর্কে সেই সত্যে বঞ্চনা করে, তাহারা আপাততঃ যার পব নাই প্রীতি-কর হইলেও, পয়োমুখ বিষকুম্ভের ন্যায়, সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

"ত্যজ্যো দুষ্টঃ প্রিয়োপ্যাসীদঙ্গুলীবোবগক্ষতা"। দুষ্টজন যদি নিতান্ত প্রীতিভাজনও হয়, তাহাকে সর্পক্ষত অঙ্গুলিব ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। * নতুবা সমস্ত শবীব যদি বিষাক্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে শেষে আব কোন ঔষধেই ধবে না।

চাটুকাবের আর এক অপরাধ এই, সে মনুষ্যকে মহত্ত্বের উপাসনা হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আত্মোপাসনায় প্রবর্ত্তিত কবে, এবং যে ঐরূপে তাহাব ফাঁদে পড়িল, তাহাকে কৃত্রিম উপাসনার কৃত্রিম ধূপে উন্মাদিত বাখিয়া, কর-ধৃত-পুতুলের মত নৃত্য করাইতে রহে। ইহাও সামান্য কথা নহে। মনুষ্য যদি বড় হইতে চাহে, তাহা হইলে আপনা হইতে উচ্চতব আদর্শের উপাসনাই

* "And if thy right hand offend thee, cut *it* off, and cast *it* from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not *that* thy whole body should be cast into hell." (Sermon on the Mount.)

তাহার একমাত্র উপায়। ইহাই আত্মোৎকর্ষসাধন অথবা উন্নতিব প্রকৃত পথ। পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্মসাধনা আছে, তাহারও নিগূঢ়তত্ব এই। কেন না, উৎকর্ষের উপাসনা বিনা মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ অসম্ভব। যাঁহারা চাটুকারে পরিবৃত থাকেন, তাঁহারা উপাসনার সেই সম্পদে অনধিকারী। কারণ, তাঁহাবা নিকৃষ্ট লোকের নিকৃষ্ট উপাসনায় অন্ধীভূত হইয়া, আপনাব ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্রতাকেই মহত্বেব আদর্শ বলিযা বিশ্বাস কবিতে শিক্ষা কবেন, এবং এই অনন্ত জগতে আব যে কিছু উপাস্য আছে, সেই ধাবণা তাঁহাদিগেব সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কুচিত হৃদয হইতে ধীবে ধীবে দূরীভূত করিয়া ফেলেন। বোমেব কোন কোন সম্রাট্ ও ফ্রান্সেব কোন কোন বাজা এইরূপ মোহে অভিভূত হইযা সংসাবে উপহসিত হইযাছেন, এবং যাঁহারা সম্রাট্ নহেন, বাজা নহেন, অথবা রাজকীয জগতেব ক্ষুদ্র একটি পতঙ্গ কিংবা ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কীটাণুকীট বলিযাও গণ্য হইবার যোগ্য নহেন, তাঁহাদিগেব মধ্যেও অনেকে উল্লিখিত মোহবিকারের আচ্ছন্নতায় বিবিধ হাস্যজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিযা অহরহ হাস্যাস্পদ হইতেছেন। যে জঘন্য আত্মোপাসনা মনুষ্যকে উপরে উঠাইবার ভাণ কবিয়া দুর্গতি ও অবনতির দিকে এইরূপে টানিযা আনে,—স্বর্গের অপূর্ব্ব শোভা দেখাইবে বলিয়া অবশেষে শাখামৃগের লাঙ্গুলগুম্ফিত উচ্চ (!) আসনে আনিয়া উপবেশন করায়,—যাহা পুষ্পচন্দনের

নির্ম্মল সৌরভে অরুচি জন্মাইয়া পিশাচ-ভোগ্য পূতিগন্ধি পঙ্কে চিত্তকে আসক্ত করিয়া তুলে,—স্রোতস্বিনীর সজীব প্রবাহে কিংবা সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ করিতে না দিয়া, তিমিরাবৃত বদ্ধকূপের পঙ্কিল জলেই চিরদিন ডুবাইয়া রাখে, চাটুপটু চতুরলোকের চিত্তহারি কুহকে পড়িয়া, তাদৃশ ন্যক্কারজনক আত্মোপাসনায় আত্মবিস্মৃত হওয়া অল্প দুঃখ, অল্প দুর্ভাগ্য অথবা অল্প ক্ষতির বিষয় নহে।

চাটুকারের তৃতীয় অপরাধ এইরূপ বিড়ম্বনাকর না হইলেও অন্য এক ভাবে বিশেষ অপচয়কর। প্রিয়জনের প্রিয়সম্ভাষণ এবং প্রীতিমুগ্ধ সুহৃজ্জনের প্রণয়পূর্ণ কথোপকথন কাহার না প্রার্থনীয়? প্রশংসার পার্থিবসুখ বিবেক-লভ্য চিত্তপ্রসাদরূপ দুর্ল্লভ সুখের নিকট যত কেন নিম্ন-স্থানীয় হউক না, যে প্রশংসায় কাপট্যের কারুকার্য্য নাই, তাহা কাহার না বাঞ্ছনীয়? লোকের মুখে ভাল-বাসার ভাল কথা শুনিলে কাহার আত্মা না উল্লসিত হয়? শক্তিমান্ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট সদর্থ-পরি-শ্রমের দক্ষিণা স্বরূপ সাধুবাদ পাইলে, কে না আপনাকে ধন্য মনে করে? কিন্তু যাঁহারা চাটুকারের ক্রীড়নক, মনুষ্যসেব্য এ সকল সুখ তাঁহাদিগের নিকট আকাশ-কুসুম। যেখানে ছলনাময়ী প্রীতি অনন্তকথার অনন্তছল-নায় মনুষ্যের কর্ণে মধু ঢালিতে থাকে, প্রকৃত প্রীতি লজ্জায় সেখানে মুখ দেখাইতে চাহে না, এবং বিপৎ-

কালের আবরণভূতা ছায়াব ন্যায় নিত্য সন্নিহিত থাকিলেও, লজ্জায় সেখানে মুখ ফুটিয়া কথা কহিতে ভালবাসে না। আর, যেখানে অকার্য্যে প্রশংসা হয়, অপকার্য্যে ধন্যবাদ হয়, এবং বিনা কার্য্যেও যশেব ঢক্কা নিনাদিত হয়, পুরুষকার-সম্পন্ন মহানুভব ব্যক্তিরা অবজ্ঞায় সেখানে পদক্ষেপ করেন না,এবং সেখানে কদাচিৎ কখনও প্রকৃত কার্য্য দর্শন করিলেও প্রশংসা বিতবণে সাহস পান না।

মানব প্রকৃতির মর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মনস্বী ব্যক্তিরা এই সকল কথা আলোচনা কবিযাই চাটুকাবদিগকে ঘৃণা কবিযাছেন,* এবং মনুষ্যেব ভাষাও এই সকল কাবণেই

---

* দক্ষ কহিযাছেন,—

"ধূর্ত্তে বন্দিনি মল্লেচ কুবৈদ্যে কিতবে শঠে,
চাটুচাবণচৌবেভ্যো দত্তং ভবতি নিষ্ফলম্।"

অর্থাৎ ধূর্ত্ত, স্তুতিপাঠক, মল্ল, কুবৈদ্য, কিতব (যে জুযা খেলায়), শঠ, চাটুকার, নট এবং চোব এই নয় ব্যক্তিকে দান করিলে তাহা নিষ্ফল হয়, সুতবাং ইহাদিগকে আধা পয়সাও দিবে না। (দক্ষস্মৃতিঃ, তৃতীয়োধ্যায়ঃ)।

এই শ্লোকে চাটুকারের নাম দুইবার উল্লিখিত হইযাছে। প্রথম বন্দী অর্থাৎ ভাট,—দ্বিতীয দস্তুর মত চাটুকার। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, চাটুকথা এবং চাটুবৃত্তি উভয়েরই উপর মহাত্মা দক্ষের সমান বিদ্বেষ ছিল। ধূর্ত্ত, কিতব, শঠ ও চোর ইহাদিগের নাম যে চাটুকারের সহিত একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে,

পৃথিবীর সকল দেশে, সকল কালে, চাটুকাবদিগকে অতি নিকৃষ্টজীব বিবেচনায ঘৃণাব শব্দে নির্দ্দেশ করিযা আসিতেছে। চাটুকাবেবা চৌব নহে, চাটুকাবেবা দস্যু নহে। কিন্তু ইহাদিগেব ভাষাগত উপাধি চৌব-দস্যুর নাম হইতেও অধিকতব ঘৃণাজনক। শৌণ্ডিকেবা

ইহা অসঙ্গত কিংবা বিচিত্র নহে। কিন্তু মল্ল, কুবৈদ্য ও নট এই তিনও চাটুকাবেব সহিত একস্থত্রে নিবদ্ধ ও দানাদি সাহায্য-বিষয়ে একই ভাবে নিষিদ্ধ হইল কেন, তাহা একটুকু বিচিত্র বোধ হইতে পাবে।

চাটুকাব সম্পর্কে শেক্ষপীর কহিযাছেন,—

"No vizor does become black Villany
So well as soft and tender flattery."

মহর্ষি ইসাযা কহিয়াছেন,—

"My people, they that praise thee, seduce thee, and disorder the paths of thy feet."

দাযুদ এই বলিযা প্রার্থনা করিযাছেন যে,—"হে পর-মেশ্বর, তুমি বঞ্চনাপব চাটুকাবদিগের জিহ্বা কাটিয়া ফেলাও।"

অটওযে কহিয়াছেন,—

"No flattery, boy, an honest man can't live by it,
It is a little sneaking art, which knaves
Use to cajole, and soften fools withal.
If thou hast flattery in thy nature, out with 't,
Or send it to a Court, for there 'twill thrive."

পৃথিবীর যে অপকার না করে, স্তুতি ও প্রবোচনার জঘন্য সুরা উপঢৌকন দিয়া ইহারা সেই অপকার সাধন করে, এবং পাদলেহী কুক্কুর নীচতার যে মূর্ত্তি প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হয, ইহারা তাহা অপেক্ষাও নীচতর নীচতা অকুণ্ঠিতমনে ও অম্লানবদনে প্রদর্শন করিয়া, মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের অতি গভীর ঘৃণা উৎপাদন করা-

---

ডি ফো কহিযাছেন,—

"When flatterers meet, the devil goes to dinner."

ফেণ্টন কহিযাছেন,—

"Beware of flattery, 'tis a flowery weed
Which oft offends the very idol Vice
Whose shrine it would perfume."

আর অবলাকুলরক্ষ হানা মোর বলিয়াছেন,—

"Hold!
No adulation!—'tis the death of Virtue!
Who flatters, is of all mankind the lowest,
Save him who courts the flattery."

এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে, যিনিই মনুষ্যজগতের কোন খবর লইযাছেন, তিনিই চাটুকারকে মনের সহিত ঘৃণা করিয়াছেন। সুতারাং নজীর ফএসলার ইহা অপেক্ষা দীর্ঘতর তালিকা দেওযা অনাবশ্যক। কারণ, যখন কবি, দার্শনিক, ঋষি, মুনি ও নীতিকারেরা সকলেই চাটুকারকে সমান বিদ্বেষ করিযাছেন, তখন ইহা অবশ্যই মানিয়া লইতে হইয়াছে যে, চাটুকার অতি জঘন্য জীব।

ইযা দেয। ইহাবা বাত-কুক্কুট, যে দিকে বায়ু বহে,সেই দিকেই ইহাদিগেব পুচ্ছপতাকা। ধনীদিগের প্রাসাদ-চূডায় দৃষ্টিপাত করিলে একপ্রকার বাত-কুক্কুট, প্রাসা-দের অভ্যন্তবে দৃষ্টিপাত কবিলে আর একপ্রকার বাত-কুক্কুট। উভয়ে কোন্ অংশে কেমন সাদৃশ্য, তাহা পরীক্ষা কবিযা দেখ। ইহাবা দৃষ্টিদাস, যে দিকে উপাস্য বিগ্র-হের দৃষ্টির গতি, সেই দিকেই ইহাদিগের উল্লম্ফন। ইহাদিগেব দেহ, প্রাণ, মন, সমস্তই যেন সমৃদ্ধদিগেব দৃষ্টিসূত্রে গ্রথিত রহিযাছে,—দৃষ্টিসূত্রে আকৃষ্ট হইযা নৃত্য করিতেছে। ইহাবা ছলনাব সূক্ষ্মতন্তুবচিত ছাযাপুরুষ। ছাযাব ন্যায়-ইহাদিগেব উত্থান, ছাযার ন্যায উপবেশন, এবং ঠিক ছায়াব ন্যায়ই ইহাদিগেব কর-পদ-সঞ্চারণ ও শিবোধূনন। অথবা ইহারা আপনাবাই আপনাদিগেব উপমাস্থল। ইহাদিগেব সংকীর্ত্তিত ব্যবসাযেব উপব স্বর্ণবৃষ্টি হউক!

ষট্‌কারক।

ক্রিয়াম্বয়ি কারকম্‌—

ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় থাকে, তাহাকে কারক বলে।

পৃথিবীতে অনেক লোক আছে, তাহাদের সহিত কোন ক্রিয়ার অন্বয় অর্থাৎ সম্পর্ক নাই। তাহারা সাক্ষাৎ কিংবা অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন দিনও কোন ক্রিয়ায় লিপ্ত হয় নাই, এবং লিপ্ত হইবে এমন সম্ভাবনাও দেখা যায় না। তাহাদিগকে এই নিমিত্ত কারক বলিতে পারি না। তাহাদিগকে উপসর্গ কিংবা উপসর্গ বলা যায় কি না, ইহা বিচার্য্য রহিল। ভগবান্‌ পাণিনির মতে এই শ্রেণিস্থ কতকগুলির আর এক নাম 'নিপাত,' এবং ইহাতে বোধ হয়, মহর্ষি যেমন বিচক্ষণ বৈয়াকরণ, তেমনই নীতিনিপুণ বৈজ্ঞানিক ছিলেন।

ষট্‌কারকাণি—

অপাদান, সম্প্রদান, করণ, অধিকরণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা এই ছয় কারক।

অপাদান।

যতো বিশ্লেষঃ—।১।

যাহা হইতে বিশ্লেষ অর্থাৎ একবারে ছাড়াছাড়ি হয়, তাহাকে অপাদান কারক বলে।

এই সূত্রানুসারে সম্প্রদত্তা কন্যা এবং দত্তকপুত্র এই দুইয়ের সম্বন্ধে জনকজননী, এবং দেশী আস্তমু, উচ্ছেদশীল নব্য সভ্য, এবং আত্মদ্রোহী বিলাতি বাবু এই তিনের সম্বন্ধে পিতৃকুল, পৈতৃক আচার ব্যবহার এবং পিতৃদেশীয় সমাজ অপাদান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। কেন না, ঐ ঐ স্থলে বিশ্লেষ অর্থাৎ বিভাগজনকীভূত ব্যাপারের কিছুই আর বাকি রহে না,এবং যাহা হইতে বিশ্লেষ ঘটে, সেও অচিরেই সম্পূর্ণরূপে উদাসীনের দশায় আসিয়া পহুঁচে,—বিশ্লিষ্ট পদার্থ থাকে বা যায় তৎপ্রতি ফিরিয়া চাহে না।*

ভয়হেতুঃ—। ২।

যাহা হইতে ভয় হয়, তাহাকে অপাদান বলে।

বালকের অপাদান বিকটবদন মাষ্টার মহাশয়, কারণ তিনি কথায় অকথায় মুষ্টিযোগ কিংবা যষ্টিযোগের বিবিধ

* যাহাকে ডাইভোর্স অর্থাৎ পরিণয়চ্ছেদ বলে, সেই একটা অনুষ্ঠান হইয়া গেলে পরিত্যক্ত পতিপত্নীও পরস্পর সম্পর্কে অপাদান হন। কারণ 'অপসরতোমেষাদপসরতি মেষঃ' ইত্যাদি স্থলে ভাষ্যপ্রদীপকার ভর্তৃহরি বলিয়াছেন ;—

"মেষান্তরক্রিয়াপেক্ষমবধিত্বং পৃথক্ পৃথক্।
মেষযোঃ স্বক্রিয়াপেক্ষং কর্ত্তৃত্বঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।"

যেখানে পরিণয়ের উচ্ছেদ হয় নাই, প্রণয়ের মাত্র বিচ্ছেদ হইয়াছে, সেখানেও উল্লিখিত সূত্রানুসারে দম্পতি একে অন্যের সম্পর্কে অপাদান বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন কি না, তৎসম্বন্ধে ভাষ্যে কি ভাষ্যপ্রদীপে কিছুই লেখা নাই।

বিধান করেন। নবোঢা বধূব অপাদান শজারু-স্বভাবা শাশুড়ী, কারণ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গই কণ্টকময়,—কিংবা নবরঙ্গিণী ননদিনী, কারণ তিনি কাজে অকাজে ঝঙ্কার দেন। বৃদ্ধেব অপাদান যুবতী ভার্য্যা, কারণ তাঁহার আরক্ত অপাঙ্গ, বক্র গ্রীবা, এবং ক্রোধস্ফুবিত অধরবিম্ব দর্শন করিলেই হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, বনে অপাদান ব্যাঘ্র কিংবা ভল্লুক, কাছাবিতে অপাদান হুঙ্কাবশীল হাকিম, কাছারিব বাহিরে অপাদান কব-তল-প্রসারী কনষ্টাবল এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেব পক্ষে নিত্য অপাদান 'নব্য বাবু'। গরিব ভদ্রলোকের পক্ষে চাকর মহাশয়, গরিব দুঃখী প্রজাব পক্ষে নিত্যভিক্ষু নাএব সম্প্রদায়, কুলীনাগ্নীর পক্ষে কোকিল-কণ্ঠ-কাঙ্গাল কুটুম্ব, অন্তঃসারশূন্য অর্ব্বাচীন লেখকদিগেব পক্ষে সমালোচকের সম্মার্জ্জনী, বড় ঘরের ফুটন্ত ছেলেদেব পক্ষে সখেব ইযার, আব ভাঙা ঘরের অফুটন্ত ছেলেদের পক্ষে শুঁড়ী কি সুদের বণিক্ ঘোরতব অপাদান। কাবণ, এ সকল সম্পর্কস্থলে কত-ভাবে কত প্রকার ভয়েব কারণ আছে, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না।

যত আদানম্—।৩।

যাহা হইতে আদান অর্থাৎ উশুল করা যায়, তাহাও অপাদান বলিয়া অভিহিত হয়।

হতমূর্খ কুলীনের অপাদান অধিকতর মূর্খ শ্রোত্রিয়, বংশজ কিংবা মৌলিক-সমাজ। আছালত্রেণির ওমে-

দাবের অপাদান দেশস্থ নিরীহ ধনী,—কুটুম্বশ্রেণিস্থ ভাতুড়ের অপাদান "ভালমানুষ" কুটুম্ব, বৈদ্যশ্রেণিস্থ হাতুড়ের অপাদান গ্রামস্থ অশিক্ষিত লোক ও বৃদ্ধা গৃহিণী,—উকীল ও মোক্তারের অপাদান 'মামলাবাজ' ভূম্যধিকারী, এবং চাঁদাজীবীর অপাদান 'সভাবাজ' কিংবা 'রাজনীতিবাজ' যশের ভিখারী। লম্বসাট-পটাবৃত, জম্বুক-চরিত্র জামাই বাবুর পক্ষে এই অর্থে শাশুড়ী এক চমৎকার অপাদান। গুরুর অপাদান শিষ্য, যত ইচ্ছা তত উশুল করিয়া লও, কথাটিও বলিতে পারিবে না। কোন নূতন বকমের টেক্সের বেলায়, সরকারের অপাদান জমিদার, জমিদারের অপাদান তালুকদার, তালুকদারের অপাদান হাওলাদার এবং সকলের শেষ অপাদান মাঠের কৃষক। ভারতবর্ষ বিদেশীয় বণিগ্‌জাতির সম্বন্ধে আজ কাল বড়ই সন্তোষজনক অপাদান হইয়া উঠিয়াছে। অলঙ্কার উশুল করিবার সময়, মৃদুমন্দহাসিনী, মন্থরগামিনী, মধুকর-ঝঙ্কারিণী স্ত্রীর পক্ষে স্ত্রৈণ স্বামীকেও অপাদান বলা যাইতে পারে।

ভুবঃপ্রভবঃ—। ৪।

আবির্ভাব-ভূমি অর্থাৎ প্রথম প্রকাশ স্থান অপাদান বলিয়া কথিত হয়।

তরঙ্গসঙ্কুলা ভাগীরথী হিমালয়ে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছেন, এই হেতু ভাগীরথীর অপাদান হিমালয়, এবং অধুনাতন যে সকল অর্দ্ধবর্ব্বর গুণনিধির সর্ব্বপ্রকার গুণ-

পনা কুটুম্বালয়েই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়, তাহাদিগের অপাদান কুটুম্বালয়। যে স্থানে কতকগুলি লোক এক সঙ্গে উপবেশন করে,—এক জনে কি বলে, আর সকলে করতালি দিয়া দশদিক্ পূর্ণ করিয়া লয়, তাদৃশ স্থানকেও অপাদান বলি। কারণ, তথায় অনেকের অনেক প্রকার অজ্ঞাতপূর্ব্ব মাহাত্ম্য প্রথম প্রকাশিত হয়। এই অর্থে আরও নানাবিধ স্থান অপাদান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্যাকরণের জন্য দুই তিনটি উদাহরণই যথেষ্ট।

পরাজেরসোঢ়ঃ—। ৫।

যিনি যাঁহার নিকট যে বিষয়ে হারি মানেন, তিনি তাঁহার নিকট সেই সম্পর্কে অপাদান। যথা, তাস পাশা ও দাবা প্রভৃতি ক্রীড়নক ভবচন্দ্রের নিকট হারি মানিয়াছে, অতএব ভবচন্দ্র তাস পাশার অপাদান,—অথবা ভবচন্দ্র তাস পাশার নিকট হারি মানিয়া এইক্ষণ তবনার উপর আপতিত হইয়াছে, অতএব তাস পাশা তাহার সম্পর্কে অপাদান। গৌড়ী, মাধ্বী ও পৈষ্টী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মদিরা মোহনচাঁদের নিকট হারি মানিয়াছে, অতএব মোহনচাঁদ মদিরার অপাদান, অথবা মোহনচাঁদ মদিরার নিকট হারি মানিয়া এইক্ষণ গাঁজা ধরিয়াছেন, অতএব মদিরা মোহনচাঁদের অপাদান। প্রগাঢ়রচনার বাঙ্গালা গ্রন্থ এবং প্রগল্‌ভা বঙ্গবধূ ইদানীং অনেক বাঙ্গালির অসাধারণ অপাদান। কারণ, বাঙ্গালা গ্রন্থে তাঁহাদিগের দন্তস্ফুট হয় না, এবং বঙ্গ-ভামিনীর ভ্রূকু-

ক্ষনের কাছেও তাঁহারা স্থিরপ্রাণে তিষ্ঠিয়া দাঁড়াইতে পারেন না। অনেকের পক্ষে গ্রন্থমাত্রই অপাদান। কারণ ক অক্ষর তাঁহাদিগের গোমাংস। কি বাঙ্গালা, কি ইংরেজী, কি ফারসী, কি ফরাসি, কোন ভাষার কোন গ্রন্থেই তাঁহাদিগের ঢেঁকিরামী বুদ্ধি প্রবিষ্ট হয না। কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম তাঁহার টোলের রমাকান্ত ভট্টাচার্য্যকে অপাদান বলিয়া অভিবাদন করিতেন, কেন না তিনি অহোরাত্র প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াও পরিশেষে রমাকান্তের নিকট হারি মানিয়াছিলেন,—এবং এইক্ষণও শিক্ষাব্যবসায়ী ব্যক্তি মাত্রেই কোন না কোন ছাত্রকে এই অর্থানুসারে অপাদান বলিয়া অভ্যর্থনা করেন। কারণ, আদেশ, উপদেশ এবং যষ্টি ও মুষ্টি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার প্রক্রিয়াই তাদৃশ ছাত্রের নিকট পরাভূত হয়।

যতঃ প্রমাদঃ—। ৬।

যাহা হইতে প্রমাদ ঘটে, তাহাকেও অপাদান বলে।

মূর্খপুত্র, মূর্খমিত্র, মূর্খমন্ত্রী ও মূর্খবৈদ্য এই চারিটিই এই সূত্রের উদাহরণ স্থলে সর্ব্বপ্রথমে অপাদান বলিয়া উল্লিখিত হইবার যোগ্য। কৃপণ পিতা চিরজীবনের যত্নে যাহা কিছু সঞ্চয় করে, মূর্খপুত্র চক্ষু ফুটিতে না ফুটিতেই ধূলিরাশির সহিত তাহা উড়াইয়া দিয়া নানারূপ প্রমাদ ঘটায়,—শত্রু না যত অপকার করে, মূর্খমিত্র তাহা হইতেও অধিকতর অপকারের কারণ হয়; মূর্খমন্ত্রী হিতৈষিতা সত্বেও আপনার মূর্খতাহেতু কুবুদ্ধি দিয়া

বিপদে ডুবায়;—এবং মূর্খবৈদ্যই যে, যমের সাক্ষাৎ অবতার, সকল শাস্ত্র এবং সকল দেশেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মনুষ্যগণনায় মূর্খস্বামী এবং রূপাভিমানিনী কুলকামিনীও প্রমাদজনক বলিয়া অপাদান সংজ্ঞা পাইতে অধিকারী। বস্তুগণনায় এই সূত্রেব প্রধান উদাহরণ মদ আর সুদ। কারণ, এই দুইই ভযানক প্রমাদেব নিদান এবং অনেকেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। কোন কোন বৈয়াকরণ মুদ্রা ও কঙ্কণের ঝনৎকারকেও প্রমাদেব বীজ বলিয়া অপাদান সংজ্ঞা দেন। তাঁহাদিগেব এই সিদ্ধান্তে অতিব্যাপ্তি দোষ স্পর্শে কি না, তাহা বিচার কবিযা দেখা উচিত।

সম্প্রদান।

যস্মৈ দানম্—। ১।

যাহাব উদ্দেশে দান-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য হইতে হয, তাহাকে সম্প্রদান কাবক বলে।

সংসাবে সম্প্রদান কারকের অভাব নাই। সকলেই, কাহাবও না কাহাবও নিকট, কোন না কোন সমযে, সম্প্রদানের মূর্ত্তি ধাবণ কবিয়া, দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করেন। দুর্গোৎসব, শ্রাদ্ধ, বিবাহ ইত্যাদি ক্রিয়ার সময়ে, সম্প্রদান কারকের উৎপীড়নে দ্বার অবরোধ করিতে হয। সম্প্রদানের মধ্যে এদেশে ধর্ম্মনাশক ও শিষ্যশোষক "গুরু গোস্বামী," কর্ম্মনাশক পুরোহিত,ভ্রূকুটিভযঙ্কর ভাট, এবং নিষ্কাম, নিস্পৃহ ও নির্লিপ্ত পরিব্রাজক, অথবা দেশ-

হিতৈষি সমাজসংস্কারক প্রভৃতিরই বিশেষ গণনা। বঙ্গের মহারাজগুরুরা সম্প্রদানের শিরোমণি। * কোন দেশেই অদ্য পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের মত সম্প্রদান আবির্ভূত হয় নাই। ছাত্রকে চপেট এবং ভয়বিহ্বলা মৃদুশীলা ভার্য্যা ও অশ্রুপূর্ণনয়না অসহায়া বৃদ্ধা জননীকে গালি দিতে হইলে, তাঁহাদিগকে সম্প্রদান বলা যায় কি না, ইহা মীমাংসিত হয় নাই। 'খণ্ডিকোপাধ্যায়ঃ শিষ্যায় চপেটং দদাতীতি' ভাষ্যপ্রয়োগানুসারে পূর্ব্বোক্ত স্থলেও সম্প্রদান সংজ্ঞার ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিলাতে ব্যবসায়ী সম্প্রদানদিগের উপর বড় শাসন। তাহাদিগকে রাজপথে দাঁড়াইয়া লোককে জ্বালাতন করিতে দেয় না। তাহারা কাগজ ছাপাইয়া আড়ম্বর সহকারে দান গ্রহণ করে, অতএব তাহারা মহাসম্প্রদান।

রুচ্যর্থানাম্প্রীয়মানঃ—। ২।

যে বস্তুটি যাহার নিকট ভাল লাগে, সেই বস্তুর সম্বন্ধে তিনি সম্প্রদান।

তোমার বাগানে জাতি, যূথী ও মল্লিকা প্রভৃতি ফুল গুলি ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহা আমার নিকট বড় ভাল লাগে। অতএব ঐ ফুল গুলির সম্বন্ধে আমি সম্প্রদান। আমি চাহিয়া নিতে পারি,—ভাল, না চাহিয়া নিতে

* Vide the great Maharaja Libel Case of Bombay.
— "ধনদারাদিকং সর্ব্বং গুরবে হি নিবেদয়েৎ।"

পারি, তাহাও ভাল। কিন্তু আমি সম্প্রদান। এইরূপে, তোমার ঘর বাড়ী, জমা জমি, তোমাব রাজ্য, তোমাব দেশ, তোমার ঐ কণ্ঠবিলম্বি স্বর্ণহাব,এবং তোমার আবও যাহা কিছু আছে, সবই আমার নিকট ভাল লাগে। অতএব তোমাব সমস্ত বিষয় সম্পর্কেই আমি স্বয়মিচ্ছু সম্প্রদান। তোমাব প্রীতি হউক আর অপ্রীতি হউক, আমার যখন চ'খে লাগিযাছে ও চিত্তে রুচিকব জ্ঞান হইয়াছে, তখন আমাব সম্প্রদানতা আব ঠেকায কে? কারণ, শাস্ত্রে আছে, "দেবদত্তায় রোচতে মোদকঃ"— মোয়াটি দেবদত্তেব বড ভাল লাগে, অতএব দেবদত্ত ঐ মোয়াটির সম্পর্কে সম্প্রদান। তবে এক' প্রতিবন্ধক এই, তুমিও আমাব যাহা কিছু আছে না আছে, তৎসম্পর্কে আপনা আপনি সম্প্রদান হইয়া বসিতে পাব। এইরূপ সম্প্রদানতাব সংঘর্ষস্থলে মীমাংসাব একমাত্র শাস্ত্র সমাজবিজ্ঞানরূপ আধুনিক ভাষ্য। কিন্তু তাহাব দোহাই সকলে মানে কি?

করণ।

সাধকতমং করণং।

পরকীয় ক্রিয়া নিষ্পত্তির যে সর্ব্বপ্রধান সাধক, তাহাকে করণকারক বলে।

করণকারক অলস ও নিষ্ক্রিয় নহে। সে সর্ব্বদাই ভাল কি মন্দ কোনরূপ ক্রিয়ায় সংলিপ্ত থাকিবে। কিন্তু সে

ক্রিযা তাহার নিজেব নহে। কর্ত্তা তাহাকে যে ভাবে যে ক্রিয়ায় নিয়োগ করেন, সে সেই ভাবে সেই ক্রিয়ায় নিযুক্ত হয়। রাখালেব হাতে লড়ি, সাপুড়েব হাতে বাঁশী, বাজিকরেব হাতে পুতুল, বিলাসিনীব হাতে বিবাজ-মোহন, আমলার হাতে অহম্মুখ হাকিম, নিমচাঁদের হাতে অটল, ইহাঁরা করণকারক। কর্ত্তারা যে সকল ক্রিয়া সম্পাদন করেন, ইহাঁরা তাহার সহায়তা করেন। কলুর বলদ করণকারক, তেল কাকে বলে তা চক্ষে দেখিতে পায় না, অথচ দিবারাত্রি ঘানি টানে। আফিসেব কেরাণী এবং আদালতেব মোহরের করণকারক, কি লেখে তা বুঝে না, অথবা বুঝিতে চায় না, কিংবা বুঝি-বাব অবকাশ পায না, অথচ সকল সময়েই লেখে। দল-পতিব হাতে ভুবিধরা দাস-শিষ্যেবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করণ-কারক। তাহাদিগের উদরে প্রকৃত কর্ত্তা যে দুই চারিটি বুলি ফুৎকার সহ পূবিযা দেন, তাহারা তাহাই সকল স্থানে সতত বলিয়া বেড়ায়, এবং বলিয়া বলিয়া বালক কিংবা অবলা ভুলাইয়া দলনাথের দর্প বাড়ায়। চাটু-পটু চতুব ব্যক্তিবা, চাটুবাক্যে মনোমোহন করিয়া, যাহার দ্বারা স্বকার্য্য সাধন করিয়া লয়, সেও সর্ব্বথা করণ-কারক। কারণ, ইহা অহবহই সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ হয় যে, স্তুতিবাদের শ্রুতিসুখাবহ সুমধুবধ্বনিতে হৃদয় বিমো-হিত হইলে, লোকে অতি সহজেই কর্ত্তৃত্বে বঞ্চিত হইয়া করণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্যাকরণ অনুসারে করণ-

কারক আরও অনেক আছেন.তাঁহাদিগকে সকল সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিতে না পাইলেও তাঁহাদিগের কাহিনী শুনা যায়, এবং কার্য্যফলেই তাঁহাদিগের পরিচয় পাইতে হয়। কারণ, তুমি ক্রিয়া কর, আর ক্রীড়া কর,—দেবতার বাঞ্ছিত দুর্ল্লভ রত্নের জন্য আকুল হও, অথবা পিশাচবৃত্তি অবলম্বন করিয়া পঙ্কে ডুব, করণকারকের সাহায্য বিনা কিছুই সম্পাদিত হইবার নহে। যাঁহারা কণিকনীতির কূট-কার্ম্মুক করে ধারণ করিয়া সাম্রাজ্য গড়েন কিংবা সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া ফেলেন, করণকারকের প্রয়োগনৈপুণ্যেই তাঁহাদিগের প্রধান পরীক্ষা। যাঁহারা আর পাঁচ রকমের কার্য্য করেন, তাঁহাদিগেরও প্রধান সাধন করণকারক। কেন না, লোকে যাহাকে উপকরণ বলে,তাহাও করণেরই অন্তর্গত। আমরা বাহুল্যভয়ে সর্ব্ববিধ করণের নাম সঙ্কলন না করিয়া, এস্থলে দিঙ্ মাত্র প্রদর্শন করিলাম।

অধিকরণ।

আধারোঽধিকরণম্।

ক্রিয়ার যে আধার, তাহাকে অধিকরণ কারক বলে।

অধিকরণকারক শয়ন মন্দিরের খট্টার ন্যায় কোন এক স্থলে পড়িয়া থাকেন, কর্ত্তা তাঁহার মাথায় কাঁটাল ভাঙিয়া লোককে নিমন্ত্রণ খাওয়ান। অনুষ্ঠিত কার্য্যের গুণ ও যশ টুকু কর্ত্তার, দোষ ও অপযশখানি অধিকর-

ণের। ইংরেজিতে অনুবাদ করিতে হইলে, অধিকরণ কারককে কোন কোন অর্থে scapegoat বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায়। কারণ, সকলেই সকল কর্ম্মের মন্দ ফল অধিকরণের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া থাকেন।

যে স্থলে ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহাকেও অধিকরণ বলে। যথা, তুমি গৃহে উপবেশন করিয়া কার্য্য করিতেছ, এই বাক্যে গৃহ অধিকরণ কারক। এ দেশের পুরুষেরা পূর্ব্বকালে অরণ্যে তপশ্চরণ করিতেন, রণক্ষেত্রে সম্মুখযুদ্ধে বিক্রম দেখাইতেন, এবং অন্তঃপুরে পুরবাসিনীদিগের সন্নিধানে সুমধুর স্নিগ্ধভাবে অবস্থিত থাকিতেন। তখন অরণ্য, রণক্ষেত্র, এবং অন্তঃপুর যথাক্রমে তাঁহাদিগের তপশ্চর্য্যা, বিক্রমপ্রকাশ এবং স্নেহমাধুর্য্য প্রদর্শনরূপ ক্রিয়াত্রয়ের অধিকরণ ছিল। তাঁহারা এইক্ষণ বহুলোকাকীর্ণ, কোলাহলপূর্ণ, শতদীপ-সমুজ্জ্বল সভাস্থলে তপস্যা করেন, বিক্রমপ্রকাশ অর্থাৎ জাঁক পাক জাহির করিতে হইলে, অবগুণ্ঠনাবৃতা অন্তঃপুরসুন্দরীদিগের সম্মুখীন হন, আর পদাঘাত সহিয়াও পরাক্রান্ত শক্রর নিকট বিনয় ও নম্রতা দেখান। সুতরাং সভাস্থল, অন্দরমহল, এবং শত্রুসান্নিধ্যই ইদানীং বিপরীতরীতিক্রমে তাঁহাদিগের প্রাগুক্ত তিনটি ক্রিয়ার অধিকরণ হইয়াছে সন্দেহ নাই। অবস্থার এইরূপ যে ভয়ঙ্কর বিপর্য্যয় ঘটিবে, তাহা পূর্ব্বতন টীকাকারেরা বুদ্ধির অল্পতাহেতু অনুমান করিতে পারেন নাই।

কর্ম্ম।

কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম।

কর্ত্তা যেটিকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাহাকে কর্ম্মকারক বলে।

এই অর্থানুসারে ছাগ মেষ প্রভৃতি দেবতাদিগের প্রিয়বস্তুকে কর্ম্মকারক বলা যাইতে পারে। সুতরাং, যাহারা পুরুষকার পরিহার করিয়া ছাগ মেষের মত জীবন যাপন করেন, তাঁহারা কর্ত্তার সম্পর্কে কর্ম্মকারক। কর্ম্মকারকের আর একটি অপেক্ষাকৃত সরল সংজ্ঞা আছে, তাহা এই,—

ক্রিয়য়াক্রান্তং কর্ম্ম।

কর্ত্তার ক্রিয়া দ্বারা যে আক্রান্ত হয়, অর্থাৎ কর্ত্তার ক্রিয়া যাহার গায়ে যাইয়া ঠেকে, তাহাকেও কর্ম্মকারক বলে। ইয়ুরোপীয়েরা সপ্তসাগরের পরপারে থাকিয়া হাসিয়া খেলিয়া ক্রিয়া করেন সেই ক্রিয়া, সাগর পার হইয়া, পাহাড় ভেদ করিয়া, এসিয়া খণ্ডের দ্বীপ ও উপদ্বীপে আসিয়া ঠেকে, অতএব এসিয়ার অধিবাসীরা এই সম্বন্ধে কর্ম্মকারক। অধিকারী মহাশয়, আসরে নামিয়া, বাহু নাড়িয়া,অহল্যার বিড়ম্বনা বর্ণনা করেন; শ্রোতৃবর্গ অশ্রুধারায় আকুল হইয়া একে অন্যের অঙ্কে গড়াইয়া পড়ে। কোন বিখ্যাত বিকট বক্তা সভামণ্ডপে দণ্ডায়মান হইয়া গগনভেদি তার-স্বরে দুটা অসম্বদ্ধ কথা ছাড়িয়া দেন; আর অজাতশ্মশ্রু বালকবৃন্দ প্রমত্তবৎ নাচিয়া উঠে। কেহ

ক্ষবিকল্পিত কপিবরেব ন্যায়, সভ্যতা শিক্ষাব. অভিলাষে দু চারি দিন দেশান্তরে পর্য্যটন কবিয়া, দেশে আসিয়া কি দুই একটা ' চিহ্ন ' প্রদর্শন কবেন, এবং সকলে তাঁহাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হয়। ঐ রূপ ক্রিয়া-মুগ্ধেরা সকলেই কর্ম্মকাবক , কারণ, ইহারা অন্যদীয় ক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়।

যাহাবা বুদ্ধি সত্ত্বেও পরের বুদ্ধিতে চলে, চক্ষু সত্ত্বেও পরের চক্ষে দেখে, অন্যে খাওয়াইলে খায়, আপনি কখনও আহারেব অন্বেষণ কবে না,—অন্যে উঠাইলে উঠে, আপনি উঠিবাব জন্য যত্নপব হয় না , চবণে আঘাত কর, তাহা সহিযা লইয়া, সেই চরণই লেহন করে, তাহাদিগকেও কর্ম্মকারক বলি। কোন শ্রেণির লোক সকল জাতির নিকটে সকল সময়েই কর্ম্মকারক, জাতি বিশেষ কিংবা ব্যক্তি বিশেষের নিকট বিশেষতঃ।

কর্ত্তা।

স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা।

যে আপনার ক্রিয়াতে করণাদি কাবকান্তরের উপযুক্ত সহায়তা ব্যতিরিক্ত কখনও কোনরূপ নিকৃষ্ট পরতন্ত্রতা স্বীকার করে না, আপনিই স্বকার্য্য সাধনে সমর্থ হয়, তাহাকে কর্ত্তৃকাবক বলে। অথবা—

ক্রিয়াসম্পাদকঃ কর্ত্তা।

যিনি আলস্যকীট কিংবা কাষ্ঠলোষ্ট্রের ন্যায় কোথাও পড়িয়া থাকেন না,অথবা বাতোত্থিত তৃণের ন্যায় পরকীয়

শক্তিতে ইতস্ততঃ পরিচালিত হযেন না, কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জগতে স্বয়ং কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহাকে কর্ত্তা বলা যায়।

যেমন পক্ষিসমাজে গরুড়, আর পশুসমাজে সিংহ, সেই রূপ কারক মধ্যে অথবা মনুষ্যসমাজে কর্ত্তা। যাঁহারা কর্ত্তৃকারক বলিয়া অভিহিত হন, তাঁহাদিগকে দেখিলেই চেনা যায। তাঁহাদিগেব ললাট প্রশস্ত, মস্তক উন্নত, দৃষ্টি মর্ম্মস্পর্শিনী, বুদ্ধি গভীব, আত্মা উদ্যমপূর্ণ, আকাঙ্ক্ষা অতীব উচ্চ,চিত্ত নির্ম্মল, অচঞ্চল ও পর্ব্বতবৎ ধীর,—বাক্য অর্থযুক্ত ও মধুব এবং গতি বিনয়লাঞ্ছিত ও অভিমান-বর্জ্জিত হইয়াও স্বাধীনতাব্যঞ্জক। কি তাঁহাদিগের দেহ,কি তাঁহাদিগের মন, কিছুই পরকীয় লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত নহে। তাঁহাদিগের আলস্য নাই, ঔদাস্য নাই, আহারনিদ্রায় দৃক্‌পাত নাই এবং কালাকালভেদ নাই। তাঁহারা সকল সময়েই কার্য্যলিপ্ত। কর্ত্তা নিকটস্থ হইলে কর্ম্মকরণাদি অন্যান্য সমস্ত কারক আপনা হইতেই শ্রদ্ধাবনত অথবা শক্তিমোহে অনুগত হইয়া পড়ে। কর্ত্তাদিগের মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে। কিন্তু ভাল মন্দ উভযই অবিসংবাদিতরূপে কর্ত্তা। যথা, মেরাট ও ওয়াশিংটন, হামডেন, ও রবিস্পিয়র। কর্ত্তৃপদবাচ্য কীর্ত্তিমান্ পুরুষেরা কোন অংশেও পরের অধীনতা সহিতে পারেন না, কথা ঠিক এমন নহে। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই অনেক বিষয়ে পরাধীন। কিন্তু সে পরাধীনতা জ্ঞাতসারে

এবং প্রীতি অথবা ভক্তির প্রণোদনে। লুথর আপনি অদ্বিতীয় কর্ত্তা হইয়াও, মধুর-স্বভাব মিলাংথনের অধীন ছিলেন। বোনাপার্টি মনস্বী ও কর্ম্মঠ ব্যক্তির উপদেশের নিকট মাথা নোয়াইতে ভালবাসিতেন। রিশ্‌লু রাজনীতিসাগরের অদ্বিতীয় কর্ণধার হইয়াও আপনার বিশ্বস্ত অধীনবর্গকে বন্ধুর ন্যায় সম্মান করিতেন, এবং সকল বিষয়েই তাহাদিগের উপদেশ লইতেন।

পরিশিষ্ট।

অবস্থাবশাৎ কারকাণি।

যে স্থলে যে কারক বিহিত হইল, অবস্থাবশতঃ কোন কোন সময়ে তাহার অন্যথাভাব ঘটিয়া থাকে। যথা, কেহ পুরুষসমাজে কর্ম্মকারক, নারীসমাজে কর্ত্তৃকারক, আর সুচতুর বুদ্ধিমানের হস্তে করণকারক। বঙ্গদেশীয় হুজুরদিগের মধ্যে অনেকেই অবলা ও অধীনবর্গের নিকট কর্ত্তৃকারক,—তখন গর্জ্জনে বজ্রধ্বনিও নীচে পড়ে,এবং চক্ষুর বিকট আবর্ত্তনে বালকবৃন্দ ভয়ে পলায়; আর সাহেবদিগের নিকট কর্ম্মকারক, কারণ সর্ব্বদাই শ্বেতাঙ্গপদারবিন্দে প্রণত এবং তাঁহাদিগের পদরেণু স্পর্শ করিবার জন্য ব্যাকুলচিত্ত।

বক্তব্য—যাহারা পরের কর্ত্তৃত্বে কর্ত্তৃত্ব করে, তাহাদিগকে প্রযোজ্য কর্ত্তা বলে। পূর্ব্বতন ভারতবাসীরা স্বকীয় ক্ষমতায় স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব করিতেন, অতএব তাঁহারা

প্রকৃত কর্ত্তা ছিলেন। ইদানীন্তন ভারতবাসীরা পরের ক্ষমতায পবকীয় প্রণোদনে কর্ত্তৃত্ব করেন, অতএব তাঁহারা প্রযোজ্য কর্ত্তা। পরে চালায় বলিয়া তাঁহারা রেলের গাড়ীতে চলেন, পরে দেখায় বলিয়া তাঁহারা গ্যাসেব আলো দেখেন, এবং দীপশলাকার প্রযোজন হইলেও তাঁহারা পরের দিকে চাহিযা রহেন।

উপসংহার। বিশ্ববিদ্যালযেব যে সকল তত্ত্বদর্শী যুবা মানবজীবনরূপ অবিনাশি বিদ্যালয়েব প্রবেশিকা পরীক্ষাব জন্য এই কাবক প্রকবণ পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগেব কাছে পরিশেষে এই 'বক্তব্য',—তাঁহাবা যেন সকলেই অবস্থাধীন কাবকতা পবিহার কবিয়া ইচ্ছাধীন কারকতা লাভ করিতে কাযমনোবাক্যে যত্নপব হন, এবং কোনরূপ জঘন্য জাতীয কবণকাবক কিংবা জঘন্য লোকের জঘন্য 'ক্রিয়াক্রান্ত' কর্ম্মকাবকের দশায় পবিণত না হইযা প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তির মাত্রানুরূপ কর্ত্তৃকারকতা উপার্জ্জন করিতে প্রাণপণ পবিশ্রম কবেন। আব, সর্ব্বসাধারণ মনুষ্য-সন্তানের প্রতি সাধাবণ উপদেশ এই, পাণিনিব শিষ্যবর্গ তাঁহাদিগের সম্পর্কে যাহাতে 'নিপাত' সংজ্ঞা প্রযোগ করিতে না পাবে, তৎপ্রতি যেন তাঁহারা দৃষ্টি বাখেন। যেন না, মনুষ্যেব মধ্যে বাঞ্ছিত ক্রিয়াযোগে অতি ক্ষুদ্র মনুষ্য হওয়াও বাঞ্ছনীয়, তথাপি নিষ্ক্রিয় হইয়া 'নিপাত' নামের উপযুক্ত হওয়া প্রার্থনীয় নহে।

সামাজিক নিগ্রহ।

অমিশ্রসুখ ও অমিশ্রসম্পদ মনুষ্যের আশাতীত পদার্থ। যেখানে যে পরিমাণে এক দিগে পরিতৃপ্তি, সেখানে সেই পরিমাণে অন্য দিগে অতৃপ্তি ; যে বাণিজ্যে যে পরিমাণে এক বস্তুর ক্রয়, সেই বাণিজ্যে সেই পরিমাণে অন্য বস্তুর বিক্রয়। প্রণয়ে পরাধীনতা, ভোগে বৈরাগ্য, আশায় উদ্বেগ, প্রভুত্বে আপদ, কীর্ত্তিতে কলঙ্ক, বৈভবে লোকের বিদ্বেষ এবং বৃদ্ধিতে অহেতুক ভয়। এই ক্ষতিলাভ এবং সঞ্চয় ও অপচয়ের নিয়ম অব্যর্থ ও অনুল্লঙ্ঘনীয়। সংসারে কোথাও ইহার অন্যথাভাব পরিলক্ষিত হয় না। মনুষ্যের সামাজিক সুখ ও সামাজিক সম্পদও প্রকৃতপ্রস্তাবে কড়ায় ক্রান্তিতে এই নিষ্ঠুর নিয়মের অধীন। দার্শনিকদিগের মধ্যে যাঁহারা সমাজশক্তির অন্ধ ভক্ত, তাঁহারা আপাততঃ এই কথায় সায় দিতে ইচ্ছুক না হইলেও, অভিনিবেশসহকারে চিন্তা করিলে, অবশ্যই পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। প্রত্যক্ষপ্রমাণের সহিত কে কোথায় দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিতে পারে?

সমাজের গৌরব অবশ্যই অবিসংবাদিত। নিতান্ত স্থূলদৃষ্টিতেও ইহা প্রতীত হয় যে, মানবজাতির অদ্য পর্য্যন্ত যে কোন বিষয়ে যত কিছু উন্নতি হইয়াছে, সমাজবন্ধনই তাহার পত্তনভূমি। মনুষ্য সামাজিক জীব, তাই

মনুষ্য পৃথিবীর রাজা ;—নরলোকে দেবতা ; জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে এবং ঊর্দ্ধস্থ নভোমণ্ডলে অধীশ্বর। নহিলে, মনুষ্য কোথায় কি অবস্থায় পড়িয়া থাকিত, তাহা কল্পনা করাও কঠিন। বস্তুতঃ, যদি ব্যাঘ্রপ্রভৃতি শারীর-শক্তিসম্পন্ন হিংস্রজন্তুসকল সমাজবন্ধনে বদ্ধ হইতে পারিত, তাহা হইলে মানুষী শক্তি, বুদ্ধি ও হৃদয়াদি বৃত্তিচয়ের সাহায্যসত্ত্বেও, ভূলোকে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিত কি না, সন্দেহের কথা। আবার দেখ, সমাজবন্ধন যে শুধু মনুষ্যের যাবতীয় সম্পদের নিদান, এমন নহে। মনুষ্যের যত কিছু সুখ আছে, তাহারও প্রধান প্রস্রবণ সমাজ। মনুষ্য একাকী দুখানি হাত আর দুখানি পা লইয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করে ; কোটি লোক সমবেত হইয়া সেবকের মত নিয়ত তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহে। তাহার একটি অভাব অনুভূত হইতে না হইতে, সেই অভাব মোচনের জন্য চতুর্দ্দিগ্ হইতে সহস্র-বিধ সামগ্রী আপনি আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে। সে হাসিলে, সংসার হাসে ; সে দুঃখে এক ফোটা চক্ষের জল ফেলিলে, আকাশ রোদন-ধ্বনিতে নিনাদিত হয়। ইহা সামান্য সৌভাগ্য নহে। গভীরভাবে চিন্তা করিলে ইহার অপার মহিমার নিকট মস্তক স্বতঃই অবনত হইয়া পড়ে। কিন্তু এই সৌভাগ্যও অমিশ্র বস্তু নহে। বিধাতার কি ইচ্ছা, এ কমলও কণ্টক-জড়িত! সামাজিক জীবনে সুখ ও সম্পদের ত অবধিই নাই ; কিন্তু নিগ্রহ কতগুলি

আছে, তাহাও একবার আলোচনা কব। মনুষ্যজাতি বিনা মূল্যে এই অসীম বৈভবের অধিস্বামী হইয়াছে, ইহা ভুলিয়াও মনে করিও না।

সামাজিক নিগ্রহের অনেক অর্থ হইতে পারে। বাজা যে দণ্ড বিধান করেন, এক অর্থে ইহা সামাজিকনিগ্রহ। কারণ, সমাজশক্তি বাজাব নিকট অর্পিত না হইলে, তিনি কাঁহারও কিছু করিতে পারেন না। শিক্ষালোকশূন্য মূর্খদিগের অবশ্যই এইরূপ সংস্কার থাকিতে পারে যে, সংসারে বাজা বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, বাজকীয় বেশ ভুষায় অলঙ্কৃত এবং বাজশক্তিব প্রচণ্ড প্রতাপে প্রতাপান্বিত, তাঁহারা সাধাবণ মনুষ্যশ্রেণিব বহির্ভূত এক প্রকার বিচিত্র জীব। তাঁহাবা যাহা ইচ্ছা, তাহাই কবিতে পারেন এবং যাহাব সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা কবেন, তাহাই কার্য্যে পবিণত কবিতে অধিকাবী হন। কিন্তু, অষ্টাদশ শতাব্দীব বিপ্লব-পরম্পবা এবং ঊনবিংশতি শতাব্দীব সমাজবিজ্ঞান ইহা বাহুবলে, বাক্যবলে এবং নীতির অকাট্য যুক্তিবলে সপ্রমাণ কবিয়াছে যে, অন্যান্য মনুষ্যও যেমন সমাজের আশ্রিত ও সমাজ বক্ষিত, রাজাবাও তেমনই সমাজের আশ্রিত ও সমাজবক্ষিত। রাজাদিগের যাহা কিছু বল ও বৈভব আছে, তাহাব আদিবীজ সমাজ। সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রাজা কি রাজপুরুষকৃত সর্ব্বপ্রকাব নিগ্রহই সামাজিকনিগ্রহের নামান্তর মাত্র। রাজা যদি অতি

নীচপ্রকৃতি ও নিকৃষ্টমতির লোক হন, তাহা হইলে তিনি সমাজশক্তির অপব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু সেই অপব্যবহারও সমাজের নামে। সমাজ ছাড়া রাজা, আব শক্তিশূন্য জড়পদার্থ,উভয়ই অবস্তুমধ্যে পরিগণনীয়। যাজকের অভিসম্পাত, জাতিচ্যুতি, লোকাপবাদ, এগুলিও সামাজিকনিগ্রহ। কাবণ,ঐ সমস্ত স্থলে একটি বা কএকটি লোক, সমাজের কোন না কোন এক বিভাগের প্রতিনিধিরূপে, এক বা দশজনের এইরূপ নির্য্যাতন কবে। যখন সমাজের দোহাই না দিলে ঐরূপ নির্য্যাতনেব কিছুই মূল্য কি মাহাত্ম্য থাকে না, তখন উহাকে সামাজিক নিগ্রহ বিনা আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। কিন্তু, আমরা এ প্রবন্ধে যে প্রকার নিগ্রহনিচযেব প্রসঙ্গ করিব, সে গুলি উল্লিখিত উভযবিধ নিগ্রহ হইতে পৃথক্। পূর্ব্বোক্ত নিগ্রহ সকল বাস্তব বা কল্পিত অপরাধেব শাস্তি স্বরূপ। কেহ দোষ করে, এবং দোষের ফলভোগী হয়। ইহাতে ক্ষোভ করিবাব কিছুই কারণ নাই। কিন্তু মনুষ্যজাতি সমাজের অপূর্ণতা ও অভ্যন্তরীণ রুগ্নতাহেতু বিনাদোষেও যে সকল অপ্রতীকার্য্য নিগ্রহ ভোগ কবিয়া আসিতেছে, আমরা তাহাকেই প্রকৃত সামাজিকনিগ্রহ বলি। ইহাব কএকটি উদাহরণ দেখ।

আমাদিগের বিবেচনায় সামাজিকজীবনেব সর্ব্বপ্রধান নিগ্রহ স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি। আমরা জানি যে, স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচার এক কথা নহে। যিনি স্বাধীন,

তিনি মনুষ্যের মধ্যে মনুষ্য।—তিনি দেবতা। তাঁহার বাসনা ও বিবেক এক পথে বিচরণ করে। তাঁহাব আকাঙ্ক্ষা ও আজ্ঞা একই সূত্রে গ্রথিত রহে। তাঁহার বুদ্ধি ও হৃদয় পরস্পর বিরোধ-শূন্য হইয়া একে অন্যে কৃতার্থ হয়। পক্ষান্তবে, যে উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারের অধীন হইয়া যখন যাহা মনে লয়, তখনই তাহা করিতে চাহে, সে প্রবৃত্তিব ঘূর্ণপাকে পড়িয়া চিরকালই পাগলের মত ঘুরিতে থাকে এবং স্বাধীনতাব স্বর্গলোভে অধীনেব অধীন হইয়া পড়ে। সুতবাং, স্বেচ্ছাচাব পরিত্যাগ এবং স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি এক কথা নহে। কিন্তু, এই পার্থক্য এবং স্বাধীনতার এই বিশেষ গৌরবের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেও, নিতান্ত দুঃখের সহিত স্বীকার কবিতে হইবে যে; যিনি সামাজিক, তিনিই পরাধীন, এবং যিনি যে পরিমাণ সূক্ষ্মসুত্রিত সমাজের সভ্য, তিনি সেই পরিমাণ সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ। স্বাধীনতাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে হইলে, মনুষ্য কখনই এইক্ষণকার অবস্থাম্বিত ছিন্নসূত্র-জড়িত বিচ্ছিন্ন সমাজে বাস কবিতে পারে না। মনুষ্যেব আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং মনোবৃত্তি গগনের অত্যূর্দ্ধ দেশকেও অতিক্রম করিতে চায়, কিন্তু সমাজ তাহার পায়ে বিবিধ বজ্জুবন্ধন করিয়া তাহাকে ধুলিময় কৌমার ক্রীড়াতেই চিরকাল বান্ধিয়া রাখিতে চেষ্টা করে।

অনেকেই হয় ত শিক্ষার গৌববে গর্ব্বিত হইয়া আপনাদিগকে স্বাধীন মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু তাদৃশ বৃথা-

ভিমানী পণ্ডিতদিগের বিড়ম্বনা চিন্তা করিলে হাস্য সংবরণ করাই কঠিন হয়। তাঁহাদিগের স্বাধীনতা কোথায়? কোন্ যুক্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে স্বাধীন বলিব? যখন দেখিতেছি যে, তাঁহারা সম্যক্ প্রকারে পরের হস্তে গঠিত, পরের দ্বারা পরিচালিত এবং পদে পদে পরের অধীন;—যখন দেখিতেছি যে,তাঁহাদিগের মনের প্রত্যেক চিন্তা, হৃদয়ের প্রত্যেক ভাব এবং আশার প্রত্যেক তরঙ্গ সমাজের শাসনে এই একরূপ রহিয়াছে, এই রূপান্তর ধারণ করিয়া আর এক খেলা খেলিতেছে, তখন তাঁহাদিগকে স্বাধীন না বলিয়া ভূতশক্তির ক্রীড়নকনিচয়কেই স্বাধীন বলি না কেন?

ঐ যে ফুলটি স্রোতের জলে নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, উহাকে কি তুমি স্বাধীন বল? উহার যদি স্বাধীনতা না থাকে, তবে সামাজিক মনুষ্যেরও স্বাধীনতা নাই। উহাকে জোয়ারে উপরে তুলিতেছে, ভাটায় নীচে নাবাইতেছে এবং তরঙ্গের প্রত্যেক অভিঘাত, একবার ডুবাইয়া, আর বার ভাসাইয়া উঠাইতেছে। সামাজিক মনুষ্যও, অবস্থার স্রোতে নীয়মান হইয়া, আজ সাধুর মূর্ত্তি ধারণে প্রশংসা লইতেছে, কল্য অসাধুর বেশ ধারণ করিয়া তিরস্কৃত হইতেছে,—এই দাতা বলিয়া লোকের ধন্যবাদ পাইতেছে, এই কৃপণ কি পরস্বাপহারী বলিয়া কলঙ্কের অর্ণবে ডুবিয়া যাইতেছে। সে কি যেন ভাবে, কি যেন করে, কিছুই তাহার আয়ত্ত

নহে। অবোধ মনুষ্য কর-সূত্র-ধৃত পুতুলের খেলা দেখিয়া আমোদ করে ; যাঁহার বুদ্ধি আছে, তিনি মানুষীলীলা-রূপ পুতুলখেলা দেখিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হন। যদি স্বাধীনতার সহিত কোন ভাবের সম্পূর্ণ বিরোধিতা থাকে, সেই ভাব যান্ত্রিকতা। সামাজিক জীবনকে যান্ত্রিক জীবন বলিলে, সে কথা কি কোন মতেও অসঙ্গত হইবে? মনুষ্যের হাসি কান্না, আমোদ প্রমোদ, হর্ষ বিষাদ, এবং অনুরাগ ও বিরাগ, ইহার অধিকাংশ ভাবই কি যান্ত্রিক লক্ষণে লাঞ্ছিত নহে? তোমার যখন মন খুলিয়া হাসিতে ইচ্ছা হয়, তখন সমাজের 'আদব কাএদা' তোমাকে কাঁদিতে বলে, এবং তোমার যখন প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয়, তখন সেই 'আদব কাএদা' তোমাকে হাসির হিল্লোলে ভাসাইয়া রাখে। এইরূপে তুমি অশ্রু-পূর্ণ নয়নে হাস, হাস্যপূর্ণ নয়নে কাঁদ,—বিরক্ত হৃদয়ে ভাল বাসিয়া সেই শূন্যগর্ভ ভালবাসাতেই পরিতৃপ্ত রহ— এবং অনুরক্ত হৃদয়ে ঘৃণা করিয়া সেই শূন্যগর্ভ ঘৃণায় পৌরুষী মহিমার ছায়া দেখ। ইহারই নাম কি স্বাধীনতা?

ধর্ম্ম স্বাধীনতার প্রাণ। মনুষ্যকে সামাজিক জীবনের দক্ষিণাস্বরূপ যথার্থ ধর্ম্মকেও বলি দান করিতে হয়। যথার্থ ধর্ম্মে পরমুখপ্রেক্ষিতা কখনই স্থান পায় না। যথার্থ ধর্ম্মের ভাব স্তুতির কলকণ্ঠে স্ফীত হয় না, এবং নিন্দার বিষদংশনেও শুকাইয়া যায় না। মনুষ্যের সামাজিকধর্ম্ম

স্তুতি নিন্দারূপ বিষাণদ্বয়ে বিলম্বিত। বর্ত্তমান সময় যে ভাবের সপক্ষ, তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম; আর বর্ত্তমান সময় যে ভাবের বিপক্ষ, তাহাই মনুষ্যের অধর্ম্ম। সে সময়ের শাসনে কখনও যোগী, কখনও ভোগী এবং কখনও বৈদিক, কখনও বৌদ্ধ। এক সময়ে যাহা তাহার ধর্ম্ম, আর এক সময়ে তাহাই তাহার অধর্ম্ম, এবং এক সময়ে যাহা তাহার অধর্ম্ম, আর এক সময়ে তাহাই তাহার ধর্ম্ম। আজি সময়ের শাসনে সে জাতিবন্ধনে বদ্ধ হইতেছে, কালি সময়ের শাসনে সে জাতিবন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে। আজি সময়ের শাসনে ভিক্ষার ঝুলি, ব্যাঘ্রাম্বর, ত্রিপুণ্ড্রক ও ত্রিশূল তাহার ধর্ম্মসাধন; —কালি সময়ের শাসনে ফকিরের কাচমালা কিংবা মঙ্ক ও যেশুটদিগের ক্রুশচিহ্নেই তাহার ধ্যান, ধারণা ও স্বর্গ মোক্ষ। ইহাই কি মনুষ্যের স্বাধীনতার লক্ষণ? পাপ-পুণ্য ও সত্যাসত্যের পরীক্ষার সময়ও মনুষ্য অধিকাংশ লোকের মত কোন্ দিকে, ইহারই গণনা করে, আপনাকে গণনায় আনে না,—আনিলেও আপনার হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করে না। সে লোক-কোলাহলের মধ্যে বসিয়া ভজনা করে, লোকসমাজে ঢাক ঢোল বাজাইয়া দান ও পরোপকারাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, এবং লোকচক্ষুতে প্রসন্নদৃষ্টি দর্শন করিলেই, সকল সাধনা সিদ্ধ হইল ভাবিয়া, আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে।

করাশিরা একবার সভায় বসিযা ঈশ্বর নিরূপণ করিয়াছিল। সভ্যদিগের অধিকাংশের মত হইল যে 'ঈশ্বর নাই'। সভাব ব্যবস্থাপুস্তকেও অমনি লিখিত হইল যে, 'ঈশ্বব নাই'। এই ঘটনা লইয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী পণ্ডিতেরা অনেক হাসিয়াছেন। কিন্তু, সংসারে সভ্যসমাজে প্রতিদিন যে এইরূপ কত ঘটনা ঘটিতেছে, তৎপ্রতি অনেকেই দৃষ্টি করেন না। যে সকল কথা সমাজে নীতিসূত্র কিংবা ধর্ম্মের মৌলিকবিধি বলিযা পবিগৃহীত হইতেছে, গাঢ চিন্তা করিলে দেখা যায যে, তত্তাবতেব অধিকাংশই অধিকাংশ লোকেব মতেব দ্বাবা ব্যবস্থাপিত, অনুষ্ঠানকাবীব স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন প্রবৃত্তিব সহিত কোনরূপেই সম্বন্ধ নহে। সত্য বটে, মানবসমাজে কখনও কখনও দুই একটি লোক আপনাব পুরুষকারেব উপব নির্ভর করিয়া প্রবহমান স্রোতের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন, এবং আত্মাব স্বাধীনতা এবং ধর্ম্মেব নির্ম্মুক্তভাবকে রক্ষা করিবাব নিমিত্ত সমস্ত সংসাবের উপদ্রব নির্ভীক হৃদয়ে মস্তকে বহন করেন। কিন্তু তাঁহাদিগেব অনেকেই এক আপদ এড়াইতে গিয়া আর এক আপদে নিপতিত হন। তাঁহারা আপনাব স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রক্ষা করিতে যাইয়া সহস্রাধিক লোকের স্বাধীনতাকে রাহুব মত গ্রাস করিয়া বসেন, এবং আপনাকে নির্ম্মুক্ত করিবার প্রযত্নেই অসংখ্য লোককে দাসত্বের দৃঢ়নিগড়ে বদ্ধ করেন। যদি মেষ বলিয়া অভিহিত হইলে মনে, দুঃখানুভব হয়, তবে ব্যাঘ্র

বলিয়া অভিহিত হইলেই কি সুখী হইবার কারণ ঘটিবে? যথার্থ স্বাধীনমনা ব্যক্তি নিজের স্বাধীনতাকে যেমন সম্মান করেন,পরের স্বাধীনতা যাহাতে রক্ষা পায়, তজ্জন্যও সেইরূপ যত্নপর থাকেন। কোন দিগে ইহার অন্যথা কি বিরুদ্ধাচরণ হইলেই তিনি সমাজের দাস।

কপটতাশিক্ষা সামাজিকজীবনের আর এক নিগ্রহ। অবোধ বালকেরা যাহাকে যখন যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় বলুক; কিন্তু তোমার যদি বুদ্ধি থাকে, তুমি কখনও সামাজিক মনুষ্যকে কপট বলিয়া নিন্দা করিও না। কপটতা মনুষ্যসমাজের অপরিহার্য্য পাপ। যে মনুষ্যসমাজে বাস করিয়াছে, সেই কপট হইয়াছে। কপট না হইলে সামাজিকেরা তাহাকে ক্ষণকালও তিষ্ঠিয়া থাকিতে দেয় না। তুমি যাহাকে হাড়ে হাড়ে ঘৃণা কর,এবং যাহার সংস্পর্শ হইতে সহস্র হস্ত দূরে রহিতে অভিলাষী হও, সমাজের শাসনে তাহাকেও অনেক সময় তোমার প্রাণভরা আদরের সহিত পূজা করিতে হয়, আর যাহাকে তুমি প্রাণের মধ্যে পুরিয়া রাখিতে আকাঙ্ক্ষা কর, তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন না করিলেও,অনেক সময়ে তোমায় নিন্দার বিষ-দংশন সহ্য করিতে হয়। লোকে যাহাকে সভ্যতা অথবা শিষ্টাচার বলে, তাহার এক অর্দ্ধ প্রদর্শন, আর এক অর্দ্ধ প্রচ্ছাদন। যাহা সত্য, তাহা তুমি প্রচ্ছাদন করিতেছ, আর যাহা অসত্য, তাহাই তুমি প্রদর্শন করিতেছ। ইহাই সংসারের নীতি এবং ইহাই

সভ্যসমাজের পরিগৃহীত পদ্ধতি। যদি তুমি মুহূর্ত্তের জন্যও এই নীতি ও এই পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া নিরাবরণ হও,—যদি তুমি তোমার হৃদয়ের প্রকৃত কথা,—তোমার ভক্তি ও বিদ্বেষ—তোমার প্রীতি ও ঘৃণা—মনুষ্যজাতিকে অন্ততঃ একবারও খুলিয়া পড়িতে দেও,—যাহা অন্তরের অন্তস্তলে লুকাইয়া রাখিয়াছ, তাহা অকপটচিত্তে সকলের নিকট ব্যক্ত কর, তাহা হইলে হয় ত রাজা তোমাকে কারাবাসে দেন, সামাজিকেরা তোমাকে অপাংক্তেয় করেন, আত্মীয় স্বজনেরা তোমা হইতে দূরে চলিয়া যান, এবং যাঁহাকে কি যাঁহাদিগকে প্রাণের প্রিয়তম পুতুল বলিয়া পূজা করিতেছ, তিনি কিংবা তাঁহারাও তোমার প্রতি বিমুখ হন। কিন্তু তুমি ইহার কিছুই করিতেছ না। সমাজ তোমাকে কার্য্যতঃ বঞ্চনা করিতে শিক্ষা দিতেছে, অথবা বাধ্য করিতেছে, তুমিও বাধ্য হইয়া সমাজকে বঞ্চনা করিতেছ। কপট গুরু, কপট শিষ্য,—উভয়ই সমান শ্রদ্ধাস্পদ ও সমান ভক্তিভাজন!! এইরূপ জীবনে যদিও তোমার সুখের পথে কোন কণ্টক পড়িতেছে না, তথাপি এ কথা নিঃসংশয় যে, জলৌকা যেমন নিঃশব্দে রক্তশোষণ করে, জীবনের এই কাপট্যও সেইরূপ নিঃশব্দে তোমার প্রাকৃত পুরুষকারকে শোষণ করিতেছে, এবং তোমার যাহা হওয়া উচিত ছিল, তোমাকে তাহা হইতে না দিয়া আর একটা নূতন ছাঁচে ঢালিতেছে। যদি একটি মিথ্যা কথা

বলিলে পাপ হয়, আর সেই পাপে সাহস-শৌর্য্যাদি অধ্যাত্মসম্পদের কোন প্রকার অপচয় ঘটে, তবে আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন কপট জীবনে অবশ্যই সামাজিক মনুষ্যের বিষম অনিষ্ট হইতেছে, সন্দেহ নাই।

সামাজিক জীবনের আর এক নিগ্রহ নীচসেবা। নীচবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক নীচসেবা স্বীকার না করিলে, মনুষ্যসমাজে সকলের সকল স্থলে অন্ন মিলে না,— মনুষ্যসমাজে স্থানলাভেরও প্রায়শঃ সকলের সম্ভাবনা রহে না। শাস্ত্রে ইহা লেখা আছে যে,—

"হীনসেবা ন কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ"

নীতিকারেরা নীতির বিভিন্ন আকৃতিতে এই উপদেশটি অঙ্কিত করিয়াছেন, এবং কবিসম্প্রদায়ও ইহাকে কথার অনন্তভঙ্গিতে প্রচার করিতে যত্ন পাইয়াছেন। * কিন্তু মনুষ্যসমাজে যাহারা ধনে মানে বড়, যাহারা পাঁচ জনকে পশ্চাৎ ফেলিয়া পংক্তির অগ্রভাগে আসীন হইয়াছে,— সম্পদ যাহাদিগের মর্কটমূর্ত্তিতে মাধুরী ঢালিতেছে, এবং যাহারা সেই সম্পদের সুধাস্বাদে মত্ত হইয়া মনুষ্যমাত্র-কেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছে, তাহারা কি সাধারণতঃ মহত্ত্বের উপাসক? তাহাদিগের যত কিছু বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা কি মহত্ত্বেরই উপাসনার ফল? যদি তাদৃশ ব্যক্তিদিগকেও মহত্ত্বের উপাসক বলিয়া আদর

* "যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।"
মেঘদূত।

কব, তবে জম্বুকাদি জন্তুরা অপরাধ করিল কিসে? যে মহত্বেব চিন্তামাত্রেই হৃদয় আনন্দে অধীর হয়, চিত্তবৃত্তি পুলকে পবিপূর্ণ ও উদ্বেল হইয়া উঠে, সেই মহত্ব মানবসমাজের কোথায় গিযা লুক্কায়িত রহিয়াছে, কেহ কি তাহা বলিতে পাব? সমাজ যাঁহাদিগকে সেব্য পদার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা কবিয়া আসিতেছে,—মনুষ্য যাঁহাদিগকে লোকপাল, দিক্‌পাল ও ধর্ম্মাবতাব প্রভৃতি উপাধিযোগে আবাধনা করিতেছে,—কবিতা যাঁহাদিগকে কুলটার মত ভজনা করে, ইতিহাস যাঁহাদিগেব অনুরোধে দিনকে রাত্রি এবং রাত্রিকে দিন করিতে সম্মত হয়, তাঁহাবাই কি সেই মহত্বের আশ্রযস্থল? যাঁহাদিগকে লোকে নিরো, ক্যালিগুলা, ক্যাথেরিন কিংবা জন কিং জেম্‌স্ বলে, তাঁহারাই কি সেই সেবনীব মহত্বেব শারীর-দৃশ্য? কিন্তু সমাজেব সেব্য ও সেবক সমান পদার্থ। যেমন দাতা, তেমন গৃহীতা। যেমন দেবতা, তেমনই তাহাব পূজক এবং তেমনই ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য ও পূজার প্রথা। এবং হায়! এই ভাবে,—এইরূপ মহত্বের উপাসনাই সামাজিক জীবনের অর্দ্ধেক কার্য্য।

কেহ বহুসংখ্য মনুষ্যের বক্ষের রক্তে অবগাহন কবিয়া আপনাব পাপরাশি প্রক্ষালন কবিয়াছেন,—অতএব তাঁহার পাদতলে লুণ্ঠিত হও, কেহ ভ্রাতা, বন্ধু প্রভৃতি বহুসংখ্য সুহৃৎ স্বজনকে বঞ্চনা করিয়া, অথবা বহুমনুষ্যের ইহ-পর-কালের সকল আশা ও সকল ধর্ম্ম

ডুবাইয়া দিয়া, আপনি ধর্ম্মাবতার হইয়াছেন, অত-এব তাঁহাকে পূজা কব। এইরূপ অসুর, রাক্ষস, পিশাচ ও দৈত্যদানবের চরণলেহনই কি সামাজিক-সমৃদ্ধির সোপানপংক্তি নহে? পৃথিবীতে কয জনে ইহার প্রতিরোধ কবে, এবং প্রতিবোধ কবিলেই বা কয জনে প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইয়া থাকে? পাবিসের ভূতপূর্ব্ব বেষ্টাইল এবং রুষিযাব বর্ত্তমান সাইবিবিয়া কি মহত্ত্বের পুষ্টির জন্য? ডায়োজিনিস সেকেন্দব সাহকে আপনাব দৃষ্টিসান্নিধ্য হইতে দূর কবিয়া দিযাছিলেন। কিন্তু ডাযো-জিনিস যদি সামাজিক মনুষ্য হইতেন, এবং সমাজকে মানিয়া চলিতে শিক্ষা পাইতেন, তাহা হইলে তিনি এই-রূপ পৌরুষ-প্রতাপ দেখাইতে সাহস পাইতেন কি না, সংশযের কথা। যাঁহাবা ডাযোজিনিসেব প্রাণ লইয়া সমাজে প্রবেশ কবিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে সমাজযন্ত্রের নিষ্ঠুব নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া পবিশেষে বেকন কিংবা বকিংহামেব আত্মা লইয়া স্বর্গে গিয়াছেন।

আমরা প্রকাব মাত্র প্রদর্শন কবিলাম, বুদ্ধিমান পাঠক একটুকু নিবিষ্টমনে চিন্তা করিলে এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত সঙ্কলন কবিতে পাবিবেন। কাবণ, দেশাচার, শিষ্টাচাব ও কুলাচাব নামে যত প্রকার আচাব ব্যবহাব সমাজকর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই কোন না কোন অংশে মনুষ্যের নিগ্রহস্বরূপ। কেহ দেশাচারের শাসনে দরিদ্র হইতেছে,—কিংবা দুরিত-পঙ্কে

ডুবিতেছে ;—কেহ কুলাচারের নিকট স্নেহ মমতা কিংবা মনুষ্যত্বকে বলি স্বরূপ উপহার দিতেছে ; কেহ ভদ্র হইতে গিয়া প্রকৃত বিচারে অভদ্রতাব প্রান্ত সীমায় পঁহুছিতেছে, এবং কেহ বা বুদ্ধি ও হৃদয় প্রভৃতি যাহা কিছু বিধিদত্ত বৈভব ছিল, তাহা সমাজের চরণে উৎসর্গ করিয়া অন্ধ কর্ত্তৃক পরিচালিত অন্ধের ন্যায় নিবিড় অন্ধ-কারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ইহার পর জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, সমাজ যদি বস্তুতঃই মনুষ্যের স্বাধীনতার পথে এইরূপ বিষম প্রতি-বন্ধক এবং কপটতা, লোকবঞ্চনা ও নীচসেবা প্রভৃতি নানাবিধ নিকৃষ্ট ভাবের নিত্য শিক্ষক, তবে কি ইহা পরিত্যজ্য ? প্রাচীন ঋষিতাপসেরা পুরুষার্থসাধনের জন্য যেভাবে এবং যেরূপ হৃদয়ে বনচারী হইতেন, আমরা সেই ভাব ও সেই হৃদয়ের শত ক্রোশ নিম্নে রহিয়া কি শুধু অভিমানেব উত্তেজনায়ই সেই পথ অবলম্বন করিব ? যাঁহারা সমাজবিজ্ঞানকেই সর্ব্বস্বজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই প্রশ্নের উত্তরে একবার নহে, সহস্র-বার বলিবেন,—না। যে আশৈশব সমাজের ক্রোড়ে লালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং সমাজের নিকট এত নিগ্রহসত্ত্বেও অশেষ উপকাব পাইযাছে, তাঁহা-দিগের মতে এইক্ষণ আর তাহার সমাজ পরিত্যাগের অধিকার নাই। সমাজ মিষ্ট হউক আর তিক্ত হউক, সামাজিক মনুষ্যকে অবশ্যই উহার সংরক্ষণ করিতে

হইবে। সমাজবিজ্ঞানের উপাসকেরা প্রীতিদ শ্রুতি-মধুর কণ্ঠে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে,—ইহার নাম কৃতজ্ঞতাধর্ম্ম এবং ইহারই নাম কঠোর কর্ত্তব্যব্রত। কর্ত্তব্যের পথ কাহারও জন্য কুসুমাস্তীর্ণ নহে। মনুষ্য তাহার ইচ্ছার প্রতিবন্ধক বলিয়া দেহপিঞ্জরকে ভাঙ্গিয়া ফেলে না, জীর্ণ অথবা রুগ্ন হউক উহাতেই কোন প্রকারে অবস্থান করে, এবং শক্তিসাধ্যে যাহা পারে উহার উৎকর্ষ-সাধনের জন্য চেষ্টা করে।—সেইরূপ স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক বলিয়া এই সমাজপিঞ্জরকেও মনুষ্য বিনষ্ট করিতে অধিকারী নহে, জীর্ণ অথবা রুগ্ন হউক, উহার মঙ্গল-সাধনকেই মনুষ্যত্বের সার বলিয়া স্বীকার করে। সমাজ-বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত আপাততঃ শান্তিপ্রদ বটে। গলায় যদি লোহার শিকল পরিযাই জীবন যাপন করিতে হইবে, তাহা হইলে যাহাতে সেই লোহার শিকলই কুসুম-হারের ন্যায় সুকোমল কিংবা সুখ-সেব্য হয়, তদর্থ প্রাণ-পণে যত্ন করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু, প্রাণে তাহা সকল সময়ে সহ্য হয় কি? অপিচ, যাঁহাদিগের প্রাণে ঋষিজীবনের ছায়াপাত হয়, তাঁহারা উহাতে পরিতৃপ্ত রহিতে পারেন কি?

চোরচরিত।

(চোর ও দস্যুর পার্থক্য।)

তুমি চুরি করিয়াছ—এইরূপ প্রশ্ন করিলে সরল-মতি সাধু ব্যক্তি অমনি আহত ফণীব ন্যায় গর্জ্জিযা উঠে, এবং আন্তরিক বিরক্তি ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। আর, যে প্রকৃত চোর, সেও লজ্জায় জড সড হইয়া অধোবদনে রহে,—চুরি করিয়াছে এমন কথা প্রাণান্তেও মুখে আনিতে সাহস পায় না। কিন্তু, দস্যুরা দস্যুবৃত্তির কথা স্বীকার করিতে কখনও ঐরূপ অসহ্য লজ্জা অনুভব করে না। চৈতন্য জন্মিলে, দুঃখিত হয়, অনুতপ্ত হয এবং মনের মর্ম্মবেদনায় যার পর নাই জর্জ্জরিত হয, কিন্তু লজ্জামিশ্রিত হৃদয়জ্বালার সেই যে এক অকথ্য ক্লেশ, তাহা হইতে নির্ম্মুক্ত থাকে।

স্পেন, ইটালী ও কর্সিকা প্রভৃতি দেশে, লোকে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে তেমন লজ্জিত হয না। যদি কাহারও সহিত কাহারও মর্ম্মান্তিক মনোবাদ ঘটে, তাহা হইলে আইনের চক্ষে এক মুষ্টি ধূলি নিক্ষেপ করিয়া, পরস্পর পরস্পরের রুধির বর্ষণ অথবা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন তাহাদের মধ্যে পুরুষকারের অনুষ্ঠান বলিয়াই পরিগণিত হয়। কিন্তু যাহারা ঐরূপ দস্যুবৃত্তি করে, যদি কেহ দুর্ব্বুদ্ধি-

বশতঃ তাহাদিগের কাহাকেও চোর বলে, তন্মে়ে যে বলে তারই এক দিন, অথবা যাহাকে বলা হইল, তাহারই এক দিন।

চোর পরস্বাপহারী, দস্যু অথবা ডাকাতও পরস্বাপহারী। তবে, এই উভয়ের সম্বন্ধে লোকের মনে এবংবিধ ভাব-বৈচিত্র্য কেন? কেন লোকে চোরকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে; আর কেন দস্যু কিংবা ডাকাতকে ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ না করিয়া বিদ্বেষ ও ভয় করে? আমরা ইহার উত্তরে এই বলি যে, মানব-মনের স্বাভাবিক মাহাত্ম্যই এই ভাব-গত-বিভেদের একমাত্র কারণ। মনুষ্যবিশেষের চরিত্রে যিনিই যত প্রকার দোষ প্রদর্শন করুন, সাধারণ মানবজাতিরূপ বিরাটপুরুষের হৃদয়ক্ষেত্রে প্রকৃতির যে স্রোত অন্তঃসলিলা ফল্গুগঙ্গার ন্যায় চিরনিয়ত অন্তস্তলবাহিনী রহিয়াছে, তাহা কখনই পঙ্কিল হয় নাই, কখনও পঙ্কিল হইবে না। মনুষ্য স্বভাবতঃই মহত্ত্বের ভক্ত ও মহত্ত্বানুকারি গুণনিচয়ে অনুরক্ত। দস্যু কিংবা ডাকাতের চরিত্রে, নিতান্ত মলিন অবস্থার মধ্যেও, একটু পুরুষকার, একটু মহত্ব আছে; চোরের তাহা নাই। সুতরাং সমস্ত মনুষ্যজাতি, যেন এক জনে, চোর অপেক্ষা দস্যুকে অধিক সম্মান করে।

দস্যু ভীরু নয়। সে যখন আক্রমণ করে, তখন শব্দ করিয়া লোককে জানিতে দেয় এবং আলোক জ্বালিয়া লোককে দেখিতে দেয়। না জানাইয়া এবং দেখিতে

না দিয়া আক্রমণ করা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। চোরের গতি ইহাব সম্পূর্ণ বিপবীত। সে নিঃশব্দপদসঞ্চারে প্রবেশ করে, নিঃশব্দে অপহবণ করে, এবং আলোক দেখিলেই ভযে তাহা নিবাইয়া ফেলে। এক দিকে এই নির্ভীকতা এবং আব এক দিকে এই ভয়বিহ্বলতাই এই উভযের প্রকৃতিগত পার্থক্যের প্রধান লক্ষণ, এবং পার্থক্যের এই লক্ষণ নিতান্ত ছোট কথা নহে। যে ভয মনুষ্যকে দুষ্কৃতি হইতে দূবে বাখে,—সৎকার্য্যে মতি দেয়, অথবা সামাজিক সুখের প্রযোজনোপযোগি সৎশাসনের অধীনতায় আনে, সে ভয়েব প্রশংসা কবি। যে ভয় মনুষ্যকে বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত কবিতে প্রণোদন করে,—বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেব ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে শাসন কবিয়া পবিণাম চিন্তায় নিযুক্ত রাখে, সে ভয়কে ভক্তি কিংবা বিবেকেব সমশ্রেণিস্থ মনোবৃত্তি না বলিলেও সদ্‌বৃত্তি বলিযা ব্যাখ্যা কবি। কিন্তু যে ভয় ইহার কিছুই না কবিযা ছলনা ও বঞ্চনা মাত্রই শিক্ষা দেয়,—দুর্নীতিব পঙ্কিল হ্রদেব মধ্যে একটি গভীবতর গর্ত্ত খনন কবিযা মনুষ্যকে তাহার অভ্যন্তবে লুকাইয়া রাখিতে চাহে, অথবা আপনিই যুগপৎ দুর্নীতিব আববণ ও অন্যতম সাধন হয়, সে ভয় যে নিতান্ত জঘন্য বস্তু, নিতান্তই ঘৃণার্হ সামগ্রী, তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। চোবের চিত্ত এইরূপ ভয়েই জড়িত—গঠিত, ও এইরূপ ভয়েই নিয়ত

চালিত, এবং দস্যু অতি বড় পাপিষ্ঠ হইলেও, এইরূপ পূতিগন্ধি ভয়ের সম্পর্ক হইতে নির্ম্মুক্ত। দস্যুকে সিংহ বলি না; কারণ তত দূর উচ্চাশয়তা নাই। তবে ব্যাঘ্র কিংবা বৃক বলিয়া অকুণ্ঠিতমনে নির্দ্দেশ করিতে পারি। চোরের কথা মনে হইলেই ধূর্ত্ত, বঞ্চক ও ছলনাপর শৃগাল স্মরণপথে উদিত হয়। এই দেখা দিল, এই লুকি খেলিল, এই কার কি করিল, এই কোথায় পলাইল, কিছুই কাহা-রও জ্ঞানগম্য নহে। দস্যু দুরাত্মা, চোর পিশাচ। দস্যুর অনায়াসে সংশোধন হইতে পারে; কারণ, তাহার প্রকৃ-তিতে তেজস্বিতা আছে। সেই তেজস্বিতার স্রোত অসৎপথ হইতে সৎপথে প্রবাহিত হইলেই, দস্যু তেজঃ-পুঞ্জ সুপুরুষ মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠে। চোরের স্বভাব কিছুতেই শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হয় না। চোরকে বস্ত্রালঙ্কারে অলঙ্কৃত কর, মাথায় মুকুট পরাও, যত ইচ্ছা তত সাজাও, তথাপি সে চোর। তাহার চক্ষুর চাউনি অবধি চরণবিন্যাসের ভঙ্গি পর্য্যন্ত সমস্তই চৌরলক্ষণা-ক্রান্ত। অঙ্গারও অগ্নিসংস্পর্শে ক্ষণকাল অগ্নির ন্যায় ধগ্ ধগ্ করিয়া জ্বলিতে পারে। কিন্তু নীচতা যে এক পদার্থ, উহাকে শত-শক্তি-প্রয়োগে ঊর্দ্ধদিগে টানিলেও উপরে উঠান অসাধ্য।

কবিসম্প্রদায়ও চোর অপেক্ষা দস্যু অথবা ডাকাতের অশেষ গুণে অধিক সম্মান করিয়াছেন। বিলাতে রবিন-হুড ও ভূমধ্যসাগরবিহারী দস্যুপতিদিগের চরিতকীর্ত্তন-

প্রসঙ্গে অনেক খানি সুন্দব কাব্য লিখিত হইয়াছে, এবং লোকে অদ্যাপি সেই সকল কাব্য আন্তরিক অনুবাগের সহিত পাঠ করিতেছে। বিলাতের সর্ব্বপ্রধান উপন্যাস-লেখক ওয়াল্টার স্কট তদীয় আইভান্‌হো নামক উপ-ন্যাসে রাজবীর বিচার্ড এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ আইভান্‌হোব চরিত্র আঁকিয়া যত আনন্দ অনুভব কবিয়াছেন, বোধ হয় দস্যুরাজ রবিনহুডের চবিত্র-চিত্রণে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর আনন্দিত হইয়াছেন। তাঁহার রবিনহুড সুন্দর ও মহান্। রবিনহুড মনুষ্যকে ভয় কবে না। বয়-গিল্-বার্ট ও ফ্রণ্ট-ডি-বিযফ প্রভৃতি লোক-ভয়ঙ্কব যোদ্ধৃবর্গ তাহাব শত্রু,—রবিনহুডেব তাহাতে দৃক্‌পাত নাই। রাজা স্বন, বহুসৈন্যপরিবৃত সিংহাসনের উপর বসিয়া, তাহার উপব ক্রোধের মর্ম্মান্তিক দাহনে ভ্রূকুটি করি-তেছেন, কিন্তু সেই ভ্রূকুটিতে তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই। অথচ আইভান্‌হোর অসহায় ভৃত্য বাত্রিযোগে ববিনহু-ডের হাতে পড়িয়া,তাহার মাথায় লগুড়ের আঘাত করি-তেছে; ববিনহুড উহাকে অসহায় দেখিয়াই তখন অক্রুদ্ধ ও সর্ব্বতোভাবে ক্ষমাধর্ম্মান্বিত। রবিনহুড বল-দৃপ্ত পাপিষ্ঠদিগেব সর্ব্বস্ব লুঠিয়া নিত। কিন্তু সেই লুণ্ঠিত-বস্তুর বিভাগেব সময়ে সে ধর্ম্মাধ্যক্ষ অপেক্ষাও অধিক-তর ন্যায়পরতা দেখাইত। সে আপনাকে ধনুর্বিদ্যায় তদানীন্তন ব্রিটিশ দ্বীপে অদ্বিতীয় বলিয়া জানিত। কিন্তু তাহার করধৃত ধনু ভ্রমেও কখন দুর্ব্বলের উপর শরত্যাগ

করিত না, এবং সে অন্তলভ্য যশ ও প্রতিষ্ঠায় কখনও কাতর হইত না। সে একগুণে যদি গ্রহণ করিত, সহস্রগুণে পুনরায় দীনদুঃখীর মধ্যে তাহা বিতরণ করিত;—এক জনের যদি অপকার করিত, সহস্র জনের পুনরায় উপকার করিয়া চিত্ত চরিতার্থ রাখিত। বস্তুতঃ, আইভান্হো নামক উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক কে তাহা নিরূপণ করা কঠিন। রিচার্ড রাজার মধ্যে রাজা, এবং আইভানহোও পুরুষের মধ্যে পুরুষ। কিন্তু রবিনহুড দস্যুবৃত্তিতে কলঙ্কিত হইলেও এই উভয়েরই মধ্যস্থলে মহিমান্বিত পুরুষের মত দণ্ডায়মান হইবার যোগ্য। রবিনহুড রিচার্ডকে প্রণয়ের উপহার দিয়াছে, আইভন্হোকে নীতির পথ প্রদর্শন করিয়াছে, এবং এই উভয়কার্য্যে আপনার পৌরুষের উপর অভিমানের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এক জন দলপতি দস্যুর পক্ষে ইহার উপর আর গৌরব কি?

অধুনাতন উপন্যাসলেখকদিগের অগ্রগণ্য বুলওয়ার লিটনও, পল ক্লিফোর্ডের আখ্যায়িকা লিখিয়া, বহু লোকের চিত্তবিনোদন করিয়াছেন। পল দস্যুদলের নেতা ছিল, সমাজ ও সামাজিক নিয়মের ঘোরতর বিদ্রোহী ছিল, এবং ধনীদিগের পরম শত্রু ছিল। তথাপি তাহার সাহস, শৌর্য্য, দুর্ব্বলে দয়া, প্রবলে পরাক্রম, ইত্যাদি পৌরুষগুণনিচয় স্মরণ করিয়া, কে না পুলকে কণ্টকিত হয়? রবিনহুডের কাহিনীতে প্রীতির গন্ধ নাই, পল

প্রণয়কুসুমেও অলঙ্কৃত। দল দস্যুনায়কতায় দুর্দ্ধর্ষ, অথচ প্রণয়ে পবিত্র ও কুসুম-কোমল। কিন্তু দলের সহচরবর্গের মধ্যে, যাঁহারা এ দিগে সাধুসজ্জনের মত শাস্ত্রের সূক্ষ্ম কথা কহিয়া, সুযোগ পাইলেই গোপনে চৌর্য্যে ও ছলনার চাতুর্য্যে হস্ত প্রসারণ করিতেন, তাঁহাদিগের ছবি মনে পড়িলেই, মন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া ফিরিয়া আসে।

বুলওয়ারের রচিত রিয়েন্‌ট্‌সি নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইহা অপেক্ষাও একটি উৎকৃষ্ট আলেখ্য আছে। রিয়েন্‌ট্‌সি কাব্যের নায়ক, ওয়াল্টার-ডি-মণ্ট্রিল প্রতিনায়ক। রিয়েন্‌ট্‌সির বল,—বিদ্যা, বুদ্ধি, বাগ্মিতা, চতুরতা, আর লোকের অনুরাগ; ওয়াল্টার-ডি-মণ্ট্রিলের বল,—দৃঢ় দুই বাহু, প্রশস্ত বক্ষঃস্থল, আর অজেয় সাহস। এক জন রাজার বলে বলীয়ান্, আর একজন আপনার বলে বলীয়ান্। এক জন দস্যুনিবারক রাজপুরুষ, আর একজন সংসারদ্রোহী দস্যুরাজ। এই শেষোক্ত ব্যক্তি যে, লোকপীড়ক ও নিন্দনীয়, তাহা কে অস্বীকার করে? কিন্তু মন তথাপি মহত্ত্বলুব্ধ হইয়া, কাব্যের কোন কোন স্থলে, রিয়েন্‌ট্‌সি অপেক্ষাও ইহাতে অধিকতর অনুরক্ত হয়। রিয়েন্‌ট্‌সি নীতির অনুরোধে কখনও কখনও নীচ গতি অবলম্বন করিতেন, এবং কিরূপে বঞ্চনা করিতে হয়, তাহা ভাল জানিতেন। কিন্তু, ওয়াল্টার-ডি-মণ্ট্রিল আপনাকে আপনি এত বড় জানিত যে, নীচতা ও বঞ্চ-

নার বুদ্ধি ভ্রমেও তাহার অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইত না। অপিচ রিয়েনৃট্সি ওয়াল্টারকে হাতে পাইয়া অপমান ও এক প্রকার উপাংশু-হত্যা করিয়াছেন, কিন্তু ওযাল্টার তাঁহাকে আপনার বাগুরাজালে বদ্ধ দেখিযা বীবতার অভিমানে ছাড়িয়া দিয়াছে। ওয়াল্টার ও বিয়েনৃট্সি উভয়েই পরকীয় বিশ্বাসঘাতকতায প্রাণে মরিযাছেন, কিন্তু ওয়াল্টার মৃত্যু সময়েও যেরূপ পৌরুষ ও মহিমা দেখাইয়াছে, বোধ হয় রিয়েনৃট্সি জীবনেও তাহা দেখাইতে পারেন নাই।

ফরাসি কবি ডূমার কল্পনাপ্রসূত লুগি-ভাম্পার কাহিনীও এই নিমিত্তই লোকের হৃদয়গ্রাহিণী। ভাম্পা উৎপথগামী ও লোকেব অনিষ্টকাবী, ইহা সকলেই স্বীকার করে। তথাপি ভাম্পার প্রকৃতিতে মহত্ত্বেব যে সকল লক্ষণ আছে, সকলেই আবাব তাহাঁব আদব কবিয়া থাকে। ভাম্পার প্রধান কীর্ত্তি দুই,—এক আশ্রিত-পালন, আব উপকারী ব্যক্তির প্রত্যুপকারের জন্য আত্মোৎসর্জ্জন। ভাম্পা আশ্রিতজনকে আপদের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আকাশের চন্দ্র সূর্য্য লইয়া টানাটানি করিতেও অকুণ্ঠিত মনে অগ্রসব হইযাছে, এবং যে তাহার উপকার করিয়াছে,—যে স্নেহঋণে তাহাকে ঋণী করিয়া রাখিয়াছে, তাহাব জন্য মান, প্রাণ ও সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দেওয়াই মনুষ্যোচিত ধর্ম্ম বলিয়া কার্য্যতঃ দেখাইয়াছে। কবি, ভাম্পাকে সেকন্দর

সা ও কৈৗারের জীবনচরিত্র পাঠে ব্যাপৃত ও অনুবক্ত দেখাইয়া, মানবপ্রকৃতির সহানুভূতি বিষয়ে অধিকতব জ্ঞানগাম্ভীর্য্য ও সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রদর্শন করিয়াছেন।

দস্যু অথবা ডাকাতেব বৃত্তান্ত আরও অনেক উপাখ্যান হইতে উদাহৃত করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশেব বিখ্যাত দস্যু বাবু বিশ্বনাথ অনেকের কাছেই সুপরিচিত। বিশ্বনাথ আজ পর্য্যন্ত কাব্যে চিত্রিত হইয়া না থাকিলেও, তাহাব নাম কিংবদন্তীর সহস্রসূত্রে জাতীয কল্পনায় গ্রথিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন দেশের কোন কবি চোর-চরিত্র চিত্র করিযা সৌন্দর্য্যেব সৃষ্টি কবিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, এমন আমরা জানি না। আমাদিগের এইরূপ বোধ হয় যে, কাব্যকুঞ্জ-বিনোদিনী বীণাপাণি স্বযং আসিযা লেখনী ধারণ করিলেও, এ বিষযে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হন কিনা সংশযেব বিষয। নীচতা স্বর্গে গেলেও নীচতা; আব মহত্ত্ব নরকে ডুবিলেও মহত্ত্ব। মনুষ্য, গোময়স্তূপের মধ্যেও যদি কোন মহামূল্য মণি দর্শন কবিতে পায়, তাহা আদর করিয়া, যত্নে ধুইয়া, মাথায় তুলিযা লয; এবং রত্নমণ্ডিত স্বর্ণসিংহাসনের উপরেও যদি কোন অস্পৃশ্য বস্তু দর্শন কবে, তাহা হইতে ন্যক্কারের সহিত দূরে পলায়ন কবে।

রাজপুরুষগণও নীতিবিষয়ে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। এক শ্রেণি দস্যু অথবা ডাকাত, আর এক শ্রেণি চোর।

যাঁহারা ডাকাত, তাঁহাদিগেব রাজনীতিব নাম দস্যু-নীতি। চীলেব মত তাঁহাবা ছোঁ মাবেন। আব যাঁহারা চোর, তাঁহাদিগের বাজনীতিব নাম চৌবনীতি। বক কিংবা বিডালেব মত, তাঁহাবা নয়ন মুদিযা, ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকেন এবং উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করেন। কৈশব, তাইমুব ও আটিলা প্রভৃতি বলদৃপ্ত বীবেরা ডাকাত, এবং টাইবিবিয়াস ও মেজেরিন প্রভৃতি মিষ্টভাষী শিষ্ট মহাশযেবা চোর। যাঁহাবা দস্যুনীতি অবলম্বন কবিয়াছেন, তাঁহাবা, লোক-নিবাসেব উৎপীডক হইযাও, মাথায কীর্ত্তির কণ্টকিত মুকুট পরিয়া লোকের জযধ্বনিব মধ্যে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। যাঁহাবা সকল বিষযেই চৌবনীতি অবলম্বন কবিযা চলিয়াছেন, তাঁহাবা আব দশগুণে বিভূষিত থাকিয়াও আজ পর্য্যন্ত জগতেব অবজ্ঞাভাজন রহিয়াছেন।

আমবা চোব-চবিত কীর্ত্তন কবিতে গিয়া চোব ও দস্যুব প্রকৃতিগত প্রভেদ দেখাইয়াছি। কিন্তু বোধ হয ইহাতেই আমাদিগের অভীষ্ট উৎকৃষ্টতররূপে সংসিদ্ধ হইযাছে। কাবণ, তুলনায় যাহা বুঝান যায়, সংজ্ঞাদ্বাবা তাহা বুঝাইয়া উঠা কঠিন। বর্ত্তমান তুলনায ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, পরস্বাপহারীদিগের মধ্যে চোর অতি নীচাশয়, ক্ষুদ্রপ্রকৃতি এবং অধমজাতি, আব দস্যু অথবা ডাকাত শত অপরাধে অপরাধী হইয়াও নির্ভীকচিত্ত,—

পাপরত হইয়াও মহত্বশালী এবং পতিত হইযাও পুনরু-খানক্ষম। কিন্তু তাই বলিযা কি লোকে এইক্ষণ বাঞ্ছা-রাম বিদ্যাবাগীশের মত নৈয়ায়িক ভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থা-নুসারে চুরি ছাড়িয়া ডাকাতি ধরিবে? কবিকল্পনার চিরপ্রিয় পদ্ম পঙ্করাশির মধ্যেও কুত্রচিৎ কখনও প্রস্ফুট সৌন্দর্য্যে ঝল ঝল করে বলিয়া কি মনুষ্য সাধ করিয়া কাঁদা তুলিয়া গায়ে মাখিবে? মিল্টনের সয়তান মহত্ব ও তেজস্বিতায় অনেক দেবতারও লজ্জার স্থান। ইহার এমন অর্থ নয় যে, এইক্ষণ হইতে সকলকেই সয়তান হইতে হইবে। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, মহত্ব ও তেজস্বিতা যদি অধমসংসর্গে কিংবা আসুর আকর্ষণে অধঃপাতে যায়,তথাপি উহা পুনরুদ্ধারের অস্ফুট আকাঙ্ক্ষায় মনুষ্যচক্ষু আকর্ষণ করিবে,—এবং মনুষ্য-প্রকৃতির যে সকল গুণ মণিমুক্তা হইতেও অধিকতর মনোহর, তাহা যেরূপ নিকৃষ্ট স্থলে ও যত দূর সম্ভব শোচনীয় অবস্থায় কেন পড়িয়া রহুক না, মনুষ্য তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবে,—তাহার পূজা করিবে।

প্রচলিত ও অপ্রচলিত মিথ্যা কথা।

মনুষ্যসমাজ মনুষ্যকে মিথ্যা কথা কহিবার জন্য কখনই প্রীতির সহিত অধিকার দেয় না। কারণ, যদি সকলেই সকল বিষয়ে মিথ্যা কথা বলে, আর সেই মিথ্যা কথাই সত্যকথার স্থানীয় হইয়া সর্ব্বত্র সমানরূপে ব্যবহৃত ও সমাদৃত হয়, তাহা হইলে সামাজিক জীবন পদে পদেই অশেষ আপদে জড়িত হইয়া পড়ে, এবং অতিসামান্য কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করাও মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্য কিংবা অসামান্য ক্লেশসাধ্য হইয়া উঠে। এই নিমিত্তই পৃথিবী ব্যাপিয়া সকল স্থলেই মিথ্যুকের * নানারূপ নিন্দা,—শৃগালাদি ধূর্ত্তজন্তুর সহিত তাহার তুলনা,—ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া তাহার অপবাদ, এবং বরবর্ণিনী কামিনীদিগের পাণিগ্রহণ ও প্রণয়সুধার অযোগ্য বলিয়া তাহার শাসন। যেন মিথ্যুককে অপাংক্তেয় করিতে পারিলেই সকলের মঙ্গল হইল, এবং কোন রূপে তাহার সংশ্রবে আসিলেই সকলের ইহকাল ও পরকাল ভাসিয়া গেল। দিবা দুপ্রহরে, সূর্য্যালোকে

* লাজুক, মিথুক ও নিন্দুক প্রভৃতি কএকটি সুপ্রচলিত বাঙ্গালা শব্দ অভিলাষুক ও ভাবুক প্রভৃতি ধাতুপ্রত্যয়সিদ্ধ সংস্কৃত শব্দের অনুকরণে গঠিত।

দণ্ডায়মান হইয়া, পরের বুকে ছুরি বসাও, তোমার নাম বীর। আর, নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর একটি মিথ্যা কথা বলিয়া আপনার কি পরের কোন প্রিয় কার্য্য সাধন কর, তোমার নাম নরাধম। সঙ্গত কি অসঙ্গত বুঝি না, ইহাই শাস্ত্রের বিধি,—ইহাই সমাজের সর্ব্ববাদিসম্মত সাধারণ ব্যবস্থা, এবং এই ব্যবস্থার দৃঢ়তার উপরই বাণিজ্য, ব্যবসায়, ভোগ, বিনিয়োগ, আশ্বাস ও বিশ্বাস, দৌত্য, বিচার এবং লোকের সহিত লোকের আরও অশেষ প্রকার কার্য্যসম্বন্ধ ও সামাজিক-যন্ত্রের সর্ব্ববিধ ক্রিয়ার অবস্থান। কিন্তু লোকচরিত্র কি বিচিত্র! মিথ্যুকের এত নিগ্রহ, এত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও কতকগুলি মিথ্যা কথা সমাজে অদ্যাপি যার পর নাই সম্মানিতভাবে প্রচলিত রহিয়াছে, এবং সভ্যতা ও শিষ্টব্যবহার সর্ব্বত্রই বিভিন্নভাবে তত্তাবতের অনুমোদন করিয়া আসিতেছে। যদি কোন একটা নাম নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে এই শ্রেণির মিথ্যা কথা গুলিরে "প্রচলিত মিথ্যা কথা," এবং যে গুলি শিষ্টাচারবিরুদ্ধ ও লোকগর্হিত তৎসমুদয়কে "অপ্রচলিত মিথ্যা কথা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেই কাহারও কোনরূপ আপত্তির আর সম্ভাবনা থাকে না। এ স্থলে প্রথমতঃ প্রচলিত অথবা শিষ্টসম্মত মিথ্যা কথারই কতিপয় উদাহরণ দিব।

(১) ভাল আছি।—আমার জীবনের প্রকৃত অবস্থা

যাহাই কেন হউক না, আমি ভাল আছি। সূর্য্যের উদয় হইতে সূর্য্যের পুনরুদয় পর্য্যন্ত সহস্র স্থানে সহস্র লোকেব সহিত সাক্ষাৎ হইতেছে। সকলেই জিজ্ঞাসা কবিতেছে, 'ভাল আছ?'—আমি উত্তব কবিতেছি,—'ভাল আছি'। শরীব শত বোগে ভস্ম হইয়া যাইতেছে, হৃদয় মনুষ্যলোচনেব অদৃশ্য অনন্ত যন্ত্রণায় বিদীর্ণ হইতেছে, মনুষ্যনিবাস গভীর তমসাচ্ছন্ন তবঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রেব মূর্ত্তি ধাবণ করিতেছে, আমি তথাপি ভাল আছি। যাহাকে হাতে ধবিযা তুলিয়া উঠাইযাছি, সে আজি উত্থিত হইবা মাত্রই মাথাব উপব পদাঘাত করিতেছে; যাহাকে চন্দনতরুব ন্যায় সুখ-শীতল জানিযা স্নেহভবে আলিঙ্গন কবিতাম, সে আজি বিষবৃক্ষেব ন্যায় জ্বালা দিতেছে; যে সংসাবের পুষ্পিত কান্তি দেখিয়া প্রীতিব হিল্লোলে ভাসিতাম, সেই সংসাব আজি দগ্ধমরুব ন্যায় ধূ ধূ জ্বলিতেছে,—যাহাদিগকে প্রাণ ভরিযা ভাল বাসিতাম,—প্রাণেব মধ্যে পুষিযা রাখিতাম, তাহাবা আজি সেই প্রাণে দংশন করিবাব জন্য সর্পেব মত জিহ্বা বাড়াইতেছে, তথাপি আমি ভাল আছি। যদি মুখ ফুটিযা মনেব কথা বলি, তাহা হইলেই শিষ্টাচারেব উল্লঙ্ঘন হইল,—অতএব আমি "ভাল আছি"। সামাজিক ভাব অনুবোধে আমাকে সকল সময়ে সকল স্থলে এবং সকল অবস্থাতেই ভাল থাকিতে হইবে, এবং অন্তরের আগুন দ্বিগুণ আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়া ঈষৎ গ্রীবাভঙ্গি

ও মৃদুমধুহাস্যসহকারে সকলের কাছেই 'ভাল আছি' বলিতে হইবে। নহিলে, আমার মত অসভ্য আর নাই।

(২)। কিছু না।—গোপনীয় আলাপ গোপন করিবার জন্য যত প্রকার বাক্য প্রকল্পিত হইয়াছে, তন্মধ্যে "কিছু না" এইটিই অতি মনোহর। যুবক যুবতী কোন নিভৃত-স্থলে বসিয়া প্রণয়প্রসঙ্গে শত কথা কহিতেছে। বৃদ্ধা পিতামহী সহসা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোরা বুলবুলের মত কি বলাবলি করিতেছিলি?' উত্তর, 'কিছু না'। কতিপয় বয়োবৃদ্ধ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বার্থ কিংবা সম্মানের কোন কথা লইয়া একে অন্যের হৃদয়ে আহত ভুজঙ্গের ন্যায় দংশন করিতেছেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল,—'আপনারা কি করিতে ছিলেন'? উত্তর 'কিছু না'। যাহাদিগের হৃদয় সকলের সম্বন্ধে ও সকল সময়েই আহত ভুজঙ্গের ন্যায় বিষময়, অথবা যাহারা আপনা হইতে অধিকতর সম্ভ্রান্ত ও সম্মানার্হ ব্যক্তির সম্বন্ধে নিজ নিজ হৃদয়কে বিষের হাঁড়ি করিয়া রাখিতে পারিলেই জীবনে কৃতার্থতা অনুভব করে, তাহারা সমশ্রেণিস্থ অন্য কাহারও হৃদয়ে ভীতি অথবা বিদ্বেষের অস্ফুট স্বরে হৃদয়ের সেই বিষ ঢালিয়া দিতেছে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কাহার কি প্রসঙ্গ লইয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে কথা কহিতে ছিলে। উত্তর, 'কিছু না'! একবার গম্ভীর ভাবে 'কিছু না' বলিলে, সে কথার উপর আর বাঙ্-নিষ্পত্তির অধিকার নাই। যদি তুমি 'কিছু না'কে 'কিছু'

মনে করিয়া উহার মর্ম্মার্থ পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হও, তবে তুমি নিতান্ত মূঢ়। 'কিছু না' পাশ্চাত্য পুষ্প-সুন্দরী দিগের সমধিক আদরের অবলম্বন। তাঁহাদিগের যত কিছু 'কিছু', সকলই 'কিছু না'। কহিতেও মিষ্ট, শুনিতেও মিষ্ট, তার পর অদৃষ্ট কিংবা দৃষ্টফল যেমন হউক।

(৩)। ঘরে না।—একথাটি বিলাতি সভ্যতাব অবশ্যম্ভাবি ফল; এ দেশীযেবাও সেই স্বাদুফলেব বসস্বাদের জন্য ইদানীং অনেক স্থলে বাধ্য হইষা আকুল। গৃহস্বামী, বিশিষ্ট কোন প্রয়োজনে ব্যাপৃত হইয়া ঘরে রহিলেই, ঘরে না। যাহাদিগেব সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনিচ্ছা, তাহাদিগের জন্য কোন সমযেই ঘরে না। যদি তিনি ঘবে বসিয়া এই পাপমগ্নসংসাবে সত্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য সত্যময় সদ্‌গ্রন্থ রচনায় নিবিষ্ট থাকেন, তথাপিও তিনি ঘবে না। যেই দ্বারস্থ কেহ ঘরে না বলিল, অমনি তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইলে। এ কথায় সংশয়াবিষ্ট হইয়া ফিবিয়া কিছু জিজ্ঞাসা কবিলে, যে 'ঘরে না' বলিল সে মিথ্যুক নয়, মিথ্যুক তুমি, অন্ততঃ তুমি মান্যলোকের রীতিনীতি বিষযে মূর্খ।

(৪)। আপনাকে ধন্যবাদ।—যে উপকাব কবে; সে মহান্ ব্যক্তি, কিন্তু যে উপকৃত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে কৃতজ্ঞতা উপহার দিতে পারে, সে মহত্তর। কারণ, উপকার সম্বন্ধে দান যত কষ্টকব, গ্রহণ তাহা অপেক্ষাও অধিকতর কষ্টকর। এইক্ষণ সেই কৃতজ্ঞতা, সেই ধন্য-

বাদ প্রদান, 'নলিনীদলগত জলবৎ' তরল হইযা পড়ি-
য়াছে। লোকে 'শযনে, স্বপনে,' উত্থানে, উপবেশনে
এবং শিরঃকণ্ডূয়নেও লোককে ধন্যবাদ দিতেছে। যেন
সংসার ধন্য হইয়া গিয়াছে। কথায়, অকথায় সকলেই
ধন্য ধন্য হইতেছে ও ধন্যবাদেব মধুরধ্বনি শুনিতেছে।
যেরূপ গতি, তাহাতে বোধ হয় কিছু দিন পরে লোকে
পদাঘাত প্রাপ্ত হইলেও আঘাতকারীকে ভুলিয়া ধন্যবাদ
দিয়া বসিবে। যাহাকে মনে মনে নিপাত যাও বলি,
তাহাকেও যখন শিষ্টাচার রক্ষার্থ 'আপনাকে ধন্যবাদ'
বলিয়া সম্ভাষণ কবিতে হয, তখন যে অভ্যাসবলে কাল-
সহকাবে অতদূব ভ্রম ঘটিবে, ইহাতে অসম্ভাবনা কি?
অনেক প্রণয়বিহ্বল যুবা ভ্রমবশতঃ অনুচিতস্থলেও অনেক
সময়ে প্রণয়েব সম্বোধন মুখে আনিয়া লজ্জিত হইযা
পড়ে। কৃতজ্ঞতাবিহ্বল নবীন সভ্যও সেইরূপ ভ্রমবশতঃ
যাহাকে তাহাকে, অথবা অপমান ও দুর্গতির নিদান
স্বরূপ মর্ম্মান্তিকশত্রুকে ধন্যবাদ প্রদান কবিয়া এক সমযে
লজ্জিত হইবে।

৫। পত্রেব পাঠ।—যাঁহাব নিকট পত্র লিখিতে হয,
তাঁহাকে অবশ্যই কিছু না কিছু বলিযা সম্বোধন করিতে
হয, এবং আপনাকেও তাঁহার কিছু না কিছু বলিয়া
স্বাক্ষর করা আবশ্যক হইয়া উঠে। মিথ্যা কথার এই
এক প্রশস্তক্ষেত্র। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া শত সহস্র
মিথ্যা কথা বলিলেও কোন প্রকার নিন্দা নাই। ইংলণ্ডে

পরিণয়প্রার্থী প্রণয়ীবা প্রথমে পরস্পব পরস্পরকে ময়নের তারা, হৃদয়ের রত্নহার, প্রাণের প্রাণ, আত্মার অন্তরাত্মা, অঙ্গের আভরণ, মস্তকের মণি, স্বর্গের দেবতা, দেবলোকেব আলোক, ইত্যাদি অসংখ্য শ্রুতিমধুর প্রিয়শব্দে সম্বোধন করেন। শেষে, যদি স্বার্থসম্পর্কিত কোন সামান্য কারণে পরিণয়েব কথা মিথ্যা হইয়া যায়, তাহা হইলে ক্ষতিপূবণের জন্য ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ কবিয়া পুনরায় ঐ সমস্ত সম্বোধনপদ লইয়াই আমোদে অধীব হন। রাজপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই প্রভুজগতের প্রভুর ন্যায়, লোকের স্বত্বাধিকার পাদতলে দলন করেন এবং মনুষ্যকে মার্জ্জার ও মূষিক অপেক্ষাও অধম করিয়া রাখিতে চেষ্টা পান, অথচ অতিক্ষুদ্র কোন ব্যক্তির নিকটও পত্র লিখিতে হইলে, তাঁহারা আপনাকে তাহাব 'একান্ত আজ্ঞানুগত ভৃত্য' বলিযা স্বাক্ষর কবেন। * উদরে অন্ন মিলে না, অঙ্গে বস্ত্র যোড়ে না, এবং দ্বারে

---

* এ দেশের একজন গ্রাম্য ভূস্বামী একদা কোন একটি উচ্চপদাভিষিক্ত রাজপুরুষের নিকট হইতে উল্লিখিতরূপ বিনয়বাচক-স্বাক্ষরযুক্ত নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া মনের অসহ্য অভিমানে ও উদ্বেল আনন্দে দেবতার আরাধনায় দশসহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। কারণ, সেই পত্রে স্বাক্ষরের উপরে লেখা ছিল,—"I have the honor to be, Sir, your most obedient servant". গ্রামস্থ স্কুলের মাষ্টার ইহার অনুবাদে লিখিয়াছিলেন,—"আমার আছে মান, হইতে মহাশয়, আপনার একান্ত আজ্ঞানুগত ভৃত্য"।

দ্বারে অনাহূত অতিথির মত অটন কিংবা আশ্রয়পুরু-ষের অস্থিচর্ব্বণ ও রক্তশোষণ না করিলে কোন মতেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয না,—কিন্তু পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে কেহ কুলীনকুলেব গন্ধকীট ছিলেন, এই জন্য তাঁহাব নাম মহামহিম মহিমসাগববব শ্রীল শ্রীযুক্ত মহিমববেষু। অথবা মহাত্মা ভুলিযাও মিথ্যা ছাড়া সত্যেব পথে পাদক্ষেপ কবেন না, যাহাব নিকট যে কোন সম্পর্কে সন্নিহিত হন, তাহারই অপকাব ভিন্ন উপকাবেব কোন ধার ধারেন না,—তামাব পাত্তে প্রতিজ্ঞা লিখিয়া দিলেও পরমুহূর্ত্তেই তাহা পুঁ চিযা ফেলেন,—বিপদে যাহাব চবণবেণু লইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হন, সম্পদেব এক বাব দেখা পাইলেই তাহাব বুকের মাংস লইযা টানাটানি কবিতে থাকেন,—ভ্রূকুটি দেখিলে গড়াইযা পড়েন এবং ভযেব যেখানে সাক্ষাৎ সম্ভাবনা নাই, সেখানে বিচাব অবিচাব, মান অপমান ও যশ অপযশ সমস্তই পুরাণপ্রসিদ্ধ জহ্নুমুনিব মত একগণ্ডূষে উদবস্থ কবিযা ফেলেন,—কিন্তু বিধিবিডম্বনায তিনি উচ্চ একখানি কাষ্ঠাসনে উপবেশন কবেন, এই জন্য তাঁহাব নাম প্রচণ্ডপ্রতাপান্বিত দোর্দ্দণ্ডমণ্ডিত ধর্ম্মাবতাব প্রবলপ্রতাপেষু। দিনান্তে কি নিশান্তে একবাবও যাহাকে স্মবণ করি না, এবং যাহাব দুঃখনিবশনের জন্য শরীরেব এক বিন্দু রক্ত অথবা ভাণ্ডারেব একটি লিপ্তাক্ষর তাম্রমুদ্রাও ত্যাগ কবিতে ইচ্ছুক হই না, তাহার নাম প্রাণাধিক; এবং যাহাকে ধূর্ত্ত বলিয়া ঘৃণা

করি, বিশ্বাসঘাতক বলিযা অবজ্ঞার চক্ষে দেখি ও যাহার ছায়া দর্শনেও বিদ্বেষের বিষে জর্জ্জরিত হই, তাহার নাম শ্রদ্ধাস্পদ।* বন্ধু ত হাটে, ঘাটে, মাঠে, সর্ব্বত্রই। মাইডিযবেব সৃষ্টি অবধি বন্ধুতার আর বাধা সম্ভবে কিসে? তুমি আমাকে চেন না, আমিও তোমাকে চিনি না। একে অন্যেব নামটিও কোন দিন ভদ্রতাব শাসনে জিজ্ঞাসা কবিতে সাহস পাই নাই। কিন্তু তুমি আব আমি উভযেই একে অন্যেব সম্পর্কে পরম বন্ধু। অথবা মনে কবিযাছি তোমাব প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত করিব, তোমাব সুখশান্তিব পথে কাঁটা ও তোমার সুনির্ম্মল কীর্ত্তিতে কালি দিব, তোমাব উপজীব্যের উপর অন্তরাল হইতে আঘাত কবিতে রহিব এবং যেরূপে পারি তোমাকে তুষানলে পোড়াইব, পত্রে লিখিতেছি,—আমি আপনাব একান্ত অনুগত শ্রী অমুক। এই সকলই সভ্যতাব কথা, সবলতাব সাব, শিষ্টব্যবহারের মজ্জাগত রস। ইহাতে ধর্ম্মও ব্যথিত হন না, দেবতাও রুষ্ট হইতে পাবেন না।

৬। শপথের মন্ত্র।—ইহাও আব একটি সুপ্রসিদ্ধ মিথ্যা কথা। সত্যবক্ষার জন্যই ইহার প্রথম উদ্ভাবনা

---

* মদেকসদয়, মমাশ্রয়বর, যশোব্যাপিত, সুপ্রতিষ্ঠিত, পরমারাধ্যতম, এবং ইজ্জতাছার, আজিজল্ কদর প্রভৃতি পত্রীয় সম্ভাষণগুলিও এস্থলে বিবেচনায় অধীন হইতে পারে।

এবং সত্ত্বের সমূলসংহারই ইহার নিত্য অনুষ্ঠান। শুক, শৌনক ও শাতাতপ প্রভৃতি মহর্ষিবর্গ,—ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও উদ্ধবপ্রভৃতি ভক্তবৃন্দ, এবং সক্রেতিস, শাক্যসিংহ, আরিষ্টোটল, পল ও গৌতমাদি জ্ঞানগুরু ও ধ্যানগুরু মহাপুরুষেরা যাঁহাকে চিন্তার অগম্য, চিত্তের অগম্য, অজ্ঞেয়তত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—যোগাসনবদ্ধ ও তপোরত সাধকগণ পর্ব্বতের শৃঙ্গে, সমুদ্রের তটে, শূন্য-গৃহে ও শবাকীর্ণ শ্মশানাদি ভয়ঙ্করস্থানে অহোরাত্র সাধনা ও তপস্যা করিয়াও যাঁহাকে দেখিতে, জানিতে কিংবা অনুভব করিতে পারেন নাই,—বৈজ্ঞানিকেরা তন্ন তন্ন করিয়াও যাঁহার কিছুমাত্র বুঝিতেছেন না, ধর্ম্মাধিকরণে, ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মসংগত বিচারের অনু-রোধে হাড়ি ডোম চণ্ডাল অবধি ভ্রষ্ট নষ্ট অনন্তলোক তাঁহাকে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে "প্রত্যক্ষ জানিয়া" অথবা "প্রত্যক্ষ" দেখিয়া সত্য কথা কহিতেছে! ধর্ম্ম-সংস্থাপন যাঁহাদিগের ব্যবসায়, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ ভ্রূকুটিযোগে এবং কেহ কেহ বা নৈশবিলাসজনিত তন্দ্রার ভোগে এইরূপে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখাইতেছেন,—আর ধর্ম্মের মর্ম্মকৃন্তনের জন্যই যাহারা বদ্ধপরিকর হইয়া দণ্ডায়মান, তাহারা এই ভাবে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখি-তেছে! ইহা কোন অংশেও নিন্দনীয় কিংবা নীতিবিরুদ্ধ নহে। এইরূপ প্রত্যক্ষদর্শনই যে অনেকের প্রধান উপ-জীবিকা, এবং কোন কোন স্থলে এইরূপ প্রত্যক্ষদর্শনের

জন্য যে প্রণালীসঙ্গত পাঠ দেওয়া হয়, তাহা প্রমাণিত হইয়া গ্রন্থপত্রে লিখিত রহিয়াছে।

প্রশংসা, বিনয়, অভ্যর্থনা ও অনুতাপের ভাষাও সাধারণতঃ প্রচলিত মিথ্যা কথা বলিয়াই গৃহীত হইয়া থাকে। সম্বন্ধজনের চিত্তবিনোদন অথবা অভ্যাগত ব্যক্তির সংবর্দ্ধনার জন্য যত ইচ্ছা তত প্রশংসা কর, বিনীত বলিয়া প্রশংসা লাভের জন্য যত ইচ্ছা তত আত্মদৈন্য কীর্ত্তন কর, এবং আত্মদৈন্য কীর্ত্তন করিয়া হৃদয়ের অনুতাপ প্রদর্শনের জন্য যত ইচ্ছা তত সত্যের উল্লঙ্ঘন কর, সকলই সুসভ্যসমাজে শোভা পাইবে। চারুচন্দ্র এ দেশের একজন 'চঁমৎকাঁর ব্যঁক্তি',—মাঁদৃশ দীন হীন 'মঁহাপাঁপী' জগতে আর নাই ; এ সকল কথা সর্ব্বত্রই অতিমাত্র শ্রদ্ধার সহিত শ্রুত ও আলোচিত হয়। কিন্তু যদি কোন ধৃষ্টব্যক্তি, শিষ্টতার সীমা বিস্মৃত হইয়া, অমনি জিজ্ঞাসা করে যে,'চারুচন্দ্রকে সমক্ষে সর্ব্বদা প্রশংসা করিয়া, সে দিন আপনি পরোক্ষে অতি তুচ্ছ একটি বিষয় ধরিয়া অত নিন্দা করিলেন কেন' ,—অথবা যদি

* ইদানীং এদেশে কতকগুলি লোকের জন্য প্রত্যক্ষদর্শনের পরিবর্ত্তে প্রতিজ্ঞাজ্ঞাপনের নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু এ ব্যবস্থা সর্ব্বত্র প্রচলিত নহে, এবং সকলের পক্ষে খাটে না। পার্লিয়ামেণ্টে ব্রাড্‌লকে লইয়া যে ঘোরতর বিবাদ ঘটিয়াছিল, তাহাই ইহার প্রমাণ। ব্রাড্‌ল বহু বিষয়ে একটা বিখ্যাত পুরুষ হইয়াও পার্লিয়ামেণ্টের পুরাতন ধর্ম্মনীতির আনুগত্যে, পরিণামে "প্রত্যক্ষ' দেখিয়াছিলেন।

সে এইরূপ উক্তি করে যে, যাহার মত 'মঁহাপাঁপী' জগতেই আর নাই, মনুষ্যাশ্রমে তাহার অবস্থান করাই অনুচিত, পরপ্রশংসাকারী, বিনয়ী, অনুগত ও অনুতাপী বক্তা তৎক্ষণাৎ ক্রোধে স্ফীত ও কণ্টকিত হন, এবং প্রশংসার ভাষা, বিনয়ের ভাষা, অভ্যর্থনা ও অনুতাপের ভাষা, ক্ষণকালের তরে অভিধানে পূরিয়া রাখিয়া, সম্পূর্ণ নূতন আর এক স্বরে ও আর এক ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করেন। ধন্য রে সভ্যতা! তুই ই সকল শক্তির মূল শক্তি,এবং সকল শাস্ত্রের শেষসিদ্ধান্ত। তোর প্রভাবে আলোকও অন্ধকার হয় এবং অন্ধকারও আলোকে পরিণত হইয়া যায়। যাহারা তোর সুদৃশ্য সূক্ষ্মাম্বরে পরিহিত, তাহারা প্রাণের মধ্যে পিশাচের দাস হইয়া রহিলেও,মানবজগতে তাহারাই পূজ্য, তাহারাই প্রশংসনীয়। বোধ হয় তোর আরাধনাই সামাজিক মনুষ্যের পরমধর্ম্ম ও চরম পথ।

এই প্রবন্ধে প্রচলিত মিথ্যাকথার দিঙ্মাত্র প্রদর্শিত হইল। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা ইচ্ছা করিলে আরও সহস্র দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করিতে সমর্থ হইবেন। অপ্রচলিত অথবা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ মিথ্যা কথা সম্বন্ধে এই মাত্র বক্তব্য যে, যে শ্রেণির উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তদিতর সমস্তই অপ্রচলিত সংখ্যায় নিবেশিত হয়। কোন উদ্দাম ও অত্যাচারপ্রিয় মত্ত পাপিষ্ঠ, অসুরের তৃষ্ণা এবং রাক্ষসের ক্ষুধা লইয়া, সতী সাধ্বী কুল-ললনার সর্ব্বনাশ

করিতে ধাবমান হইয়াছে। যদি তুমি তখন সেই অনা-শ্রয়া বিপন্ন অবলার উদ্ধারের জন্যও ঘুণাক্ষরে একটি মিথ্যা কথা মুখে আন, তাহা 'অপ্রচলিত' মিথ্যা কথা ; অতএব যার পর নাই অসঙ্গত। তোমার সেই একটি মিথ্যা কথা হয়ত একটি প্রাণীর প্রাণরক্ষা, একটি পবিত্রহৃদয়া পুরমহিলার ধর্ম্মরক্ষা এবং একটি সম্ভ্রান্তবংশের জাতিমান রক্ষার কারণ হইতে পারে ;—তুমি ঐ একটি মিথ্যা কথা কহিয়া এক জনকে আবরিয়া না রাখিলে, হয় ত শতজনের অন্তরে আজীবন-ব্যাপিনী মর্ম্মবেদনার অগ্নি জ্বলিতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর নীতি-শাস্ত্র, তোমাকে আর পাঁচটা প্রয়োজনানুরূপ মিথ্যা কথায় উৎসাহ দিলেও, ঐ পরিণাম-মঙ্গলা পুণ্যপুঞ্জময়ী মিথ্যা কথাটি বলিতে দিবে না। কেন না, উহা 'অপ্রচলিত'। আমরা পুনরপি বলিতেছি, ধন্য রে সভ্যতা তুই ই সকল শক্তির আদি শক্তি এবং সকল নীতির মূল। পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সমস্তই তোর ক্রীড়ার সামগ্রী ও লীলাকন্দুক। তোর অকৃপা হইলে, জীবের দুঃখভারহারী দয়ার অবতারও দস্যুর মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইতে পারে, এবং যাহার ছায়াস্পর্শেও মনুষ্যের মর্ম্মস্থান দগ্ধ হইয়া যায়, তাদৃশ ছদ্মমূর্ত্তি ছলনাপর পাপিষ্ঠও তোর ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে, দ্বিতীয় এক রবিষ্পীয়রের মত, জগতের গুরুস্থানীয় হইয়া উঠে।

কারারুদ্ধ ধর্ম্ম।

যাহাকে লোকে সাধারণতঃ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহা অনেক স্থলে কারারুদ্ধ ধর্ম্মের লক্ষণাক্রান্ত হইলেও, কারারুদ্ধ ধর্ম্ম এবং সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম সকল বিষয়ে ও সকল লক্ষণেই ঠিক এক পদার্থ নহে। কেন না, ধর্ম্মসংক্রান্ত সত্য সর্ব্বপ্রথমে সম্প্রদায়-বিশেষের দ্বারাই জগতে প্রচারিত হয়। সুতরাং, সাম্প্রদায়িকতা সকল কালেই ধর্ম্মপ্রচারের প্রথম সোপান বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কারারুদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ পরিচয় এই, উহার শ্রদ্ধা কিংবা সহানুভূতি প্রায়শঃ কখনও স্বসম্প্রদায়ের বাহিরে যায় না, এবং স্বসম্প্রদায়ের বহির্ভূত ব্যক্তি পরম সাধু, ও যার পর নাই সত্যানুরাগী হইলেও, উহা তাহার কাছে, জীবের হিত-কামনা কিংবা অন্য কোন কারণে, প্রকৃত সারল্যের সহিত প্রচারিত হইতে পারে না। উহা ক্রোধ, ক্রূরতা, কঠোর অভিমান এবং কুসংস্কারের প্রাচীরচতুষ্টয়ের মধ্যেই চিরকাল নিবদ্ধ রহে। উহা প্রীতির সুখ-শীতল জ্যোৎস্না এবং সত্যের প্রখর জ্যোতিঃ এই উভয় হইতেই দূরে পলায়ন করে। কথাটা উদাহরণের দ্বারা অধিকতর বিশদ হইতে পারে।

যে বায়ু অনন্ত আকাশপথে অনন্তকাল হইতে নির্ম্মুক্ত ভাবে সঞ্চরণ করিতেছে, তাহাকে নির্ম্মুক্ত বায়ু বলি। তাহার স্পর্শ শীতল, স্বাস্থ্যকর ও বলবর্দ্ধক। আর যে বায়ু কোন গৃহের প্রাচীরচতুষ্টয়ের মধ্যে বহুকাল পর্য্যন্ত বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে বদ্ধ অথবা কারারুদ্ধ বায়ু বলি। তাদৃশ দূষিত বায়ু সেবনে, অত্যল্পকাল কষ্টে সৃষ্টে প্রাণ ধারণ করা অসম্ভব না হইলেও, কখনও দীর্ঘকাল কুশলে থাকা সম্ভবপর হয় না। যে জল গিরিপ্রস্থ হইতে শত ধারায় বহির্গত হইয়া সাগরাভিমুখে অবিরতগতি প্রবাহিত হইতেছে, তাহা নির্ম্মুক্ত জল বলিয়া কথিত হয়। আর, যে জল কোন কূপে কিংবা সংকীর্ণ খাতে বদ্ধ দশায় ঠেকিয়া রহে, তাহা বদ্ধ অথবা কারারুদ্ধ জল বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার একটি যেমন সদ্যঃ-প্রাণকর, আর একটি তেমনিই সদ্যঃপ্রাণহর।

ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ। যে ধর্ম্ম মনুষ্যের হৃদয়কন্দর হইতে স্বাভাবিক শোভায় বিনিঃসৃত হইয়া দিগন্ত প্রমোদিত করে, তাহা প্রাকৃত ও নির্ম্মুক্ত, এবং যে ধর্ম্ম কতক গুলি ভ্রমান্ধ অথচ ভাবোন্মত্ত লোকের সংকীর্ণ চিত্তস্বরূপ কণ্টকাকীর্ণ কুটীরে কিংবা সংকীর্ণ কূপে বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা অপ্রাকৃত ও কারারুদ্ধ। এই কারারুদ্ধ ধর্ম্ম, কারা-রুদ্ধ বায়ু কিংবা কারারুদ্ধ জলের ন্যায়, কিয়ৎকালের জন্য মনুষ্যের উপযোগী হইলেও, বহুকাল সেবনে ভয়ঙ্কর অনিষ্ট না করিয়া যায় না। নির্ম্মুক্ত ধর্ম্ম হৃদয়কে

নিয়ত প্রসারিত কবে; কাবারুদ্ধ ধর্ম্ম অতি কোমল ও স্বভাবসুন্দর হৃদয়েও কেমন এক বিকৃত ভাব জন্মাইযা, উহাকে দিন দিন সংকুচিত কবিযা ফেলে। উহার স্নেহ প্রীতি ও দযাব প্রবাহ ক্রমশঃ অবরুদ্ধ হইয়া যায। সকলকে আর উহা আপনার বলিয়া বোধ কবিতে পাবে না, এবং সকলেব সুখ দুঃখে উহা আপনি অণুমাত্রও সুখ দুঃখ অনুভব কবে না। ছিন্নমূল লতাব ন্যায উহা নীবস ও নিরানন্দ। কোথায দেখিযা লোকে প্রাণ জুড়াইবে, না তাহাব পরিবর্ত্তে দেখিয়াই লোকে হতাশ হইয়া ফিবিয়া আইসে।

যখন প্রভাতসূর্য্যের কাঞ্চন-প্রতিম কিবণজালে নভোমণ্ডল আলোকিত হয, তখন পৃথিবীব সকলেই আনন্দে গাত্রোত্থান কবিযা সেই অনুপম ও অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যরাশি দর্শন করে। কাবণ, সকলেই সূর্য্যকে আপনাব বলিযা জানে। যাহাব চক্ষু কোন উৎকট ব্যাধিতে বিকৃত হয নাই, সে কি কখনও সূর্য্যালোকের প্রতি বিবক্তি পোষণ কবিতে পাবে? যখন চন্দ্রমাব সুধাময়ী জ্যোৎস্না, মেঘাববণ হইতে মুক্ত হইযা, জগতে সুধা বর্ষণ কবে, অতি দুঃখী ব্যক্তিও তখন মাথা উঠাইয়া একবাব ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত কবে। চন্দ্রকে কেহই পব ভাবে না। এ জগতে কে এমন হতভাগ্য, যাহার চিত্ত চন্দ্রালোক দর্শনেও উৎফুল্ল না হয? এই রূপ,যখন যথার্থ কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি সংসারে যথার্থ কোন ধর্ম্মবিহিত

কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, কিংবা ধর্ম্মের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিকিরণ করিতে প্রবৃত্ত হন, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই তখন পুলকিতপ্রাণে তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হন, এবং মানবজগতের ভক্তি, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা, ত্রিধারা-বাহিনী মন্দাকিনীর ন্যায, স্বতঃপ্রবাহেই তাঁহাব দিকে প্রবাহিত হয়। নিন্দুকেব জিহ্বা, নিবৃত্ত না হইলেও, ভয়ে তখন অবসন্ন রহে; বিদ্বেষী নিজ বিদ্বেষভাব বিসর্জ্জন করিতে না পাবিলেও, আপনার বিষদাহে আপনিই দগ্ধ হইতে থাকে, এবং ঘোবতব অবিশ্বাসীও, অন্ততঃ ক্ষণ-কালের জন্য, ইহা কি দেখিতেছি বলিয়া, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয। তাদৃশ ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মভাবকে সবল ও সহুদার লোকেবা কখনও প্রাণেব বাহিরে বাখিতে চায় না। কিন্তু যে ধর্ম্ম, পীযূষস্পর্শের ন্যায় প্রাণপ্রদ না হইয়া জীব-জগতে জ্বালা জন্মায়,—শীতকালীয় নিষ্পত্র পাদপের ন্যায়, অতিরুক্ষবেশে দণ্ডাযমান হইয়া, দর্শকমাত্রকেই ব্যথিত করে,—যে ধর্ম্ম আত্মপব ও ক্ষতিলাভগণনায় সুচ-তুব বণিক্ হইতেও অধিকতব চতুবতা প্রদর্শন করে,—যে ধর্ম্ম বিভীষিকা প্রদর্শন করিযা শাসন কবে এবং প্রলোভন দেখাইযা আকর্ষণ কবে, সংসাবেব সকল লোক তাহাকে কখনই আপনার ধর্ম্ম বলিযা হৃদযে তুলিয়া লইতে পারে না। তাদৃশ ধর্ম্মে আশীর্ব্বাদেব নাম অভিসম্পাত, সাধনার নাম বৈবশোধ এবং স্বর্গের নাম জন-মানব-বর্জ্জিত আশাশূন্য শ্মশান। ইতিহাসের

নিকট জিজ্ঞাসা কর, ইতিহাসও সহস্রমুখে ও সহস্র উদাহরণে এ কথায় সাক্ষ্য দান করিবে।

ইংলণ্ডীয় অষ্টম হেন্‌রীর লোকবিগর্হিত দুর্নীত কার্য্য সকল স্মরণ করিলে কাহার হৃদয় না দুঃখে জর্জ্জরিত হয়? হেন্‌রী একই সময়ে বহু ললনার প্রণয়লাভের জন্য প্রয়াস পাইত, এবং যে তাহার প্রণয়ের ফাঁদে পড়িত, সে তাহাকেই সর্ব্বতোভাবে বিড়ম্বনা করিয়া, হয় প্রাণে মারিত, না হয় পথের ভিখারিণী করিয়া বাহির করিয়া দিত। হেন্‌রী আশা দিয়া লোককে নিরাশ করিত, বাক্য দিয়া বঞ্চনা করিত,—শিষ্ট, সদাশয় ও সদুৎসাহশীল মহানুভব ব্যক্তিদিগকে নিপীড়ন করিয়া কতকগুলি জঘন্যচরিত্র নিকৃষ্ট লোকের নিকৃষ্ট সংসর্গে—জঘন্যভোগে—বিভোর রহিত। বস্তুতঃ, হেন্‌রী যেমন নীচমতি, তেমনই নিষ্ঠুর, নীতিশূন্য ও নির্ব্বিবেক পাষণ্ড ছিল, এবং তাহার সমসাময়িক স্তাবকেরা তাহাকে বড়ই একটা বাহাদুর রাজা বলিয়া বাড়াইতে চেষ্টা করিয়া থাকিলেও, পৃথিবীর সমস্ত লোক তাহাকে দুরাত্মা বলিয়াই অবজ্ঞা করিত। কিন্তু, হেন্‌রী আপনার কোন দুরভিসন্ধিতে দিনকতক কাল তদানীন্তন ক্রূরমতি ক্যাথলিকদিগের পক্ষসমর্থন করিয়া প্রোটেষ্টান্টদিগকে নির্য্যাতন করিয়াছিল, এবং প্রোটেষ্টান্ট সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তক মহাত্মা লুথরের উদয়োন্মুখী যশঃপ্রতিভায় ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তদীয় উপদেশনিচয়ের প্রতিবাদে একখানি গ্রন্থ

প্রকাশ করিয়াছিল।* সুতবাং এই এক গুণই তাহাব সকল দোষ ঢাকিয়া ফেলিল,—পোপ তাহাব প্রতি প্রসন্ন হইলেন,—ইউরোপীয ধর্ম্মজগতের তদানীন্তন ধর্ম্ম-বাজধানী বোমনগবী তাহাকে 'ধর্ম্মবক্ষক' † এই উচ্চ উপাধি প্রদান কবিয়া ধর্ম্মেব মান ও গৌবব বক্ষা করিল! এইরূপ আবার স্পেন দেশে যাঁহারা ধর্ম্মের নামে মনুষ্যজাতিব বংপবোনাস্তি উৎপীডন করিতেন, লোকের গার্হস্থ্য শান্তিকে চিবদিনেব জন্য বিনাশ কবিযা ফেলিতেন, এবং দযা ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া অবলার কোমল প্রাণে আঘাত দিতেও কুন্ঠিত হইতেন না, যাজক সম্প্রদাযেব নিকট তাঁহাবাই ধার্ম্মিকেব অগ্রগণ্য বলিয়া পূজা পাইতেন,—আব যাঁহাবা ধর্ম্মকে প্রীতির প্রস্রবণ, দযাব জীবন এবং শান্তিব চিরপ্রিয-নিকেতন স্বরূপ জানিযা লোকেব প্রতি অত্যাচাবে বিমুখ থাকিতেন, তাঁহাবা অধার্ম্মিক ও অবিশ্বাসী বলিযা সকলেব অবজ্ঞাভাজন রহিতেন।

এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা কি ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে না যে, ধর্ম্মভাবেব কারারুদ্ধতাই এই প্রকাব বিকৃত ভক্তি,

* উল্লিখিত গ্রন্থখানিও হেন্‌রীর নিজ রচনা নহে। সার্ টমাস মোর নামক জনৈক যোগ্য ব্যক্তি হেন্‌রীর অনুরোধে উহা রচনা করিয়া দেন, এবং হেনবী এই উপকারের পরিশোধে কিছুদিন পরে তাঁহার শিরশ্ছেদ করে।

† "Defender of the Faith."

বিকৃত প্রেম,—অপাত্রে শ্রদ্ধা এবং সৎপাত্রে ঘৃণার মূল? সাধুতা, সত্যবাদিতা, পরমার্থনিষ্ঠা ও পরোপকার-প্রবৃত্তি প্রভৃতি গুণসমূহ দেশভেদে ও কালভেদে কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না। যাহা এ দেশে সাধুতা, তাহা সকল দেশেই সাধুতা, এবং যাহা এখানে পরোপকার, তাহা সর্ব্বত্রই পরোপকাব। যাহা প্রকৃত মহত্ব, তাহা সকল স্থলেই মহত্ব বলিয়া পূজনীয়,এবং লোকে যাহাকে চাবিত্র-গৌরব বলে, তাহাও সকল স্থলেই সমান আদরণীয়। তবে যিনি কোন বিশেষ ধর্ম্মেব প্রচাবকদিগেব নিকট যার পর নাই ভক্তিভাজন বলিয়া আদর্শস্থানীয় হন, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীবা তাঁহাকে ধর্ম্মালোকবঞ্চিত কৃপাপাত্র অন্ধ বলিয়া অবজ্ঞা কবে কেন? আব, জগতের সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তিমাত্রই বাহাদিগকে পিশাচ কিংবা ততোধিক অধম বলিয়া অস্পৃশ্য জ্ঞান করে, ধর্ম্মবিশেষেব বিশেষ কোন মত কি কার্য্যেব পোষকতা করিয়া, তাহাবাই বা কীর্ত্তিব বৈতবণীতে তবিয়া যায় কেন? কারারুদ্ধ ধর্ম্মের কুটিলা গতিই কি ইহার এক মাত্র কারণ নহে? বিদুরের অলৌকিক ভক্তিনিষ্ঠা, বুদ্ধদেবের অমানুষ তপোরতি,—নানকেব নির্ভয় নির্ভরের ভাব, নিত্যানন্দের প্রেম, এবং নবোত্তমের দৈন্য, দাস্য, ঔদাস্য ও দীনবাৎসল্য অবিকৃতচিত্ত সাধাবণলোকদিগের সতত-শিরোধার্য্য অমূল্য বত্ন স্বরূপ। কিন্তু যাঁহারা, ধর্ম্মেব অনুসরণ করিতে গিয়া, কোন না কোনরূপ কারায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদি-

গকে জিজ্ঞাসা কর, শুনিবে ইঁহাদের একজন নাস্তিক, আর একজন পতনোন্মুখ আস্তিক, এবং সকলেই তমসাচ্ছন্ন মূঢ়।

পূর্ব্বেই বলিযাছি কারারুদ্ধ ধর্ম্ম আলোকভয়ে সংকুচিত। মনুষ্যের চক্ষু ও মনুষ্যবুদ্ধিব মর্ম্মদর্শিনী দীপ্তি কোন প্রকারেই উহাব সহ্য হয় না। পুবাতন কবিরা মৈশরী নিশাকে ভয়ঙ্কর-তামসী বলিযা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু মিশরদেশেব পুবাতন ধর্ম্মতত্ত্ব তাহা অপেক্ষাও গভীর অন্ধকাবে আবৃত ছিল। যেসুট সম্প্রদায়ীরা কিম্ভূত মনুষ্য, তাহা অদ্যাপি লোকে ভাল করিয়া বুঝিতে পায় নাই। তাহাবা কোথায় আছে, কোথায় নাই, কোথায় কি কবিতেছে, কোথায় কি না করিতেছে এবং কি উদ্দেশ্যে কেন ছাযাব ন্যায এই দৃশ্য হইতেছে,এই আবার লুকাইতেছে, তাহা যেসুট বিনা পৃথিবীব অন্য কাহারও বোধগম্য নহে। কাপালিকদিগকে প্রাণে বধ কব, তথাপি তাহারা কাপালিক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির কর্ণে মনেব মর্ম্ম কথা খুলিয়া বলিবে না। জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক নিকটবর্ত্তী হইলেই তাহাবা ক্রোধ ও ভয়ে সেই স্থান পরিত্যাগ করে, এবং যে কোন ব্যক্তি জ্ঞানালোক সহায করিয়া শিক্ষা কিংবা পরীক্ষার জন্য তাহাদিগের নিগূঢ় ধর্ম্মের নিকটবর্ত্তী হইতে যত্নশীল হন, তাঁহাকেই তাহারা ধর্ম্মসাধনা ও ধর্ম্মজগতেব পরমশত্রু মনে করিয়া নানাবিধ কুচেষ্টায় বাহির করিয়া দেয়।

কারারুদ্ধ ধর্ম্মের আর এক পরিচয় ধর্ম্মধ্বজা। ধ্বজা বলিলে সাধারণতঃ পতাকাদি জয়বৈজয়ন্তীই মনুষ্যের বুদ্ধিতে আইসে। কিন্তু ধর্ম্মধ্বজা নানা প্রকার। উহা কোথাও অতি বিচিত্র তিলক, কোথাও অতি বিকট ত্রিপুণ্ড্রক, কোথাও গৈরিকবস্ত্র, কোথাও ব্যাঘ্রাম্বর। এই ধ্বজা ধারণের জন্য কেহ মস্তক মুণ্ডন করিতেছে, কেহ মস্তকের কেশরাশিকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া বিবিধ ঘটায় জটা বাঁধিতেছে ,—কেহ দিগম্বর সাজিতেছে, কেহ ঊর্দ্ধবাহু রহিয়া মনুষ্যের বিস্ময় জন্মাইতেছে। ইহারই অনুরোধে আলেক আলেক ও চেৎ চেৎ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মধ্বনি,—ইহারই শাসনে বেশবৈচিত্র্য, ভিক্ষার ঝুলি, অথবা কাঁচ-কাঞ্চন, ও.শঙ্খস্ফাটিকাদি শত প্রকার বস্তুর অদ্ভুতমালা, এবং অনেক স্থলে ইহারই প্রয়োজনে শর-শয্যা, সুচিশয্যা ও কখনও কখনও শব-শয্যা প্রভৃতি প্রদর্শনযোগ্য আত্মনিগ্রহ। বস্তুতঃ, পৃথিবীতে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মধ্বজা এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর প্রবল, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। আমাদিগের এমন বলা উদ্দেশ্য নহে যে, যেখানে ধর্ম্মধ্বজা, সেখানেই ধর্ম্মের ভাণ, এবং ধ্বজা মাত্রই ভণ্ডতার পরিচায়ক। ভাবের প্রবল উচ্ছ্বাস, অথবা বিবেকের অনন্যসাধারণ প্রবল বিশ্বাস অনেককে অনেক সময়ে ধ্বজাধারণে অনুরক্ত করিতে পারে, এবং নূতনত্বের মোহনমাধুরী কিংবা পার্থক্যপ্রিয়তার মোহন প্রলোভনেও মনুষ্য কখনও

কখনও ধর্ম্মধ্বজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু তথাপি ইহা অবধারিত কথা যে, ভক্তির অপ্রাকৃত গতি কিংবা ভণ্ডতার ছদ্মনামধেয়ী মতিই সাধারণতঃ ধর্ম্ম-ধ্বজার প্রবর্ত্তিনী এবং যাহারা ধ্বজালাঞ্ছিত ও শুধু নানারূপ ধ্বজা দ্বারাই মানবজগতে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত, তাহাদিগের অনেকেই কারারুদ্ধধর্ম্মের নায়ক অথবা ক্রীড়নক। যাঁহারা ধর্ম্মকে বিশ্বময় সৌন্দর্য্যের ন্যায় বিশ্বের আরাধ্য পদার্থ বলিয়া জানেন, তাঁহারা কখনও কোনরূপ ধ্বজা ধারণ করিয়া আপনাকে সাধারণ মনুষ্য-সমাজ হইতে পৃথকরূপে চিহ্নিত রাখিতে ইচ্ছা করেন না।

কারারুদ্ধ ধর্ম্মের তৃতীয় পরিচয় কপোলকল্পিত আধ্যাত্মিক জাতিভেদ। সামাজিক জাতিভেদ কাহাকে বলে, তাহা পাঠক বিশিষ্টরূপে অবগত আছেন। উহা সেই চিরপ্রসিদ্ধ সামাজিক জাতিভেদের পুরাতন বন্ধন-শৃঙ্খলা ভাঙিয়া ফেলিলেও, আবার নূতন এক প্রকার জাতিভেদের উদ্ভাবন করে, এবং জাতিবিদ্বেষের বিষম-বহ্নিকে প্রজ্বলিত রাখিয়া, তদ্দ্বারাই আপনার কার্য্যসাধনে যত্নশীল রহে। এই পৃথিবীর কোন মনুষ্যই সর্ব্বাবয়বে ও সম্পূর্ণরূপে ধার্ম্মিক অথবা সর্ব্বাবয়বে ও সম্পূর্ণরূপে অধার্ম্মিক নহে। যাঁহারা ভক্তি ও প্রীতির পবিত্র ধর্ম্মে সরলহৃদয়ে শ্রদ্ধান্বিত, তাঁহাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ জীবনও মত-ভেদস্থলে কঠোর সমালোচনার উপযুক্ত। পক্ষান্তরে, যাহারা অধার্ম্মিক বলিয়া সাধারণতঃ পরি-

বর্জ্জিত, *তাহাদিগেব মধ্যেও অনেকে উদারতা কিংবা পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি অনেক বিষয়ে পবমধার্ম্মিকদিগের পূজা পাইবাব যোগ্য। কিন্তু, কারারুদ্ধ ধর্ম্ম প্রথমতঃই ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক, বিশ্বাসী ও বিরোধী, প্রবিষ্ট ও অপ্রবিষ্ট এবং মুক্ত ও অমুক্ত * প্রভৃতি বিবিধ অভিনব জাতির সৃষ্টি করিয়া প্রীতি ও সহানুভূতির গতি রোধ কবে, এবং অচিহ্নিত অপ্রবিষ্ট ও অমুক্ত ব্যক্তি যদি নিতান্ত উন্নত প্রকৃতিব লোক হন, তথাপি তাঁহাকে কুণ্ডলীর বহির্ভূত বলিযা স্বতন্ত্রশ্রেণির জীব জ্ঞানে অবজ্ঞার চক্ষে দেখে। তাদৃশ ব্যক্তিদিগের দান, ধ্যান, লোকহিতৈষিতা এবং কার্য্যতৎপবতা সমস্তই পণ্ডশ্রম ও ভণ্ডক্রিযা। কাবণ, তাঁহাবা কাবাগৃহের বন্দী নহেন। তাঁহাদিগেব প্রীতির নাম পাপ, পুষ্পাঞ্জলিব নাম পঙ্কপ্রবাহ, এবং উন্নতিব নাম অধঃপাত। কারণ, তাঁহাবা কারানিগড়ে বদ্ধ রহিতে অসম্মত। তাঁহাদিগকে অন্ধকাব হইতে আলোকে, এবং অবিশ্বাস হইতে বিশ্বাসে আনা যাইতে পারে। কেন না, তাঁহারাও মনুষ্যকুলেই জন্ম গ্রহণ কবিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহাদিগকে কখনই নিম্মুক্তহৃদয়ে ভালবাসিতে পাবা যায় না,—তাঁহাদিগেব সহিত যোগে, ভোগে এবং কর্ম্মসূত্রে সম্মিলিত হওয়াও

* পাঠকবর্গ ক্যালভিনিষ্টদিগের Elect অর্থাৎ অনুগৃহীত কিংবা আদিনির্ব্বাচিত জাতি সম্বন্ধীয় মত এবং বিশ্বাসও এস্থলে আলোচনা করিয়া দেখিতে পারেন।

কোন প্রকারেই সম্ভবপর হয় না। কারণ, তাঁহারা জাতিতে বিভিন্ন।

কারারুদ্ধ ধর্ম্মের চতুর্থ পরিচয় প্রতিহারীর অসঙ্গত ও অসহ্য আধিপত্য। প্রতিহারীরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। ইহারা কোথাও মঙ্ক, কোথাও মহারাজগুরু * এবং বস্তুতঃ পৃথিবীর সকল ধর্ম্মেই তাদৃশ প্রতিহারীর কতকটা প্রভুত্ব অপরিহার্য্য। কিন্তু, কারারুদ্ধ ধর্ম্মে প্রতিহারীই প্রকৃত প্রাণ-দেবতা। প্রতিহারী ইহার চক্ষু, প্রতিহারী ইহার কর্ণ, প্রতিহারী ইহার মস্তিষ্ক এবং প্রতিহারীর কৃপাই ইহার সর্ব্বস্ব। আমরা তাদৃশ প্রতিহারীদিগকে শুধু দ্বারপাল মনে না করিয়া ধর্ম্মীয় কারাগৃহের দৃপ্ত বিগ্রহ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। তুমি দেখিবে ত সেই প্রতিহারীর চক্ষে দেখিবে; কেন না তোমার আপন চক্ষে যাহা কিছু দেখিতেছ, সমস্তই দৃষ্টিভ্রম। তুমি শুনিবে ত সেই প্রতিহারীর কর্ণে শুনিবে, কেন না তোমার আপন কর্ণে যাহা কিছু শুনিতেছ, সমস্তই শ্রুতিভ্রম। তোমার মনোবৃত্তিচয়কেও তুমি বিশ্বাস করিবে না। কারণ,তুমি মনে যাহা বুঝিতেছ,—আলোচনা করিয়া যাহা শিখিতেছ,এবং জ্ঞান,বিজ্ঞান ও ইতিহাসাদি শাস্ত্রের আশ্রয় লইয়া জানিতে পাইতেছ, তাহা স্পষ্টতঃই মতিভ্রম। প্রতিহারীর স্বার্থ, সম্মান এবং অভিমান ও পরিমিতজ্ঞানই ইহার প্রাচীর-পরিখা,—এবং

* গুজরাতি গুরু গোস্বামী। বড় বেশী ধনী বলিয়া "মহারাজ"।

প্রতিহারীর ভ্রমপ্রমাদই ইহার 'ভাষ্যপ্রদীপ'। তুমি যদি ধর্ম্মের আশ্রয়ে অবস্থান করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ঐ প্রাচীর-পরিখা কখনও উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবে না, এবং তুমি যদি ধর্ম্মের পথে বিচরণ করিতে ইচ্ছুক হও, তাহা হইলে ঐ দীপশিখা ভিন্ন অন্য কোনরূপ আলোক ব্যবহার করিতে অধিকারী হইবে না। কারণ, প্রতিহারী যদি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলে, সাধারণের জন্য তাহাই সত্য ধর্ম্ম, এবং প্রতিহারী যদি ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহাও সাধারণের জন্য সর্ব্বথা অধর্ম্ম বলিয়া গণনীয়। কেবল ইহা নহে, হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি, ভক্তির পবিত্রবিলাস, বুদ্ধির বিকাশ এবং চিন্তার গতি এ সকলও প্রতিহারীর অধীনে রহিবে। প্রতিহারী যদি স্বাস্থ্যকে হৃদয়ের রোগ বলিয়া বর্ণনা করে, তাহা হইলে স্বাস্থ্যই উহার রোগ, এবং প্রতিহারী যদি বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির স্বাভাবিক বিকাশকেও বিকার বলিয়া বুঝাইয়া দেয়, তাহা হইলে স্বভাবের প্রার্থিত পরিস্ফুরণই বিকার। ফলকথা, কারারুদ্ধ ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবেই উল্লিখিতরূপ প্রতিহারীর স্বোপার্জ্জিত কিংবা পৈতৃক সম্পত্তি, এবং যাহারা সেই সম্পত্তির লব-লেশের জন্যও লালায়িত, তাহারা প্রতিহারীর দাসানুদাস। তাদৃশ ধর্ম্মের সহিত সুতরাংই সাধারণ মনুষ্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধের আশা করা বৃথা। প্রতিহারী যদি দ্বার ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে তোমরা প্রবেশ করিতে পাইবে, এবং প্রতিহারী

যদি ভ্রুকুটিভঙ্গি সহকারে দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে তোমরা চিরদিনই বাহিরে পড়িয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিবে।

এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই, ধর্ম্ম কি চিরকালই এই ভাবে ভিন্ন ভিন্ন কুসংস্কারবদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রকার কারায় আবদ্ধ থাকিবে? যাহা সত্যের ন্যায় সর্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক, সমীরণের ন্যায় সর্ব্বত্র গতিশীল,—যাহা প্রাণ হইতেও মনুষ্যের অধিকতর প্রিয় এবং প্রাণের সহিত সর্ব্বপ্রকারে জড়িত, তাহা কি চিরদিনই এইরূপ নিগড়বদ্ধ রহিবে? সমস্ত পৃথিবী সমস্বরে বলিতেছে,—না। বিজ্ঞান, ইতিহাস, কাব্য, দর্শন, ইহারাও নিজ নিজ শক্তির অনুরূপ উচ্চৈঃস্বরে মনুষ্যের হৃদয়ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছে,—না। বিজ্ঞান এত দিন, বিকৃতদর্শিনী আলোকবর্ত্তিকার ন্যায়, একে আর দেখাইয়াছে,—মনুষ্যের বুদ্ধিকে সত্যের অনুরাগে উন্মাদিত করিয়া, গাঢ় অন্ধকারে ডুবাইয়াছে। এইক্ষণ সেই বিজ্ঞান, এত যুগের অনুসন্ধানের পর, ভক্তিকেই মানবশক্তির চরমবিকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ভগবানের জন্য লালায়িত হইয়াছে। ইতিহাসকে এত কাল লোকে ধূমকেতুর ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল ও উৎপথগামী বলিয়া অবজ্ঞা করিত। এইক্ষণ সেই ইতিহাস বিশ্ববিধাতার দৃঢ়নিয়মবদ্ধ ক্রীড়াবিলাস বলিয়া সর্ব্বত্র পূজিত হইতেছে। কবিতা, যেন যুগান্তের নিদ্রার পর, পুনরায় সামস্বরের অনুকরণে, অতি গভীর কণ্ঠে, স্তুতি-

গীত গাইতে আরম্ভ করিয়াছে। দর্শনের দৃষ্টি ফুটিয়াছে। দর্শন, সংশয়ের দুঃখজ্বালায় দগ্ধ হইয়া, যেন প্রাণ যুড়াইবার জন্য, প্রাণাধীশের পদারবিন্দে লুটাইয়া পড়িয়াছে। ইহারা সকলই আগে ধর্ম্মবিষয়ে উদাসীন ছিল। ইহারা সকলেই এইক্ষণ ধর্ম্মকে প্রাণের বস্তু জ্ঞানে টানিয়া লইতেছে। তাই বলিতেছি, কারাবাসের রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। অতিশীঘ্রই মনুষ্য প্রভাতসমীর সেবন করিয়া কৃতার্থ হইবে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অর্থাৎ প্রসিদ্ধ ফরাশিবিপ্লবের প্রথমোচ্ছ্বাস সময়ে, পারিসের প্রমত্ত প্রজাবর্গ যখন বাষ্টিল নামক দুর্ভেদ্য কারাদুর্গের দ্বার ভঙ্গ করে, তখন নিরীহপ্রকৃতি ষোড়শ লুই, নিতান্ত চমকিত হইয়া, কি হইল বলিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। পার্শ্বস্থ একজন বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ সচিব প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন,—"রাজন্! ইহার নাম কারামোচন। এত দিন মনুষ্যকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইত, তাই তাহারা বদ্ধ থাকিত। এইক্ষণ মনুষ্যের বুদ্ধি, হৃদয় এবং আত্মাকেও কারারুদ্ধ রাখিতে যত্ন হইয়াছে। কিন্তু এই তিন কি কখনও চিরকাল আবদ্ধ রহিতে সম্মত হইবে?"

যাঁহারা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিবিধ কারাগৃহের কুঞ্চীধারী অথবা দ্বাররক্ষক, তাঁহাদিগেরও ঠিক সেই দশা আসন্নপ্রায়। তাঁহারাও নিশ্চয়ই ষোড়শ লুইর ন্যায় কি হইল বলিয়া চমকিত হইবেন, এবং কি হইতেছে, তাহা পার্শ্বস্থ কাহা-

বও নিকট অবগত হইয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে মাথা নোয়াই-বেন। তাঁহাদিগেব অনেকেই হয় ত চৈতন্যের প্রথমস্ফূর্ত্তি সময়ে দুর্ব্বিষহ দুঃখানলে দগ্ধ হইবেন,—সংসার অন্ধ-কাবময় দেখিবেন, সৃষ্টি বিনাশ পাইল বলিয়া আর্ত্তনাদ করিবেন, এবং মনে যত কিছু মমতাব বন্ধন আছে, সমস্ত ছিঁড়িয়া ফেলিবেন। কিন্তু, পবিণামে তাঁহাদিগেরও সে দুঃখ থাকিবে না। কাবণ, জগতেব সাধারণ মঙ্গল কখনই ব্যক্তিবিশেষেব অমঙ্গল নহে, এবং যদি কাবাবাস হইতে মুক্তিলাভ মনুষ্যবিশেষেব উপকারী হয়, তবে তাহা ধর্ম্মজগতেবও অপকাবী নহে। ধর্ম্ম যে অনেক স্থলে প্রাণাবাধ্য পদার্থের ন্যায প্রকৃত ধার্ম্মিকের প্রাণের মধ্যে লুক্কায়িত রহে, তাহাতে কাহারও কোনরূপ মনঃক্ষোভ হইতে পাবে না। ফলতঃ, যাহা সাধনার সারমর্ম্ম এবং ধর্ম্মেব সাবাৎসাব তত্ত্ব,তাহা কখনও সহজে এবং সকলের কাছেই ব্যক্ত হয় না। কিন্তু কাবারুদ্ধ ধর্ম্মেব কথা সম্পূর্ণ-রূপে পৃথক্। উহাব কোপনমূর্ত্তি জীবেব দুঃখজনক এবং সহৃদয় মনুষ্য মাত্রেরই কষ্টকব। সুতরাং উহাব বিলয়েব সহিত প্রকৃত মনুষ্যত্বেব বিকাশ ও মনুষ্যজাতির চির-সুখাবহ মঙ্গলের বিশেষ সম্পর্ক।

দেবতার বাহন।

হিন্দুশাস্ত্রের যে অংশে পৌরাণিক তত্ত্ববিবৃতি,তাহাতে প্রায় সকল দেবতারই এক একটি বাহনের কথা আছে। বস্তুতঃ, কোন প্রধান ও প্রসিদ্ধ দেবতাই বাহনশূন্য নহেন। কিন্তু যিনি সর্ব্বপ্রথম দেবতাদিগের বাহন বর্ণনা করিয়াছেন,সেই দেব-কবির কল্পনা শাস্ত্রার্থের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সর্ব্বাংশে পূজাযোগ্য হইলেও, সকল সময়ে মনুষ্যের ধূলিসঙ্কুল ক্ষুদ্র বুদ্ধির অধিগম্য হয় না।

ব্রহ্মার বাহন হংস। এ বেশ কথা। ব্রহ্মা মানস-সরোবরে ভাসিয়া ভাসিয়া চারি মুখে চারি বেদ গাই-তেছেন এবং তাঁহার বাহনরূপী রাজহংসও কল কল মধুরনাদে সেই জলদগম্ভীর বেদধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া চারি দিক্ নিনাদিত করিতেছে। হংস শব্দের আর এক অর্থ আত্মা অথবা পরমাত্মা। সে অর্থের সহিত বেদনিহিত গভীর সত্যনিচয়ের কিরূপ নিগূঢ় সঙ্গতি, তাহা আলোচনার বিষয়। বিষ্ণুর বাহন গরুড। ইহাও সর্ব্বথা উপযুক্ত। বিষ্ণু যেমন দেবতার মধ্যে, গরুড তেমন বিহঙ্গের মধ্যে ;—তেজঃপুঞ্জ হইয়াও দয়ায় পূর্ণ, দুষ্টনাশক শিষ্টপালক এবং লোকসর্প ও সর্পলোকের দর্পহারক। বিষ্ণুর জন্য গুণ-গৌরব-পূজ্য গরুড় না হইলে

ত্রিভুবনে আব কি বাহনরূপে কল্পিত, হইতে' পারে ? গরুড় শব্দের আর এক অর্থ বিষনাশক। এই বিঘ্ন-জ্বালা-দগ্ধ বিশ্বসংসারে যে শক্তি জীবের পাপতাপহারিণী এবং দুঃখদুষ্কৃতির বিষহাবিণী, তাহাই গরুড় রূপে পরিকল্পিত হইয়াছে কি না, তাহা পাঠক চিন্তা করিবেন। বম্ ভোলানাথ মহাদেবেব জন্য বৃষভ অপেক্ষা কোনরূপ উৎকৃষ্ট বাহনেব কল্পনাই অসম্ভব। মহাদেব যেমন আশুতোষ, অক্রোধ অথবা ক্ষণক্রোধী এবং অল্পে তুষ্ট, তাঁহাব বাহনটিও বহু বিষয়েই তদুপযোগী। বৃষ শব্দের আব এক অর্থ ধর্ম্ম। নারদেব বাহন ঢেঁকী। ইহা না হইলেই হয় না। যখন প্রৌঢকল্পা পুবকামিনীবা, পারিবারিক কথা অথবা প্রেমানুরাগেব প্রবলতরঙ্গে পঞ্চমের উপব নবমে উঠিযা, কোন্দলপ্রসঙ্গে হিন্দোল রাগের আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হন, অথবা পানেব কথা কিংবা চূণের কথায় কর্ণার্জ্জুনেব পালা গাইয়া লন, তখন ঢেঁকির সেই ঢকৃঢকি ভিন্ন তাল থাকে আর কিসে ? পবনের বাহন মৃগ, এবং মৃগের আর এক নাম বাতপ্রমী। যাঁহাবা কালিদাসেব চক্ষু লইযা ব্যাধভীত কুরঙ্গের গতি দেখিয়াছেন,—এই আছে, এই নাই,—এই এখানে,—এই দূরতর দূবে,—বনমৃগের সেই বায়ুগতিনিন্দিনী মায়াগতি যাঁহারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাবা উহাকে পবনের বাহন বলিয়াই স্বীকার করিবেন। যমেব বাহন মহিব। মহিষের রুদ্রমূর্ত্তি যমের অন্যতম প্রতিমূর্ত্তি।

যে কদাচিৎ কখনও আরক্তনেত্র উচ্ছৃঙ্খল মহিষের গলঘণ্টানিঃসৃত ঘনরব শুনিয়াছে, সে মৃত্যুর স্পর্শসুখে শীতল হইয়া না থাকিলেও মৃত্যুর কণ্ঠধ্বনি শুনিয়াছে। কুবেরের বাহন পুষ্পরথ। ইহা ভাবসঙ্গত। কারণ, যেখানে কুবেরের ধন, সেই খানে সকল দিকেই পুষ্পবৃষ্টি, সকলই পুষ্পময়। মনুষ্যের দৃষ্টি সেখানে পুষ্পমধুনিঃস্যন্দিনী, ভাষা পুষ্পিত-শোভাশালিনী, এবং কর্তব্যবুদ্ধির কঠোর মূর্ত্তিও পুষ্পরস-বিলাসিনী। সেখানে অন্ধের নাম পদ্মলোচন, কুষ্মাণ্ডের নাম কীর্ত্তিকল্পতরু, ধৃষ্টতার নাম ধর্ম্মবুদ্ধি, দুর্ব্বৃত্ততার নাম দৃক্‌পাতশূন্য নির্ভীকতা, নিষ্ঠুরতার নাম ন্যায়পরতা, দুর্ম্মুখের নাম দর্পবল্লভ এবং রাত্রির নাম দিন। ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত এবং শক্তির বাহন সিংহ। উভয়ত্রই চিত্রনৈপুণ্য পরিস্ফুট। কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর,—রূপে গুণে দুইই দুইয়ের অনুরূপ। ময়ূর যখন উহার মোহনপুচ্ছ বিস্তার করিয়া আনন্দে ও অভিমানে স্ফীত হয়, তখন উহার পৃষ্ঠে কার্ত্তিক বিনা আর কে বসিতে যোগ্য হয়? আর কার্ত্তিক যখন সৌন্দর্য্যের ছায়ায় সজীব-শক্তি ধারণ করিয়া রূপে ও তেজে সমুজ্জ্বল হন, তখন ময়ূর বিনা আর কে তাঁহাকে পৃষ্ঠে ধারণ করিতে সাহস পায়? গণেশের বাহন ইঁদুর। ইহা আপাততঃ অতি বিসদৃশ হইলেও ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। গণেশ গণপতি* এবং গণপতি বলিয়াই সিদ্ধি-

* বিঘ্নকারকগণের ঈশ্বর অথবা The Leader of a Party.

দাতা।—সুতবাং ইঁদুব তাঁহাব উপযুক্ত সহচব। কোথায় কোন্ গণপতি, ইঁদুদেব দাঁতে পথ না খুলিয়া, নৈতিক সম্পদময গন্তব্য স্বর্গেব সোপানমালায পদার্পণ কবিতে পাবিযাছেন? এই জন্যই আগে ইঁদুব, তাব পব সিদ্ধি-দাতা। এই জন্যই যাহাবা মনুষ্যেব মধ্যে মূষিকজাতীয়,—আকৃতি ও প্রকৃতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই মূষিক,—যাহা-দিগকে দেখিলেই চক্ষু বিবক্ত হয়, যাহাদিগেব ঘ্রাণ-মাত্রেই শরীব ও মন ঘৃণায় শিহবিয়া উঠে, তাহাবা গণ-নাযক কর্ম্মপুরুষদিগেব নিত্যপার্শ্বচব ও প্রীতিভাজন।

এ সকল বেশ বুঝিলাম। কেবল একটি কথা বুঝিতে পাবিলাম না। যে মূর্ত্তিকে লোকে বৈকুণ্ঠবিলাসিনীব পার্থিব প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া পূজা কবে, তাহাব জন্য, ব্রহ্মাণ্ডেব অনন্ত পশু পক্ষীব মধ্যে, সকল ছাডিযা একটা পেচক কেন বাহনরূপে পরিকল্পিত হইযাছে, ইহা ভাল-রূপে আমাদিগেব বুদ্ধিস্থ হইতেছে না। লক্ষ্মীব মূর্ত্তি মনুষ্যচিন্তিত সমস্ত দৈবমূর্ত্তির মধ্যে মনোমোহিনী, মনঃ-প্রাণসঞ্জীবনী,—আশা ও আনন্দেব মধুধাবাবর্ষিণী। এমন মনোজ্ঞমূর্ত্তিব পাদপীঠে একটা বিকটাকৃতি পেঁচা কেন? যাঁহাব পদরজঃস্পর্শে দেবতাবা পুলকিত হন, দেব-তুল্য ঋষিযোগীবা কৃতার্থতা অনুভব কবেন,—সংসার সুখ-সম্পদেব সামোদহাস্যে সন্ধ্যাকালীন কুসুমকাননের প্রফুল্লকান্তি ধাবণ কবে,—যাঁহার বাতাস লাগিলেই অবনী ধনধান্যে পরিপূর্ণা হয়, অরণ্য অপূর্ব্ব নগব হইয়া

উঠে এবং ভস্মস্তূপে সোনা ফলে, তাঁহার সৌন্দর্য্য-সমুজ্জ্বল, সুচিত্রিত প্রতিকৃতির পাদমূলে পেচকের মত একটা কুৎসিতকণ্ঠ কদর্য্য পক্ষীকে কে আনিয়া কিভাবে বাহন রূপে চিত্র করিল?

প্রশ্ন হইলেই তাহার উত্তর হয়। এ প্রশ্নেরও অবশ্যই একটা উত্তর হইবে। কিন্তু যাঁহারা সৌভাগ্যদায়িনীর উপাসক বলিয়া সাধারণ লোক-সমাজে প্রসিদ্ধ, তাঁহাদিগের বুদ্ধি একটুকু বিচিত্র,—কোন কোন স্থলে একটু বেশী। আমরা আমাদিগের চিত্তকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য অমলমতি জ্ঞানানন্দের উপদেশক্রমে একটা উত্তর ঠাউরাইয়া রাখিয়াছি। তাহা উল্লিখিত উপাসকদিগের মনঃপূত হইবে কিনা, বলিতে পারিনা। আমাদিগের এই মনে লয় যে, পেচক দিবাভীত, * আলোক-সঙ্কুচিত ও অন্ধকারপ্রিয় এবং এই সকল অদ্ভুত গুণেই উহা ধন-ধান্যবিলাসিনী সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রিয় বাহন বলিয়া প্রকল্পিত। সংসারের মনুষ্য প্রকৃত তত্ত্বের মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারিয়া পৃথিবীর ধূলিময় ধনসম্পদকেই লক্ষ্মীর প্রসাদ বলিয়া মনে করে, এবং ইহাও প্রসিদ্ধ যে সাংসারিক ধন-সম্পদের গতায়াত প্রায়শঃ সকল স্থলেই অন্ধকারে। উহা নারিকেলে জলসঞ্চারের মত কখন আসে, তাহা কেহ দেখে না। দেখিবার নিমিত্ত অনেকে

* অভিধানে দিবাভীত শব্দের দুই অর্থ লিখে,—এক পেচক, আর চোর।

শয্যা ও নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকে, তথাপি দেখিতে পায় না। কিন্তু যখন উহা ঐরূপ অলক্ষিত গতিতে একবার আসিয়া গৃহপ্রবিষ্ট হয়, তখন সকলেই উহাকে দেখিতে পায় এবং দেখিয়া মধুলুব্ধ মক্ষিকার মত আসনের চতুষ্পার্শ্বে ভন্ ভন্ করিতে আরম্ভ করে। যাহারা ব্রহ্মার বেদ, বিষ্ণুর পালনী প্রীতি, মহাদেবের আশুতোষ ভাব, পবনের দ্রুত গতি, কৃতান্তের সংহারিণী মূর্ত্তি, ইন্দ্রের বজ্র এবং শক্তির তেজোরাশি বিস্মৃত হইয়া শুধু সৌভাগ্য সম্পদেরই আরাধনা করে,—ধর্ম্ম থাক বা না থাক, দয়া ব্যথিত হউক কিংবা বিনাশ পাউক এবং জ্ঞান, মান ও পৌরুষী প্রতিষ্ঠা একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাউক, তথাপি সম্পদের সেবা করিব ইহাই যাহাদিগের স্থির সংকল্প, তাহাদিগেরও গতায়াত অন্ধকারে। তাহারাও দিবাভীত, আলোক-সঙ্কুচিত ও অন্ধকারপ্রিয়। তাহারা কি দিয়া কি করে কেহ তাহা বুঝে না, তৃণ হইতে তাহারা কেমন করিয়া তাল-তরুর মত বাড়িয়া উঠে, কেহ তাহার মর্ম্মোদ্ধার করিতে সমর্থ হয় না। যেখানে ন্যায়ের জ্যোতিঃ, অথবা নীতির দীপ্তি, সেখানে তাহারা পেচকের মত। চক্ষু মেলিয়াও মেলে না, পাছে তাহাদিগের আরাধনা ব্যর্থ হয়। যেখানে কাতরের করুণ বিলাপ এবং শোক দুঃখ ও বিষাদবেদনার হৃদয়বিদারী পরিতাপ, সেখানেও তাহারা পেচকের মত। প্রাণান্তেও ফিরিয়া চাহে না, পাছে তাহা-

দিগের সাধনার ফল নষ্ট হইয়া যায়। পেচক ইহা-দিগেরই প্রতিকৃতি এবং হয় ত হইতে পারে যে, এই হেতুই পেচকে পার্থিব-সৌভাগ্যের অচলা প্রীতি।

পেচকের ইহা ছাড়াও একটি অপূর্ব্ব গুণ আছে। পেচকের মুখে আর কোন শব্দ নাই, একমাত্র শব্দ—'নিম্'। এই একই ধ্বনি বই পেচক আর কোন ধ্বনি শিখে নাই,—এই একই কথা বই পেচক আর কোন কথা কহে না। উহার সকল কথারই আদি কথা ও শেষ কথা—চিরতিক্ত 'নিম্'। যাহারা আলোকভয়ে ভীত রহিয়া,—অন্ধকারে অঙ্গ ঢাকিয়া,—শুধু অন্ধকারেই সম্পদের উপাসনা করে, তাহাদিগেরও সকল আশা, সকল ভরসা এবং সকল প্রকার উন্নতির শেষ পরিণাম নিম্। তুমি অনাথ ও অসহায় শিশুর গ্রাসাচ্ছাদন কাড়িয়া নিয়া আপনার পর্ণকুটীরকে সকল সুখের বিলাস-যোগ্য প্রাসাদ বানাইয়াছ, ইহার পরিণাম নিম্। অথবা, তুমি শত সহস্র লোকের দুঃখসন্তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাসে পাল উড়াইয়া তোমার বাহাদুরীর ডিঙ্গা বৈভবের বন্দরে আনিয়া বাঁধিয়াছ, তোমার এ বৈভবের পরিণামও নিম্। যে তোমাকে অন্ধবৎ বিশ্বাস করিয়া, আপনার যাহা কিছু ছিল, সমস্তই অন্ধকারে তোমার নিকট ন্যস্ত রাখিয়াছিল, তুমি অন্ধকারে তাহাকে প্রতারণা করিয়া আজি কুসুমশয্যায় শয়ান হইয়াছ; তোমার এ সুখের পরিণাম নিম্। অথবা, তুমি জোঁকের মত

আশ্রয়লতার রক্ত শুষিয়া আপনি এইক্ষণ ফুলিয়া অতি বড় হইয়াছ; তোমার এই স্ফীতদেহের পরিণামও নিম্। তুমি সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য করিয়া সম্পদের স্বর্ণপর্য্যঙ্কে আরোহণ করিয়াছ, তোমার এই সম্পদের পরিণাম নিম্। অথবা, তুমি দ্বারস্থ দুঃখী ও ভিক্ষান্নপোষ্য প্রতিবেশীদিগের আর্ত্তনাদে বধির রহিয়া আপনি পায়স পলান্ন ও পঞ্চব্যঞ্জনে পরিতৃপ্ত হইতেছ, তোমার এই ভোগের পরিণামও নিম্। তুমি দুগ্ধপোষ্য বালকদিগকে দুর্ম্মন্ত্রণা ও কথার ছলনায় নানাবিধ দুষ্কৃতিতে ডুবাইয়া আপনি তাহাদিগের নষ্ট ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়াছ, তোমার এই ঐশ্বর্য্যের পরিণাম নিম্। অথবা, তুমি কলঙ্কের ডালি মাথায় বহিয়া কলঙ্কের মূল্যে প্রভুত্ব কিনিয়াছ, তোমার এ প্রভুত্বের পরিণামও নিম্। তুমি বিচারের নামে অবিচার অথবা বাণিজ্যের নামে বঞ্চনা করিয়া আজি দানবদর্পে দৃপ্ত হইয়াছ, তোমার এই দর্পের পরিণাম নিম্। অথবা, তুমি সম্বৃদ্ধির সুশীতল স্পর্শসুখের জন্য মহত্ব ও মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া কখনও শৃগাল এবং কখনও কুক্কুরের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ,—কখনও সর্পের মত ফণা তুলিয়াছ, কখনও হাড়গিলার মত গলা বাড়াইয়াছ,—যে তোমার গ্রাসে পড়িয়াছে, তাহারই অস্থি মাংস খাইয়াছ,—যে তোমার নিকটে আসিয়াছে, তাহাকেই আগুনের জিহ্বায় পুড়িয়া ফেলিয়াছ, এবং যাহাকে

নিদ্রিত দেখিয়াছ, দূরদর্শী শকুনির মত তাহারই উপরে গিয়া উড়িয়া পড়িয়াছ, তোমার এই সমস্ত আশা ও উদ্যমেরও শেষ পরিণাম নিম্‌। এই হাস্য ও রসোল্লাসের অবসান নিম্‌, এই অজস্রবাহিনী আমোদ-লহরীরও অন্তিমগতি নিম্‌। ঐ যে ঘটক, পাঠক, স্তাবক ও গুণগায়ক প্রভৃতি নায়কপুরুষেরা তোমার চারিদিকে বসিয়া, কিবা দিনে কিবা রাত্রিতে, তোমার দীর্ঘায়ত কর্ণে স্তুতির মধু ঢালিতেছে, ইহারও পরিণাম নিম্‌। আর ঐ যে, অসংখ্য অনুগ্রহপ্রার্থীর 'ভীত ভীত' চক্ষু একবার চকোরের মত তোমার দিকে আকৃষ্ট এবং আর বার যেন কি ভাবে, অথবা যেন কি ভয়ে আধো সংকুচিত হইয়া তোমার হৃদয়কে সৌভাগ্যগর্ব্বে উৎফুল্ল করিতেছে, ইহারও পরিণাম নিম্‌। সম্পদের ছায়া-পালিত পেচক এই নিমিত্তই মনুষ্যকে নিম্ নিম্ বলিয়া সাবধান করে, এবং তত্ত্বদর্শিনী কল্পনাও বোধ হয় এই কথাই বুঝাইতে চাহে বলিয়া পেচককে এত আদর করে। কিন্তু মনুষ্য সাবধান হয় কৈ? রাবণের সোনার লঙ্কা এইক্ষণ শ্মশান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে,—কুরুপাণ্ডবের হস্তিনা ও ইন্দ্রপ্রস্থ, মোগলের ময়ূরসিংহাসন, মহারাষ্ট্রীর ভুবনদণ্ড ও জয়বৈজয়ন্তী এবং সিরাজউদ্দৌলা, মীরজাফর ও রাজবল্লভ প্রভৃতি খদ্যোতচয়ের বিহারভূমি শ্মশানানলে দগ্ধ হইয়া নিম্বে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্য এ সকল প্রত্যক্ষ দেখিয়াও জ্ঞান লাভ করে কৈ?

হা সংসারের সুখসম্পদৃণ যদি ইহাই তোমাদের পদারবিন্দ সেবার পরিণাম ফল,—তোমরা যেখানে গিয়া অধিষ্ঠান কর, সে স্থানই যদি কালে ফল ফুল ও তৃণ লতাদি পর্য্যন্ত লইয়া অঙ্গার হইয়া যায়,—তোমরা যাহার প্রতি বাহিরে করুণা দেখাও, তাহারই সর্ব্বনাশ দেখিতে যদি তোমাদের প্রীতি জন্মে, অথবা যাহাকে ভালবাসিয়া বাড়াও, তাহারই মাথায় বজ্রের আঘাত করিয়া যদি সুখী হও, তবে কেন মনুষ্য তোমাদের মায়ামোহে মুগ্ধ হইয়া তোমাদের জন্য একে আর কলায়, একে আর ঘটায়,—পতঙ্গের ন্যায় আগুনে ঝাঁপ দেয়, এবং কীট পতঙ্গ ও পশুপক্ষী যাহা করিতে লজ্জা পায়, কিংবা সন্তপ্ত ও সঙ্কুচিত হয়, তাদৃশ নৃশংস কিংবা নীচ কার্য্যও অম্লানবদনে ও আনন্দিতমনে সম্পাদন করে ?

যাঁহারা গৃহলক্ষ্মী বলিয়া জগতে পূজা পাইয়া থাকেন, —লোকে পুষ্পচন্দনে ও পাদ্য অর্ঘ্যে পূজা না করিয়া, আলতা, আতর এবং আভরণাদি দ্বারা যাঁহাদিগের পূজা করে, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকেই অনেক সময়ে পেচকানুরক্ত ও পেচকারূঢ় দৃষ্ট হন। ইহাও কি সুখসম্পদবিলাসেরই অনুসরণে ? না আর কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অনন্যসাধারণ বিশেষ গুণের অলক্ষিত আকর্ষণে ?

ব্যুৎপত্তিবাদ।

(নূতন অভিধান।)

ইদানীং এদেশে প্রতিদিনই এত নূতনগ্রন্থেব প্রচার হইতেছে যে,কেহ গণিযাও তাহাব শেষ কবিতে পাবে না। আমবা আগে নূতন বাঙ্গালা গ্রন্থেব বিজ্ঞাপন হইতে উপসংহাব পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত পডিতেও সময পাইতাম। এইক্ষণ মুখপত্র অর্থাৎ মলাটে যাহা লেখা থাকে,তন্মাত্র পাঠই কঠিন হইযা উঠিয়াছে। কাবণ,মুদ্রাযন্ত্রেব আর বিশ্রাম নাই। মুদ্রণ-শাসনী ড্যামোক্লিসেব তববারিব ন্যায অতিসূক্ষ্মসূত্রে বিলম্বিত হইযা মাথাব উপবে ঝুলিতেছে, তথাপি মুদ্রণ-প্রক্রিয়া অথবা গ্রন্থোদ্ভাবেব বিবাম নাই। বলিতে কি, বাঙ্গালাভাষা, স্তূপীকৃত গ্রন্থেব ভাবে "কনক-বজত-কাংসপিত্তলাদি-নির্ম্মিত-গুরুভারযুক্ত-বহুবিধভূষণাক্রান্তা পথশ্রান্তা পদক্রমশ্রান্তা পরিশ্রমক্লান্তা" * তৈলিককান্তাব ন্যায,অথবা শূন্যকলস-পূর্ণা কুম্ভকাবতরণীব ন্যায নিযত দক্ষিণে

---

* যাঁহারা বাঙ্গারাম বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যের বাঙ্গালা পড়িয়া পরিপাক করিতে পারিযাছেন, ভরসা করি তাঁহারা এইরূপ ঘনঘটায়মান দীর্ঘসমাসে ও ছলছলায়মান উচ্ছল অনুপ্রাসে কখনও দুঃখিত হইবেন না।

ও বামে ঢুলিতেছেন, কোন্ সময়ে ভাঙিয়া পড়েন, কিংবা ডুবিয়া যান, তাহা অনুমানের দ্বারা অবধারণ করা কঠিন। এদেশে যত না লোক, ভরসা হইতেছে কালবশে গ্রন্থকারের সংখ্যা তাহা অপেক্ষাও অধিক হইয়া পড়িবে। কেন না, যাঁহারা লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাঁহারা গ্রন্থকার, যাঁহারা শিখিবেন বলিয়া উদ্যোগে আছেন, তাঁহারা গ্রন্থকার; এবং যাঁহারা কখনও কিছু শিখেন নাই, কখনও কিছু শিখিবেন না, অথবা শিক্ষার ঘ্রাণমাত্র গ্রহণেও অধিকারী হইবেন না, তাঁহারাও গ্রন্থকার। * কৃষক লাঙ্গল ছাড়িয়া কলম ধরিয়াছে। না তাহার ক্ষেত্রে শস্য ফলে, না তাহার কলমের কারুকরিতে দানশীল পাঠকের হৃদয় গলে। কিন্তু, তথাপি তাহার গ্রন্থরচনায় বিরতি নাই। দুধের শিশু, মায়ের কোল ছাড়িয়াই, মহীরাবণের পুত্র অহিরাবণের মত, গ্রন্থরচনারূপ মল্লযুদ্ধে ব্যাপৃত। যাহার কণ্ঠস্বরে বর্ণমালার একটি বর্ণও পরিস্ফুট উচ্চারিত হয় না, এবং যাহার স্কন্ধদেশ এখনও ভারবহনের সাক্ষ্য দান করে, সেও 'বেওয়ারিশী বাঙ্গালাভাষার' বর্ত্তমান বিড়ম্বনার সময়ে দুখানি গ্রন্থ লিখিয়া দেশে বিখ্যাত হইবার জন্য লালায়িত। ফলতঃ, বঙ্গে ইদানীং গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

* আমরা এস্থলে গ্রন্থকর্ত্রীদিগের উল্লেখ করি নাই, কারণ দুর্মুখেরা এইরূপ বলিয়া থাকে যে, অল্প কএকটি বিনা তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকেই অংশতঃ কিংবা অভেদসম্বন্ধে 'গ্রন্থকার'।

উভযেবই সংখ্যা গণনার অতীত। কিন্তু ইহা নিবতিশয় দুঃখের বিষয় যে, গ্রন্থব্যবসায়ের এইরূপ বাহুল্যসত্ত্বেও কোন মহাত্মাই একখানি ভাল অভিধান প্রণয়ন কবিয়া গ্রন্থবচনাব সুগমতা সাধন কবিতেছেন না। দিন দিন নূতন নূতন নানাবিধ শব্দেব সৃষ্টি হইতেছে, পুবাতন শব্দ নূতন অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, নানা ভাষাব শব্দ বাঙ্গালা ভাষায প্রবেশ লাভ কবিতেছে, কিন্তু উৎকৃষ্ট একখানি অভিধানেব অভাবে শিক্ষার্থীদিগের ব্যুৎপত্তিলাভ ও ভাবপবিগ্রহ হইতেছে না।

আমবা এই অভাবটি দূব কবিবাব অভিলাষে,আমাদিগেব অভিন্নহৃদয়সুহৃৎ অদ্বিতীয়শাব্দিক (?) শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ সবস্বতীকে বিশেষ আগ্রহসহকাবে অনুবোধ কবিয়াছিলাম। তিনি, শুধু অনুবোধবক্ষার্থ,ব্যুৎপত্তিবাদ নামক একখানি অভিনব অভিধান সংকলন করিয়া, সাহিত্যসমাজেব দৃষ্টিব জন্য আমাদিগেব নিকট তাহাব কিযদংশ পাঠাইযা দিয়াছিলেন। সম্প্রতি উহা হইতে কএকটি শব্দ, অর্থ ও তাৎপর্য্যবিবৃতিব সহিত, নিম্নে প্রকাশিত হইল। যদি বঙ্গভাষানুবাগী বিজ্ঞপাঠকবর্গেব ভাল বোধ হয়, তাহা হইলে আমবা সরস্বতী মহাশয়কে সমস্ত অভিধানখানিই ক্রমে ক্রমে প্রকাশ কবিতে বলিব।

অভিধানেব আদর্শ।

নাটক।—নট নর্ত্তনে, হিংসায়াঞ্চ। প্রেবণে ণিচ্। নাটয়তি—চিত্তং ভ্রাময়তি ;—বৃদ্ধান, তরুণান্,বালকাংশ্চ

প্রমত্তবৎ নর্ত্তয়তি ;—যদ্বা পঠনপাঠনাদিকং ছাত্রধর্ম্মং, লজ্জানম্রতাদিকং কৌমারগুণং, পূতাচারপ্রমুখং শূরসেব্য-সদ্ভাবসমূহঞ্চ হিনস্তীতি নাটকং। হিংসার্থে চৌরাদি-কোঽয়ং ধাতুঃ।

তাৎপর্য্য—যাহাতে চিত্তকে নাটিত করে অর্থাৎ ঘুবায় ; বৃদ্ধ, যুবা ও বালককে পাগলের মত নাচায় ,—অথবা, পঠনপাঠনাদি ছাত্রধর্ম্ম, লজ্জা ও নম্রতাদি কৌ-মার গুণ, এবং পবিত্র আচার প্রভৃতি সজ্জনসেবনীয সদ্ভাবসমূহকে হনন করে, তাহার নাম নাটক। ইহা হিংসার্থে চৌরাদিগণীয।

এই ধাতু হইতে সংস্কৃত নট, নটী এবং বাঙ্গালা না-টাই, নটুয়া ও নাটিম প্রভৃতি বহু শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতবর মোক্ষমূলব বলেন, ইংবেজী ন্বট ও ন্বটী * শব্দও এই ধাতুজাত। আধুনিকেবা বলেন, নাটক শব্দ সংস্কৃতমূলক নহে। ইহা এইক্ষণকার বাঙ্গালা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাব অর্থ না টক, অর্থাৎ না টক,না মিষ্ট। সংস্কৃত ও ইংবেজী প্রভৃতি ভাষায় লিখিত কতকগুলি নাটক এই সংজ্ঞার বিষয় নহে। বাঙ্গালার প্রায় সকল নাটকই ' না—টক ' অর্থাৎ এই অর্থের অন্ত-র্ভুক্ত। যেহেতু পাঁচির মার কোন্দলের কথা অবধি পঞ্চা-য়েত নির্ব্বাচন, পটোলের বাণিজ্য, পাচড়াব চিকিৎসা ও

* Naught *i.e.* 'bad, worthless, of no value or account'—Naughty *i. e.* corrupt,

পাদুকা বিক্রয়ের কথা পর্য্যন্ত, যে কোন বিষয় যে কোন-রূপ কথোপকথনচ্ছলে লিখিত হউক, তাহাই বাঙ্গালায় নাটক বলিয়া গৃহীত ও পঠিত হইয়া থাকে, এবং তাহাতে যদি রাজার কথা, রাণীর কথা, অশ্বারোহী সৈনিকের কথা এবং প্রণয়ের কথা থাকে,তাহা হইলে সেই 'নাটক' অভিজ্ঞানশকুন্তলকেও আঁধারে ফেলে।

বক্তা—বক অপভাষণে, প্রলাপকথনে চ। কর্ত্তা অর্থে তৃচ্ প্রত্যয়।

বকাবকি,বকুয়া,বকনি প্রভৃতি বহু শব্দ এই ধাতুমূলক। অন্ত্য ককারের স্থানে খকার আদেশ করিলে,বখা ও বখা-টিয়া প্রভৃতি শব্দও এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হয়। শব্দদীধি-তিকার বলেন,বহ সহ এই দুই ধাতুর অকার স্থানে ওকার আদেশ করিয়া যেমন বোঢা ও সোঢা এই দুই পদ সিদ্ধ হয়, সেইরূপ বক ধাতুর অকারস্থানে-ওকার করিয়া বোকা হয়। কেন না,যাঁহারা বক্তৃতার নামে বাহুদ্বয়ের আস্ফালন মাত্র প্রদর্শন করেন,—মুখে 'যাহা কিছু' আইসে তাহাই কোন-রূপ একটা বিকটস্বরে বলিয়া ফেলেন, এবং ব্যাকরণ, অলঙ্কার, সাহিত্য,ইতিহাস ও ন্যায় বিজ্ঞানাদি সকল শা-স্ত্রেরই মুণ্ড চর্ব্বণ করিয়া আপনার ভাবে আপনি হাবুডুবু খান, তাঁহাদিগকে অনেকেই বোকা বলিয়া ভালবাসে। কোন কোন প্রাচীন বৈয়াকরণের মতে বর্করাদি কতিপয় শব্দও এই ধাতু হইতে নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু শিষ্টপ্রয়োগবিরহে ইহা স্বীকার করা যায় না।

স্ত্রী—স্তু স্তবনে, কর্ম্মণি ড্রট্। টিন্বাদীপ্ ।* অর্থ,—স্তবনীয়া।——গুরু, জ্ঞানদাতা কিংবা ইষ্টদেবতার ন্যায় সতত ভক্তির ভাবে পূজনীয়া।

শব্দটির এই অর্থ নিবন্ধনই অধুনাতন মহানুভবগণ, জীবনের আশা উত্তম, হর্ষ বিষাদ, ধর্ম্ম কর্ম্ম, ধ্যান জ্ঞান, এবং লেখা পড়া প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয়ই স্ত্রীর নবনীতনিন্দিপদারবিন্দে কুসুমাঞ্জলির ন্যায় সমর্পণ করিয়া, নিয়ত দাসের ন্যায় তাঁহার সেবা করেন, গৃহ-পোষ্য মেষের ন্যায় তাঁহার মুখপ্রেক্ষী হইয়া রহেন, অথবা তদ্গতচিত্ত সাধকের ন্যায় তদীয় স্মিতাধরশোভি সুখ-মধুর মৃদুহাস্যকেই জীবনসর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া তাঁহার স্তুতিপাঠকেই জীবনের ব্রত করিয়া লন। এই স্তুতি কোথাও গীত, কোথাও গ্রন্থবদ্ধ প্রলাপ এবং ইউরোপ-খণ্ডের কোন কোন দেশে ও প্রদেশে স্তবনীয়ার বাতায়নদ্বারে বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের সমবেত আলাপ। *

কুলাচারপরায়ণ তান্ত্রিকেরা এবং প্রত্যক্ষবাদপ্রচারক অগস্ত্য কোমৃত প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা যে স্ত্রীর উপাসনাতেই সর্ব্বার্থসিদ্ধির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহারও ইহাই নিদান,—অপিচ বর্ত্তমান সময়ের অনেক বিচক্ষণ লেখক, যুগধর্ম্মের উপদেশ দিবার নিমিত্ত, পুরু-

* Serenade,—music performed by a gentleman under a lady's window at night.

কের আরম্ভে,যেন পরিহাসচ্ছলে, সর্ব্বাগ্রে যে স্ত্রীর বন্দনা লিখিয়া থাকেন, বোধ হয়, স্ত্রী শব্দের উল্লিখিতরূপ অর্থ-প্রতীতিই তাহার মূল।

বিতর্ক।—পাণিনির অন্যতম প্রধানশিষ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীমান্ উজ্জ্বল দত্ত তদ্বিরচিত উণাদিবৃত্তি নামক সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণ গ্রন্থে স্ত্রী শব্দের ব্যুৎপত্তি সাধনে অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছেন। তৎপ্রদর্শিত প্রণালী শাস্ত্রসঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত কি না, এস্থলে তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। তিনি শাকটায়নের উণাদিসূত্র হইতে সূত্র উদ্ধৃত করিয়া বৃত্তিদ্বারা তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা,—

স্ত্যায়তে ড্রট্। ১৬৫।

স্ত্যৈ শব্দ-সজ্ঞাতয়োঃ। অস্মাৎ ড্রট্। ডিত্ত্বাৎ টিলোপঃ, টিত্ত্বাৎ ঙীপ্।—স্ত্রী।

উজ্জ্বল দত্তের মতে স্ত্যৈ ধাতুর দুইটি অর্থ। এক অর্থ শব্দ, আর এক অর্থ সজ্ঞাত। বাঙ্গালা পাঠকের মধ্যে অনেকেই হয় ত সজ্ঞাত শব্দের শ্রুতি মাত্র, কোনরূপ সাজ্ঞাতিক ভাবের কল্পনা করিয়া, ভয়ে জড় সড় হইতে পারেন। কিন্তু সজ্ঞাত শব্দেরও এ স্থলে দুইটি বিশেষ অর্থ আছে, এবং সেই উভয় অর্থই হৃদয়িদিগের হৃদয়হারী। সজ্ঞাত শব্দের এক অর্থ শ্লোক রচনা করা, আর এক অর্থ শ্লোকের বিষয়ীভূত হওয়া। বৈয়াকরণদিগের অগ্রগণ্য ভারতবিখ্যাত ভট্টোজিদীক্ষিতও স্বপ্রণীত-

সিদ্ধান্তকৌমুদী নামক পুস্তকে এই অর্থই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। *

সুতরাং এই সারোদ্ধার হইতেছে যে, যিনি একটুকু বেশী শব্দ করিতে পারেন, অর্থাৎ যাঁহার জিহ্বা আর দশজনের জিহ্বা হইতে একটুকু বেশী চলে, তিনিই শাস্ত্রার্থসম্মতা সুলক্ষণাক্রান্তা স্ত্রী। অথবা, যিনি অন্যদীয় শব্দ কিংবা শ্লোকের বিষয়ীভূত হইয়া সংসারে প্রকীর্ত্তিত হন, ব্যাকরণের বিধানমতে তিনিও স্ত্রী।

এই শেষোক্ত অর্থের সহিত ব্যুৎপত্তিবাদের বিবাদ নাই। ব্যুৎপত্তিবাদ যাঁহাকে স্তবনীয়া বলিয়া সম্মান করিয়াছে, তিনিই উজ্জ্বল দত্তের গ্রন্থে এবং সিদ্ধান্তকৌমুদীতে শ্লোকের বিষয়ীভূত বলিয়া সম্মানিত হইয়াছেন। অতএব হোমারের হেলেনা, ব্যাসের দ্রৌপদী, কালিদাসের শকুন্তলা, শ্রীহর্ষের রত্নাবলী, ইঁহারা সকলেই উৎকৃষ্টলক্ষণযুক্তা স্ত্রী। আর, যাঁহারা এইরূপ

---

* শ্লোক সঙ্ঘাতে। সঙ্ঘাতো গ্রন্থঃ। সচেহ গ্রথ্যমানস্য ব্যাপারো গ্রন্থিতুর্বা। আদ্যে অকর্ম্মকো দ্বিতীয়ে সকর্ম্মকঃ। ইতি তত্ত্ববোধিনী-টীকালঙ্কৃত-সিদ্ধান্তকৌমুদ্যাম্।

সঙ্ঘাত শব্দের দ্বিতীয় অর্থানুসারে অর্থাৎ গ্রন্থরচনা কিংবা শ্লোকরচনা অর্থে, গ্রন্থকর্ত্রীরাও গণনীয়া স্ত্রী। কিন্তু, অন্যে যাঁহাদিগের গুণ গান করে, তাহারা বড়, না যাঁহারা আপনার গুণ আপনারা গাইয়া থাকেন, তাঁহারাই বড়, ইহা বিচার্য্য। গ্রন্থপ্রণয়ন অথবা শ্লোকরচনাও যে স্ত্রীত্বের একটি লক্ষণ, তাহা ধাত্বর্থে থাকিলেও প্রাচীনকালের বৈযাকরণদিগের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হওয়া অনুমিত হয় না।

লক্ষ শ্লোকে কীর্ত্তিত হইবাব যোগ্য নহেন,—যাঁহাদিগের বেণীবন্ধন অথবা বেণীমোচনেব কথা লইয়া বেণী-সংহাঁব নাটক হয না,—যাঁহাদিগেব আঙুলেব একটি আভরণের প্রসঙ্গে অভিজ্ঞানশকুন্তলেব মত অলৌকিক পদার্থ কবিকল্পনাব চবম সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়া মনুষ্য-হৃদযকে বিস্ময়বসে আপ্লুত করে না, তাঁহাবাও কোন না কোন কমনীযগুণে কোন না কোন মনুষ্যেব স্তুতিব বিষ-য়ীভূত হইতে পারিলে, অবশ্যই—স্ত্রী। আমরা এই জন্যই বলিযাছি যে, ব্যুৎপত্তিবাদেব সহিত পুবাতন ব্যাকবণেব এ অংশে অনৈক্য নাই। অপিতু, যাঁহাদিগকে জীবজগতে কেহই স্তুতি করিল না, অথচ যাঁহাদিগেব রুক্ষ মূর্ত্তি, তিক্ত দৃষ্টি এবং ততোধিক্-তিক্ত মুখের কথা মনুষ্যকে হাডে মাংসে পোড়াইযা দগ্ধ কবিল, তাঁহাবা অন্যান্য লক্ষণে অবলা হইলেও ব্যাকবণ অনুসাবে স্ত্রীপদ-বাচ্যা কি না, তাহা ঘোবতব সংশযের বিষয।

ব্যুৎপত্তিবাদের বিবাদ উজ্জ্বল দন্তেব প্রথম অর্থ লইযা। ফলতঃ, শব্দ কবাই যদি স্ত্রীত্ব-লক্ষণা বৃত্তি হয, তাহা হইলে লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি উভয দোষেই উপেক্ষাব বিষযীভূত হয, এবং কথাটা যাবপব-নাই শ্রুতিকটু ও প্রকৃততত্ত্বেব বিরুদ্ধ হইযা পড়ে। এই সংসাবে ঢাক ঢোল, ভেবী তুবী, খোল ও মৃদঙ্গ এবং বীণা বেণু, সারঙ্গ, শবদ, সাবিন্দা ও ববাব প্রভৃতি কত বস্তুই ত শব্দগুণে সুপরিচিত। কিন্তু এই সকল বস্তুব

প্রতি দৃষ্টি না করিয়া বৈয়াকরণেরা কি হেতু, শুধু কুল-স্ত্রীতেই শব্দধর্ম্মের আরোপণ করিলেন, তাহা মনুষ্য-বুদ্ধির অগম্য। আকাশের বজ্র যেরূপ লোক-ভয়ঙ্কর কড-মড় শব্দে জীব জন্তুকে চমকিত করিতে পারে, পৃথিবীর কয়টি স্ত্রীলোক তদনুরূপ শব্দ করিতে সমর্থ? তথাপি শুধু স্ত্রীই শব্দকারিণী বলিয়া ব্যাকরণ শাস্ত্রে সূত্রবদ্ধ হইলেন কেন? জড়জগতে যেমন বিবিধ বাদ্য যন্ত্র ও বজ্রাদি বিকট পদার্থ, জীবজগতেও সেইরূপ কাক, কোকিল, ভেক এবং ভ্রমর প্রভৃতি জীবনিচয়। ইহারাও সংসারে শুধু শব্দগুণেই সুবিখ্যাত। কেন না, কবিরা ইহাদিগের কথা লইয়া কখনও বিলাপ করিয়াছেন, কখনও অশ্রুজলে আপ্লুত হইয়াছেন, এবং প্রাকৃতবিজ্ঞানের সমালোচকেরাও ইহাদিগের খবর লইয়াছেন। যদি উজ্জ্বলদত্তের লক্ষণের উপরই নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাদিগকে কি বলিয়া নির্দ্দেশ করিব?

পক্ষান্তরে, অবলার মধ্যে যাঁহারা মৃদুহাসিনী, মৃদু-ভাষিণী,—যাঁহারা ঘুমন্ত জ্যোৎস্নার মত স্বপ্নবিলাসিনী, যাঁহাদিগের মনের কথা মনেই থাকে, কখনও কোন কারণে মুখে ফোটে না,—যাঁহারা কিবা মানে, কিবা প্রীতি, স্নেহ ও মমতার বিবিধ দানে, কিবা কলহে, কিবা বিরহে অত্যধিক শব্দ করিয়া সুষুপ্ত ব্যক্তিদিগের নিদ্রা ভঙ্গ করিতে ভালবাসেন না,—যাঁহারা কবিকল্পনায় গজেন্দ্রগামিনী বলিয়া কল্পিত হইলেও ছায়ার ন্যায়

নিঃশব্দচলনা, এবং যাঁহারা কেয়ূর বলয় কিঙ্কিণি কঙ্কণাদি বিবিধ মুখর ভূষণে বিভূষিতা হইলেও, পুষ্প-স্তবকাবনম্রা প্রফুল্লব্রততীর ন্যায় ঝনৎকারহীনা, তাঁহাদিগকে কি বলিয়া স্ত্রীত্বনির্দ্দেশের বাহিরে রাখিব? তাঁহারা শব্দ একটুকু কম করেন এবং কোলাহলের হলহলায় ও কলকলায় বড় ভয় পাইয়া থাকেন, শুধু এই অপরাধেই কি তাঁহারা স্ত্রীজাতির মধ্যে অগ্রগণ্যার আসন পাইতে অযোগ্যা হইবেন? এইরূপ ছায়াময়ী ললনা আধুনিক ব্যুৎপত্তিবাদেরই কল্পনা নহে। প্রাচীন শাস্ত্রাদিতেও ইঁহাদিগের বহুবিধ বর্ণনা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তথাহি সাহিত্যদর্পণে,—

* * *

"নোদ্দামং হসতি ক্ষণাৎ কলয়তে হ্রীযন্ত্রণাং কামপি।
কিঞ্চিদ্ভাবগভীর-বক্রিম-লব-স্পৃষ্টং মনাগ্‌ভাষতে।"

অর্থাৎ তাঁহার পুষ্পিত হাসি কখনও শব্দে পর্য্যবসিত হয় না। তিনি সকল সময়েই লজ্জায় একবারে জড়সড় রহেন। তিনি কখনও অধিক কথা বলেন না। যদি কখনও কিছু বলেন, তাহা অল্পাক্ষরগ্রথিত, মৃদুশব্দিত, গভীরভাবযুক্ত এবং সুমধুরশ্লেষ-কণিকাসিক্ত।

অতএব এইক্ষণ এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, উজ্জ্বল দত্তের উদ্ধৃত সূত্র এবং তদীয় বৃত্তি অসত্য, অমূলক এবং উপেক্ষার যোগ্য। কারণ, যদি এইরূপ মৃদুমধুর অব্যক্ত গুঞ্জনকেও ব্যাকরণের অনুরোধে কাক ও ভেকের

শ্রুতিপীড়ক ধ্বনির মত, 'শব্দ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে সংজ্ঞাশাস্ত্রের আর সম্মান থাকে না।

ডাক্তর—ডক ছেদনে, ভেদনে, ক্রন্তনে, বিলুণ্ঠনে চ। তবণ্ প্রত্যয়ঃ। ণকার ইৎ বলিয়া উপধার অকার স্থানে আকার।

ডাক, ডাকাডাকি, ডাকাতি, ডাকাবুকা, ডাকিনী প্রভৃতি শব্দও ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয় যোগে এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ডাক্তরি, ডাকাতি ও ডাকিনী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অর্থের ভিন্ন ভিন্ন শব্দকে একই ধাতু হইতে উৎপন্ন দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইতে পারেন। কিন্তু ব্যাকরণশাস্ত্র কাহারও মুখপ্রেক্ষী নহে। বিশেষতঃ, যাঁহারা জানেন যে, Passion ও Patience এই দুইটি শব্দও এক ধাতুমূলক, এবং পাণ্ডিত্যবাচী 'পণ্ডা' শব্দ ও নিষ্ফলবাচী 'পণ্ড' শব্দও একই পণ্ড ধাতুর বিভিন্ন পদ, তাঁহারা ইহাতে কখনও বিস্ময় প্রকাশ করিবেন না।

সভ্য।—সভ সৌখ্যে,—শ্লাঘায়াং—সংবরণে,—সজ্জর্ষে চ। কর্ত্তরি যৎ। *

সভ ধাতুর চারিটি অর্থ। সৌখ্য, শ্লাঘা, সংবরণ ও সজ্জর্ষ। সৌখ্য শব্দের প্রচলিত অর্থ সুখ; এখানকার অর্থ সুখ ও স্বার্থের অনুসরণ। শ্লাঘার অর্থ আত্মগৌরব খ্যাপন। সংবরণের অর্থ আত্মগোপন এবং সজ্জ-

* সৌখ্যমিহ সুখ-স্বার্থান্বেষণং—সংবরণমাত্মগোপনং,—"সংজ্জর্ষঃ পরাভিভবেচ্ছাঃ,—ধাত্বর্থেনোপসংগ্রহাদকর্ম্মকঃ।"

র্থের অর্থ পরাভিভব-বাসনা অর্থাৎ পর-পীড়ন ও পরের উচ্ছেদ-সাধন দ্বারা আত্মপ্রভুত্বস্থাপন। এই চারিটি অর্থের অভ্যন্তরেই উপাস্য বিগ্রহ—'অহম্'। সুতরাং যিনি সভ্য, তিনি স্বভাব ও শিক্ষার প্রভাবে সকল সময়েই আত্ম-সুখপরায়ণ, আত্মস্তবী, আত্মগুণাভিমানী, আত্ম-গৌরব-খ্যাপক, আপনাতে আপনি সংবৃত এবং আপনার অক্ষুণ্ণ আধিপত্য লইয়া ব্যতিব্যস্ত। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সুন্দর ও কুৎসিত, সূক্ষ্ম ও স্থূল এবং দ্রব ও ঘন প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ আত্মসাৎ করিতে পারিলেও তাঁহার আত্মার তৃপ্তি হইতে পারে না। যাহারা অসভ্য, তাহারা কখনও সুখ ও স্বার্থের অনুসরণ করে না, এমন নহে। সুখ-স্বার্থের অনুসরণ জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কীট ও পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া কুলাচলবাসী ধ্যানরত ঋষি পর্য্যন্ত সকলেরই জীবন সুখ ও স্বার্থের অনুসরণে। কারণ, মনুষ্য যখন ফুলের হাসি, ফলিত তরুর বিনম্র কান্তি অথবা ফুল্লচন্দ্রমার জ্যোৎস্নারাশি দর্শনের জন্য উৎসুক হয়, তখনও সে সুখ-স্বার্থের অনুসরণ করে, এবং যখন সে পরার্থী প্রীতির প্রবল তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া, পরের জন্য আপনার প্রাণটা ঢালিয়া দিতে প্রস্তুত হয়, তখন তাহার প্রাণে পরকীয় সুখেই এক অনির্ব্বচনীয় গভীর সুখানুভূতি হইয়া থাকে। সুতরাং সুখ-স্বার্থের অনুসরণ জীবের অপরিহার্য্য। সভ্যতার সহিত সুখ-স্বার্থের বিশেষ সম্বন্ধ এই যে, যিনি সভ্য তিনি পরের সুখ ও পরের

স্বার্থ চিন্তা করিবার জন্য কখনও সময় পান না'। তিনি সভ্যতার সূক্ষ্ম-সূত্রিত সহস্র নিয়মে সকল অবস্থাতেই এরূপ জড়িত রহিতে বাধ্য হন যে, আপনার বিনা পরের ভাবনা ভাবিতে কখনও তাহার সুযোগ ঘটে না।

সভ্যতার দ্বিতীয় লক্ষণ শ্লাঘা অথবা স্বগুণ-কীর্ত্তন। যিনি সভ্য, তিনি অবশ্যই আপনার গুণ আপনি কীর্ত্তন করিবেন। ইহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইলেও তাঁহার পক্ষে দূষ্য নহে। কেন না, তিনি সভ্য। তাঁহার বাম হস্ত দানার্থ কিছু স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই, তাঁহার দক্ষিণ হস্ত সংবাদপত্রের শত সহস্র জিহ্বাযোগে সংসারে তাহা বিঘোষিত করিবে। তিনি অতি নিভৃত স্থলে বসিয়া-নিরাকার তত্ত্বের ধ্যান করিলে, সেই ধ্যানের কথা, ধ্যান-ধারণার পরিসমাপ্তির পূর্ব্বেই, নানাবিধ বিজ্ঞাপনের ঢক্কায়, নিখিল জগতে নিনাদিত হইবে। পরন্তু, তাঁহার হৃদয়ে পরোপকার বিষয়ে যে সকল অস্ফুট প্রবৃত্তি আছে, সেগুলি স্ফুটনোন্মুখ হওয়ার পূর্ব্বেই, সংসারে শত প্রকারে তত্তাবতের সমালোচনা হইতে রহিবে এবং সাংসারিক অসভ্যেরা কেন কৃতজ্ঞতার বোঝা মাথায় বহিয়া, তাঁহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয় নাই, তদর্থ তাঁহার আশ্রিত জনেরা বিলাপের গীত গাইবে। ইহারই নাম সভ্যতার নিত্যসঙ্গিনী শ্লাঘা। সুসভ্য ব্যক্তিরা যে বিষয়ে যে কোন কথা কহিবেন, তাহাই তথাবিধ শ্লাঘায় পরিপূর্ণ থাকা সর্ব্বতোভাবেই আবশ্যক।

ধাত্বর্থের ক্রমানুসারে সভ্যতার তৃতীয় লক্ষণ সংবরণ অথবা আত্মগোপন। অর্থাৎ যিনি সভ্য, তিনি 'হাঁ' বলিলে তাহার অর্থ—'না' এবং তিনি 'না' বলিলে তাহার অর্থ 'হাঁ' ; তিনি পূর্ব্ব বলিলে তাহার অর্থ পশ্চিম, তিনি পশ্চিম বলিলে তাহার অর্থ পূর্ব্ব। তিনি এই হেতু, হৃদযের আগ্নেযগিরি মৃদুহাসির মোহন আচ্ছাদনে ঢাকিয়া রাখিয়া, পরমশত্রুকেও প্রিয়মুখে সম্ভাষণ করিবেন ;—যেখানে ঘৃণা, সেখানে প্রীতি দেখাইবেন ;—যেখানে বিদ্বেষ,সেখানে সহানুভূতির নামে অশ্রুবিসর্জ্জন করিবেন, এবং তিনি যাহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য ধৃতাস্ত্র হইয়াছেন, তাহার প্রতি সর্ব্বপ্রকার সম্মান সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করিয়া সভ্যতার গৌরব বাড়াইবেন।

সভ্যতার চতুর্থ লক্ষণ সজ্বর্ষ অর্থাৎ পরের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের স্পৃহা। সুতরাং ইহার অর্থ অসীম এবং ক্ষেত্র অনন্ত। কেন না, এই 'পর' কোথাও আত্মাতিরিক্ত সমস্ত ব্যক্তি, কোথাও আত্মপরিজনাতিরিক্ত সমস্ত লোক এবং কোথাও আত্মজাতির বহির্ভূত পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত জাতি। কিন্তু, যে অর্থেই যে পর হউক, পর মাত্রই সভ্যের প্রতিযোগী পদার্থ, এবং তাহার সমস্ত শক্তি সমূলে ধ্বংস করিয়া তাহাকে 'আপনার' করিয়া রাখাই সভ্যতার চরমোৎকর্ষ। সুসভ্য লোকেরা এই কারণে জগতে কাহারও নিকট মাথা নোয়াইতে পারেন না, এবং কিবা মাতা, কিবা পিতা, কিবা

জ্ঞানদাতা, কিবা ভয়ত্রাতা, ইহার কাহাকেও তাঁহারা আপনা হইতে উচ্চতর আসনে দেখিতে শাস্ত্রানুসারে সুখানুভব করেন না। যে সকল জাতি জগতে সুসভ্য বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও এই জন্যই দূরস্থ কিংবা নিকটস্থ অন্য কোন জাতির কোনরূপ সুখ শান্তি অথবা সম্পদ ও সমৃদ্ধি সহিয়া লইতে সমর্থ হয় না। তুমি যদি পাহাড়ের উপরে কিংবা সমুদ্রের তলে গিয়া আপনার সুখ ও শান্তিটুকু লইয়া লুকাইয়া থাক, তোমার প্রতিবেশী সুসভ্যজাতির সুদূরদর্শিনী দৃষ্টি সেখানেও যাইয়া বিষাক্ত সূচীর ন্যায় তোমার মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ হইবে, এবং তুমি যদি গাছের বাকল পরিয়া এবং গায়ে ভস্ম মাখিয়া সংসারের বাহির হইয়া যাও, পরাভিভববিলাসিনী পরসুখশোষিণী সভ্যতা ঐ অবস্থায়ও তোমাকে খুঁজিয়া লইবে। কেন না,—

সভ সঙ্ঘর্ষে, সঙ্ঘর্ষঃ পরাভিভবেচ্ছা।

প্রাচীন বৈয়াকরণেরা অন্য এক প্রকারে সভ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন। যথা,—

সভা—সহ ভা দীপ্তৌ, অধিকরণে ক্বিপ্। যেখানে সকলে যুটিয়া নিজ নিজ তেজস্বিতায় দীপ্যমান হন, তাহার নাম সভা, এবং সভায় যিনি সাধু অথবা নিপুণ, তিনি অন্য প্রকারে অতি নিকৃষ্ট, অতি পাপিষ্ঠ এবং যার পর নাই লোকদ্রোহী দুরাচার দুর্ব্বৃত্ত হইলেও, শাস্ত্রের বিধান অনুসারে তাঁহারই নাম সভ্য। এই অর্থে

সভায় যাঁহার যাতায়াত নাই, তিনি যদি রাজা রামচন্দ্রের ন্যায় লোক-জগতের আদর্শস্থানীয় কিংবা লোকোত্তর পুরুষ হন, তথাপি তিনি অসভ্য। কেন না, তিনি সভার * সাধু নহেন। অপিচ, যাঁহার দীপ্তি অর্থাৎ রূপের ছটা অথবা পরিচ্ছদাদির পারিপাট্য ও ঘটা নাই, তিনিও অসভ্য। কেন না, ভা ধাতুর মুখ্য অর্থ দীপ্তি। কিন্তু যখন দৃষ্ট হইতেছে যে, সভ্য শব্দ যেমন ব্যক্তিপর, তেমনই জাতিপর, তখন প্রাচীন অর্থ অপেক্ষা ব্যুৎপত্তিবাদের আধুনিক-অর্থই অধিকতর সমীচীন।

হাকিম।—হক হুঙ্কারে, তর্জ্জনে, গর্জ্জনে, ভ্রূকুঞ্চনে, লোকপীড়নেচ। ইমণ্ প্রত্যয়ঃ। ণকার ইৎ বলিয়া উপধা অকার স্থানে আকার।

যেহেতু হক ধাতু সকল অর্থেই ভয়াবহ ও পীড়াজনক, অতএব,—যাঁহার হুঙ্কার কি ঝঙ্কার নাই, তর্জ্জন গর্জ্জন দর্প কিংবা দাম্ভিকতা নাই, এবং লোকপীড়নেও অকৃত্রিম অনুরাগ নাই, তিনি বিচারক বলিয়া আসন পাইতে পারেন, কিন্তু তিনি হাকিম নহেন। যিনি ভদ্রলোককে ভ্রূকুটি দেখাইতে লজ্জা অনুভব করেন;—ভালমানুষ গোছের লোক পাইলে তাহাকে ভয় প্রদর্শন না করিয়া ছাড়িয়া দেন, এবং ভাল কথাতেও ভয়ঙ্কর ভঙ্গিযোগে

*শাস্ত্রে, সভার সাধু আর স্বভাবসিদ্ধ সাধু পরস্পর পৃথক্। যথা,—"তত্র সাধু।—সভায়া যঃ। পানিনি ৪। ৪। ৯৮—১০৫। সভা ইত্যেতস্মাৎ সাধুরিত্যেস্মিন অর্থে যঃ স্যাৎ। সভায়াং সাধুঃ সভ্যঃ।"

বক্ষ প্রদর্শনে অসমর্থ হন, তিনি বিচারক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, কিন্তু তিনি হাকিম নহেন। যিনি আত্ম-কলহের গুপ্তবহ্নি অন্তরের মধ্যে পুষিয়া রাখিয়া, প্রকাশ্যতঃ কোন না কোনরূপ ছলনায় বৈরশোধে কুণ্ঠিত রহেন,—ঊর্দ্ধস্থের পদাঘাত-বেদনা অধঃস্থের মস্তকে উদ্গিরণ করিতে চিত্তে ক্লেশ পান, এবং আপনি অতি 'মহামহিম' মূর্খ হইয়াও মহত্ত্বের বাহ্যবেশ ধারণে অক্ষমতা দেখান, তিনি বিচারক বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন; কিন্তু তিনি হাকিম নহেন। ফলতঃ, হাকিম ও বিচারক ভিন্নার্থ-বোধক শব্দ ও বিভিন্ন পদার্থ। বিচারকেরা সাধারণতঃ মনুষ্য-পূজিত ও মনুষ্যসমাজে প্রচলিত ন্যায় ও নীতির অধীন হইয়া বিচার করিতে চাহেন। মনুষ্য এইজন্য তাঁহাদিগকে মনুষ্য বলিয়াই মনে করে, এবং তাঁহারাও মনুষ্যকে মনুষ্যজ্ঞানে শ্রদ্ধা করেন ও মনুষ্যের শারীরিক সাংসারিক ও সামাজিক সুখ দুঃখ বুঝিয়া কার্য্য করিতে যত্নশীল হন। কিন্তু হাকিম সকল সময়েই হুকুমের অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত থাকেন। সেই অগ্নি যদি দয়া—ধর্ম্ম ও ন্যায়—নীতি, শিষ্টাচার ও সামাজিকতাকে সশরীরে ভস্ম করিয়া না ফেলে, তাহা হইলে কোনরূপেই হাকিম শব্দের অন্বর্থতা রক্ষা পায় না।

সাধু।—সাধ সিদ্ধৌ, ঊণাদিক উঃ প্রত্যয়ঃ।

যাঁহারা জগদারাধ্য বিশ্ববিধাতার প্রীতি এবং মনুষ্যত্বের বিকাশ-সাধনরূপ মহাসিদ্ধির জন্য, সংসারের সুখ

সম্পদ, ভোগ বৈভব, বোষ তোষ, আশা আশঙ্কা এবং শত্রুতা ও মিত্রতা প্রভৃতি সমস্ত বন্ধনী জ্ঞানযোগে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, নানারূপ কঠোব-সাধনায় জীবন উৎসর্গ কবিতেন, পূর্ব্বকালে লোকে তাঁহাদিগকেই সাধু বলিত। সাধুবা মনুষ্যমাত্রকেই আশীর্ব্বাদ কবিতেন, কাহাকেও অভিসম্পাত কবিতেন না। তাঁহাবা তত্ত্বজ্ঞানের চবম শিখবে সমাসীন হইলেও শিশুব ন্যায় সরল, কোমল ও নম্র বহিতেন, কাহাকেও আত্মগৌরবের অসহ্য উচ্চতা দেখাইয়া ক্লেশ দিতেন না। পৃথিবীব পাপী তাপী তাঁহাদিগের কাছে যাইযা প্রাণ যুড়াইত,—বোগী তাঁহাদিগেব প্রীতিশীতল পবিত্রস্পর্শে বোগ-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইত। তাদৃশ পূজার্হ সাধু এইক্ষণও একেবাবে বিরল নহে। লোকে চিনিতে পাইলেই তাঁহাদিগেব পাযে লুটাইয়া পড়ে,—তাঁহাদিগেব পদধূলি মাথায লইযা কৃতার্থ হয। কিন্তু শব্দেব অর্থ এইক্ষণ সমযেব শাসনে পবিবর্ত্তিত হইযাছে। এইক্ষণকাব প্রচলিত অর্থে,

—সাধ্নোতি স্বকার্য্যং কৌশলেন বলেন বা ইতি সাধুঃ।— যিনি বলে, ছলে, কিংবা কোন অভাবনীয় কৌশলে স্বকার্য্য সাধন কবেন, তিনি সাধু। এইহেতু, সাধু বৈবাগ্যেব নামে ভোগবিলাসের সপ্তসমুদ্র শোষণ করিযাও অতৃপ্ত পিপাসায আকুল বহেন, পৃথিবীব সর্ব্বপ্রকাবের প্রভাব ও প্রতিপত্তি তাঁহাব পদতলে না বহিলে হৃদয়ের সেই এক সাধুভাবে নযনজলে আপ্লুত হন, এবং বোধ হয তাদৃশ

সাধুভাবের প্রবলতরঙ্গে ভাসমান হইযাই মনুষ্যকে ঘৃণা করেন, মনুষ্যকে বিদ্বেষ করেন, অথবা মনুষ্যকে মর্ম্মদাহি কথা কহিয়া হাড়ে হাডে দগ্ধ করেন। পাপী এবম্ভূত সাধুর সন্নিহিত হইলেই পুণ্যদ্বেষী হইয়া উঠে,—তাপী অধিকতর সন্তপ্ত হইযা হতাশচিত্তে ফিরিযা আইসে, এবং যাহার শরীরে কোন প্রকারের রোগ নাই, সেও সাধুর অলোকসাধারণ ব্যবহারে রোগ-যন্ত্রণা অনুভব করিতে আরম্ভ করে। প্রবঞ্চনাপর বণিক্ এবং সর্ব্ব-গ্রাসী ও সর্ব্বনাশী সুদখোর শিশুমারদিগকেও এই নিমি-ত্তই ইদানীং প্রচলিত ভাষায় সাধু বলে,—আর যাঁহারা উপার্জ্জন না করিয়া ধনী হন, পরিশ্রম না করিয়া কল্পনার অতীত সমৃদ্ধি লাভ করেন, এবং ঘরে বসিয়া—পরের শ্রমে—বিনা ব্যয়ে, বিনা ক্লেশে, পুষ্পিত লতার শোভা দেখেন, ফলিত তরুর ফল-ভোগে কৃতার্থ রহেন, তাঁহা-দিগকেও লোকে সাধু বলিয়া পূজা করে।

ভক্ত।—ভজ সেবাযাং, কর্ত্তরি ক্ত।

ভক্ত শব্দও সাধুশব্দের ন্যায় পুরাতন অর্থ পরিত্যাগ করিয়া নূতন অর্থের অধীন হইয়াছে। যাঁহারা আপনা হ-ইতে শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তির ভাব-সেবায় হৃদযের সহিত অনুরক্ত, পুরাকালে তাঁহারাই ভক্ত বলিয়া জগতে পূজিত হইতেন, এবং তাঁহারা আগে সাধু সজ্জনের সেবা করিয়া পরি-শেষে ভগবানের পাদপদ্মসেবায় অধিকার লাভ করি-তেন। সুতরাং ভক্ত পরানুরক্ত, এবং যাঁহা হইতে আত্ম-

পর সকলেরই উৎপত্তি ও উন্নতি,—সুখসম্পদের নিত্য বিলাস ও চরম বিকাশ, ভক্ত সেই ভুবনময় ও ভুবন-মোহন ভগবানে স্বভাবতঃই আসক্ত। ভক্ত অভিমানশূন্য, দীনভাবাপন্ন,এবং যাহারা অতি 'দীন—হীন' তাহাদিগের প্রতিও প্রাণের অভ্যন্তরে সতত প্রসন্ন। ভক্ত পৃথিবীর সকলের কাছেই অবনত, এবং অন্যদীয় দোষ অপেক্ষা অন্যদীয় গুণের অনুসন্ধানেই সকল সময়ে ব্যাপৃত। ভক্ত অক্রুদ্ধ, অসূয়ারহিত এবং কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত। জ্যোৎস্না যেমন জীবজগতে সকলেরই সন্তাপহারিণী, ভক্তের ছায়াও সেইরূপ প্রাণিমাত্রেরই প্রাণতোষিণী। শুক, শৌনক, প্রহ্লাদ ও বিদুর প্রভৃতি মহাত্মারা এই অর্থে ভক্ত ছিলেন। তাঁহারা পরম শত্রুরও উপকার করিয়াছেন, এবং যাহারা সর্ব্বদা অকার্য্য ও অপকার করিয়া তাঁহাদিগকে ক্লেশ দিয়াছে, তাহাদিগেরও মঙ্গল চিন্তা করিতে পারিয়াছেন। ধাত্বর্থ যেমন ছিল তেমনই রহিয়াছে। কিন্তু শব্দার্থে বিচিত্র পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যাঁহারা অন্যের সেবা অথবা অন্যদীয় মহত্বাদি গুণগ্রামে অনুরক্ত না হইয়া, আপনারা আপনাদের সেবায় রত রহেন, অথবা তথাবিধ আত্মভজনারূপ মোক্ষফলের উদ্দেশে অঙ্গে ভক্তির চিহ্ন ধারণ করেন, আধুনিক অর্থে তাঁহারাই ভক্ত। 'স্বার্থে' ণঃ প্রত্যয় করিলে, ভক্ত স্থানে ভাক্ত হয় *। অতএব যে যে

* 'ভক্তাণ্ণঃ'— পাণিনি ৪। ৪। ১০০।

স্থলে অধুনাতন ভক্ত শব্দের প্রয়োগ করিতে হইবে, সেই সেই স্থলে ভাক্ত শব্দ ব্যবহার করিলে ব্যাকরণ কি অভিধান অনুসারে কোন দোষ ঘটে না,—এবং যখন ইহা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে সহস্রস্থলে প্রত্যক্ষ ও সহস্রদৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, বর্ত্তমান কালের বহুসংখ্য ভক্তই স্বার্থপ্রত্যয়যোগে ভাক্ত, তখন তাদৃশ প্রয়োগ কখনও ভাষ্যবিরুদ্ধ এবং সমাজবিজ্ঞান কিংবা অর্থবাদশাস্ত্রের অভিপ্রায় মতে নিষিদ্ধ হইবে না।

বাবু।—বর চাঞ্চল্যে, বৃথাভিমানে, পরানুকরণে,—প্রগলভতায়াং, ধৃষ্টব্যবহারে চ। ঊণাদিক ণুঃ প্রত্যয়ঃ। ণ ইৎযায়, উ থাকে, অকারের বৃদ্ধি।

যাঁহাদিগের স্বভাব চঞ্চল, অভিমান শূন্যগর্ভ অথচ গগনের সপ্তমতলস্পর্শী, চিত্ত পরানুকরণরত, চরিত্র প্রগল্‌ভ, এবং ব্যবহার যার পর নাই ধৃষ্ট, তাঁহারা বাবু। বাবু চাঞ্চল্যে ভ্রমরসদৃশ, সুতরাং সকল বিষয়েই ভ্রমরস্বভাবান্বিত। যাঁহারা অধ্যয়নে ভ্রমর, তাঁহারা অবলার মত উপন্যাসাদি রসশাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন ফুলে উড়িয়া বেড়ান, কোন ফুলেরই স্বাদগ্রহণ করেন না,—এবং সময়বিশেষে ভাববিশেষের অনুশাসনে অন্যান্য শাস্ত্রের পুরদ্বারেও উকিঝুঁকি দিয়া থাকেন, কিন্তু কোন শাস্ত্রেই প্রবিষ্ট হন না। যাঁহারা প্রণয়ে ভ্রমর, তাঁহারা নিত্য নূতন হৃদয়ের প্রণয়সুধার স্বাদলাভের জন্য যত্নশীল হন,—নিত্য নূতন প্রণয়ে অধীর হইয়া গড়াইয়া পড়েন। কিন্তু

প্রকৃতির ঝটিকাতাড়নে কোন স্থলেই প্রীতিব স্বর্গীয় ধর্ম্ম বক্ষা করিয়া প্রকৃত প্রণযেব পবিত্র সুখভোগে অধিকারী হন না। যাঁহারা আমোদের ভ্রমব, তাঁহাবা এই নশ্বব জীবনের দুর্ব্বহ ভাব উদ্‌যাপনেব জন্য প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তেই নূতন আমোদেব উদ্ভাবন কি অনুসবণ কবেন,— ব্যায়াম ছাড়িয়া বিলাসলীলা, এবং বিলাসলীলা ছাড়িয়া ব্যায়ামেব আশ্রয লন, অথবা মৎস্যের মত জলে ভাসিয়া, বিহঙ্গের মত আকাশে উড়িয়া, কল্পিত ও অকল্পিত সমস্ত প্রকার আমোদই ক্ষণকালেব তরে চাখিয়া দেখেন। কিন্তু আপনাব অভ্যন্তরীণ-রুগ্নতাহেতু কোন আমোদেই আমোদ পান না। আর যাঁহাবা চিন্তায ভ্রমর, তাঁহাবা কপিল, কণাদ, গৌতম ও গঙ্গেশ প্রভৃতিব কীর্ত্তিরাশিকে কলঙ্কে ডুবাইয়া আপনারা কীর্ত্তনীয় হইবাব জন্য সকল তত্ত্বেই শাখামৃগেব ন্যায় লাঁফ দিয়া উঠিতে চাহেন। কিন্তু তাহাদিগের অশক্ত, অশিক্ষিত ও নানাবস-পিপাসাকুলিত চিন্তাশক্তি কোন তত্ত্বেব কোন শাখাতেই বহুক্ষণ অবস্থান কবিতে সক্ষম * হয় না। বাবু অভিমানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সে আগুন যেমন তাঁহার নীরস-কঠোবা দৃষ্টি, তেমনই তাঁহাব নীরস-নিষ্ঠুব বাক্যে সকল সময়ে উছলিয়া উছলিযা পড়ে, এবং যিনি যে কোন কথা লইয়া

* ক্ষম শব্দ 'শেষ' ও 'বিশেষ' শব্দের ন্যায়। কখনও বিশেষ্য, কখনও বিশেষণ। কর্ত্তৃবাচি অচ্‌প্রত্যয়ান্ত ক্ষম বিশেষণ। অর্থ—সমর্থ। ভাববাচি ঘঞ্‌ প্রত্যয়ান্ত ক্ষম বিশেষ্য। অর্থ—সামর্থ্য, শক্তিমত্তা। সুতরাং সক্ষম ও সমর্থ এই দুই শব্দ একার্থবোধক। মান্ততা হেতু উপান্ত অকারের বৃদ্ধিনিষেধ।

যে কোন সময়ে তাঁহাব সন্নিহিত হন, তিনিই তাঁহাতে নানা রূপে দগ্ধ হইয়া অন্তর্জ্বালায ছট্ ফট্ কবেন। এই হেতু, বাবু-ছাত্র অথবা বাবু-মিত্র, বাবু-প্রতিবেশী অথবা বাবু-কুটুম্ব, ইত্যাদি সকল সম্বন্ধেই বাবু অতি দুঃসহ পদার্থ। বাবু পবদেশীয় ছন্দানুবর্ত্তনে নিগাবদিগেরও আদর্শস্থানীয। স্বজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ অস্তিত্বলোপ বিনা আর কিছুতেই তাঁহাব প্রতিভাময়ী প্রখবা বুদ্ধিব পবিতৃপ্তি হয না। বাবু প্রগল্ভতা ও ধৃষ্টতায় পৃথিবীস্থ সকলেরই প্রপিতামহ। এমন কোন কথা নাই, এমন কোন কার্য্য নাই, সৃষ্টিতে এমন কোন উচ্চ মাথা নাই, বাবুব অলৌকিক ক্ষমতা যাহা আয়ত্ত কিংবা উল্লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ। সুতবাং এই সংসাবের সকল বিষয়েই বাবু সর্ব্বজ্ঞ সার্ব্বভৌম। তিনি কখনও কোন বিষযে ভ্রম কি প্রমাদ করিতে পাবেন না। তিনি অন্যায কবিলে তাহার নামই ন্যায, এবং সূর্য্যও যদি কক্ষভ্রষ্ট হইয়া বিলোপ পায, তথাপি ঐ অন্যায ব্যবস্থাই ব্রহ্মাব বেদ।

বাজা—রাজ্ দীপ্তৌ শোভায়াঞ্চ, কর্ত্তবি অন্ ণ রাজতে ইতি বাজা।

অর্থাৎ যাঁহাদিগেব অঙ্গে স্বর্ণহাব, মুক্তাহাব ও হীরকাদিগঠিত বিবিধ বিচিত্রহাবেব দীপ্তি এবং শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত প্রভৃতি নানাবর্ণচিত্রিত বিবিধ বেশবিন্যাসের শোভা মাত্র আছে, কিন্তু আত্মায় কোনরূপ শক্তি কিংবা আধিপত্যে কোনরূপ সমৃদ্ধতার লক্ষণ নাই,

তাঁহারা রাজা। এই নিমিত্ত রাজা এই শব্দটি ইদানীং পৃথিবীর অত্যল্পসংখ্যক সঙ্কীর্ণালঙ্কৃত ও প্রকৃত গৌরবান্বিত স্থান ব্যতিরিক্ত অধিকাংশ স্থলেই রাজশক্তি হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরিচ্ছদাদিবস্তুতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে,—এবং যাত্রার রাজা ও নাটকের রাজা ইত্যাদি প্রচলিত বাক্যও এই অর্থেরই সমর্থন করিতেছে।

অথবা রনুজ প্রীতৌ, তস্মাদন্। প্রভুস্থানীয়ান্ সর্ব্বপ্রযত্নেন রঞ্জয়তীতি রাজা।

অর্থাৎ যাঁহারা রাজধর্ম্মের পরিবাদী বিবিধ প্রশংসনীয় (।) কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা প্রভুচিত্ত প্রীণন করেন এবং কিরূপে প্রভুস্থানীয়দিগের পিপাসু প্রাণ শীতল করিতে হয়, শুধু তাহাই ভাল করিয়া শিখেন ও ভালমতে জানেন, তাঁহারা রাজা বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য। পাণিনি ও শাকটায়নাদির সমসাময়িক পণ্ডিতেরা রনুজ ধাতুর মৌলিক অর্থের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেন যে, প্রজারঞ্জনই রাজার পরম ধর্ম্ম। সুতরাং যিনি স্বভাবের দোষে, শিক্ষার ত্রুটিতে কিংবা শক্তির অল্পতাহেতু প্রজারঞ্জনে অসমর্থ, তিনি তাঁহাদিগের মতে রাজা নহেন। কিন্তু এইক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, অনেক রাজারই প্রজা নাই,—প্রভু আছে। অনেকে স্বয়ং প্রজাভাবান্বিত এবং অনেকে আবার প্রজা হইতেও অধম অবস্থায় পদাতিকের ভয়ে পুরসুন্দরীর অঞ্চলান্তরালে লুক্কায়িত। তাদৃশ ব্যক্তিদিগের

প্রজারঞ্জনেব কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। এই হেতু আধুনিক ভাষ্যকাবদিগেব মতে প্রভুবঞ্জনই তাঁহাদিগেব বাজধর্ম্ম। নহিলে, বন্জ ধাতুব প্রযোগস্থল থাকিবে কোথায? কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শোভার্থ রাজ্ ধাতু এবং প্রীণনার্থক বন্জ ধাতু এই উভযই এইক্ষণকাব প্রচলিত রাজা শব্দে সমানরূপে প্রযুজ্য হইতে পারে। কাবণ, যখন বাজকুষ্মাণ্ড অর্থাৎ তবমুজ, বাজগ্রীব অর্থাৎ ফলুই মাছ, বাজতাল অর্থাৎ সুপাবিগাছ, বাজতিনিশ অর্থাৎ কাঁকুড, বাজপুত্রিকা অর্থাৎ শবালি পাখী অথবা অলাবুবিশেষ, বাজপুত্রী অর্থাৎ ছুছুন্দবী, রাজফল অর্থাৎ শশা এবং বাজমণ্ডূক অর্থাৎ বড এক বকমেব বিকট শব্দকাবী ভেক ইত্যাদি পদার্থও 'রাজ' বিশেষণে বিভূষিত হইযাছে, তখন স্পষ্টতঃই প্রতীত হইতেছে যে, শোভা ও প্রীণন উভযই বাজাব অপবিহার্য্য লক্ষণ।

পিতা—পত অধোগমনে। কর্ত্তবি আ। নিপাতনে ইকাব আগম।

পূর্ব্বতন বৈযাকবণদিগেব মতে পিতৃশব্দ বক্ষার্থক পা-ধাতু-মূলক এবং উহাব অর্থ পাতা ও রক্ষাকর্ত্তা। অধুনাতন শাব্দিকদিগেব মতে পিতৃশব্দ পত-ধাতু-মূলক, অর্থ পতনশীল পাপী। এই হেতু, ছুধেব গন্ধ দূব হয নাই, ঈদৃশ বালকও, পিতা ও পিতৃপুরুষদিগকে অধোগামী নাবকী বলিযা, তাঁহাদিগেব পাপসংসর্গ বিষবৎ পবিত্যাগ করিতে পাবে। যাহাবা পিতাকে

অদ্যাপি পাতা জ্ঞানে প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া পূজা কবে, এবং দেহ প্রাণ, জ্ঞান মান প্রভৃতি মানবজীবনেব সর্ব্বপ্রকাব সম্পদসম্বন্ধে প্রকৃত পাতা মনে করিয়া, শ্রদ্ধা ভক্তি ও স্নেহেব বিশ্রব্ধনির্ভবে অকৃত্রিমচিত্তে ভালবাসে, ব্যাকরণ ও অভিধানে তাহাদিগেব কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই।

ধন্য।—গণ্য।—"ধন—গণং লব্ধা"।—*

যিনি কোন না কোনরূপে কিছু ধন লাভ কবিযাছেন, তিনি ধন্য। যিনি ভাল মন্দ দশজন লইয়া একটা গণ যুটাইতে পাবিযাছেন, তিনি গণ্য। সুতবাং সংসাবে ধন্য আব গণ্য লোকেব সংখ্যা বড় বেশী। যাঁহাবা ধন্য, তাঁহাবা লোকেব কোন উপকাব না কবিয়াও সতত সুদীর্ঘ কর্ণে ধন্যবাদেব সুমধুবধ্বনিশ্রবণে পুলকে পবিপূর্ণ রহেন, এবং যাঁহাবা গণ্য, তাঁহাবা জগতে গণনাব যোগ্য কোন কাজ না কবিযাও, সর্ব্বদা মনুষ্যের মধ্যে গণনীয হইযা থাকেন। ধন্য ও গণ্য শব্দেব এইরূপ বিচিত্র অর্থ আধুনিক নহে। ঋষিযুগেব পাণিনি হইতে এইরূপ অর্থ প্রচলিত, এবং উল্লিখিত দুই শব্দ কবিযুগেব ক্রমদীশ্বরেব সময়েও এই প্রকাব অর্থেই ব্যবহৃত।

পদ্য।—"পদমস্মিন্ দৃশ্যং। পদ্যঃ কর্দ্দমঃ।"†

---

*পাণিনি ৪। ৪। ৮৪ "ধনং লব্ধা ধন্যঃ—গণং লব্ধা গণ্যঃ।—তল্লব্ধরি ধনগণাভ্যামিতি ক্রমদীশ্বরঃ।"

† পাণিনি ৪। ৪। ৮৭।—"পদাৎ তদ্দৃশ্যমস্মিন্ পদ্যঃ—নাতিশুষ্কঃ কর্দ্দমঃ, ইতি ক্রমদীশ্বরঃ। –' স্বযং তদ্বিধ্যতি—পাদৌ বিধ্যতীতি পদ্যঃ কণ্টকঃ,—ইতিচ ক্রমদীশ্বরঃ।"

অর্থাৎ—যেরূপ কাঁদার মধ্যে পশু পক্ষীর পদচিহ্ন দৃষ্টি-গোচর হয়, তাহার নাম পদ্য। অপিচ, কঙ্কর ও কণ্টক প্রভৃতি কদর্য্য বস্তুর নামও পদ্য। পদ্য শব্দের এই পুরাতন অর্থ অবশ্যই পৃথিবীর অনন্তকোটি অকর্ম্মণ্য পদ্যলেখকের প্রাণে ঠেকিবে, এবং যাঁহারা মানবজীবনের মহান্ উদ্দেশ্য পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া,—জীবন ও জীবিকার দুর্ব্বহ ভার পরের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া, বিরহ-দগ্ধ 'বিদগ্ধ' বিধুরার ন্যায় শুধু অন্তঃসারশূন্য পদ্যরচনাতেই সময়, শক্তি ও সংসার-ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত উৎসর্গ করেন, তাঁহারাও অবশ্যই এই অর্থ শুনিয়া যার পর নাই ক্লিষ্ট হইবেন। কিন্তু অর্থ ঋষিকুল-পূজ্য মহামুনি পাণিনির সূত্রে, ব্যাখ্যা বামন ও জয়াদিত্যের সুপ্রসিদ্ধ বৃত্তিতে, বিবৃতি পতঞ্জলির ভাষ্যে, এবং ইহা সমর্থন করিয়াছেন বাদীন্দ্র-চূড়ামণি বিখ্যাতনামা ক্রমদীশ্বর। সুতরাং পদ্য বলিলে পায়ের কাঁদা কিংবা পায়ের কাঁটা ও কঙ্করাদি ভিন্ন আর কিছু বুঝা যাইতে পারে না। যে সকল পদ-মালা রসাত্মক বাক্য বলিয়া জীবহৃদয়ের প্রীতিকর, তৎসমূহের নাম কাব্য। কাব্য আর পদ্য এক নহে। কাব্যের কথা পৃথক। কাব্য সুরভি ও সুরস কুসুমের ন্যায় ভগবৎ-পাদপদ্মে উপহার দেওয়ার যোগ্য বস্তু।

মানবজীবন।

বৈজ্ঞানিকের বিশেষ পাঠ্য অনন্ত জড়-ভুবন, কবি, দার্শনিক, চরিতাখ্যায়ক, এবং ঐতিহাসিক প্রভৃতির বিশেষ পাঠ্য অনন্ত মানবজীবন। মানবজীবনরূপ চির-পুরাতন ও চিরনূতন মহান্ গ্রন্থ সম্মুখে পড়িয়া আছে,—কেহ গ্রন্থকীটের ন্যায় একেবারে উহাতে লাগিয়া বসিয়াছেন, কেহ দূর হইতে অলক্ষিত উঁকি দিয়া একটুকু আধটুকু দেখিতেছেন, কেহ বা তাহা হই-তেও দূরে, করে কল্পনার কাম-বীক্ষণ * লইয়া, দণ্ডায়-মান আছেন,—কেহ কেহ আবার কিছুই না দেখিয়া, এবং কিছুই না শিখিয়া, আপনা হইতে অনভিজ্ঞের নিকট, অধ্যাপক বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেছেন।

মানবজাতি কোথায় কিরূপে উন্নত হইল, কোথায় কিরূপে অধঃপাতে গেল, অথবা মনুষ্যপ্রকৃতির কোন্ বৃত্তি কোন্ পথে কি ভাবে কার্য্য করিয়া কিরূপ বি-কাশ লাভ করিল, ইত্যাদি দুরবগাহতত্ত্ব কবির মধুলুব্ধ চিত্তকে সাধারণতঃ আকর্ষণ করিতে পারে না। যাঁহারা

* যাহাতে কামনা অথবা অভিলাষের অনুরূপ দর্শন হইয়া থাকে, তাহাই কাম-বীক্ষণ বলিয়া অভিহিত হইল।

ব্যাস কিংবা শেক্ষপীরের আত্মা লইয়া কবিতার বীণা সাধিয়াছেন, তাঁহাদিগের কথা পৃথক্। তাঁহারা কবি, না দার্শনিক,—যোগী না ভোগী—ঋষি না বিলাসী, মনুষ্য তাহা অদ্য পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে নাই। সাধারণ কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় সকলেই মধুকর। মধুকর যেমন মলয়ের মন্দমারুতহিল্লোলে মৃদুমন্দ আন্দোলিত হইয়া ফুলে ফুলে সঞ্চরণ করে, এবং ফুলের মধু সঞ্চয়ন করিয়াই কৃতার্থ রহে, মধুপ-মতি কবিও সেইরূপ কল্পনার সুখ-সমীরে সঞ্চালিত হইয়া, মানবজীবনরূপ মনোরম উদ্যানের ভিন্ন ভিন্ন কল্পকুসুমে বিচরণ করেন এবং এই রূপে সুধাসঞ্চয় করিয়াই চরিতার্থ রহেন। প্রেমের পবিত্র উচ্ছ্বাস অথবা বিরহের দীর্ঘনিঃশ্বাস,—বিময়ীর আসক্তি, বিয়োগীর অশ্রুকণা,—তাপসের প্রগাঢ় তৃপ্তি, তৃষাতুরের চিত্তদাহ—উদারচেতা দয়াশীলের নিঃস্বার্থ করুণা, এবং বীরহৃদয়ের মর্ম্মবিদারী ভৈরবক্রোধ, এই সমস্ত বস্তুই উল্লিখিত জীবনোদ্যানের বিবিধ কুঞ্জবিহারী হৃদয়হারী কবির ভাণ্ডারে সকল সময়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহার কাছে এ সকল কিছুই নাই, কেবল আছে কতকগুলি কুৎসিত কল্পনা, কদর্য্য কথা ও কদর্থ শব্দ, তাহাকে কবি না বলিয়া কপিকাননের কাক কিংবা কূপস্থ ভেক বলিলেই সুসঙ্গত হয়।

আর এক ভাবে দেখিতে গেলে, মানবজীবন এক অতল—অপার—অপ্রমেয় মহাসমুদ্র, এবং যাঁহারা সাধা-

বণের মধ্যে একটুকু অসাধারণ,তাদৃশ কবিনিচয সেই সমুদ্রের ডুবারু। নিপুণ ডুবারু যেমন রত্নলোভে রত্নাকর-গর্ভে প্রবেশ করে, নিপুণ কবিও সেইরূপ মানব-জীবনরূপ সুগভীর সমুদ্রেব অন্তস্তলে প্রবেশ করেন,—এবং তথা হইতে কখনও একটি মনোজ্ঞ মুক্তা, কখনও বা একটি রমণীয রত্ন উপবে তুলিয়া রূপ দেখিযা আপনি ভুলিয়া যান, এবং রূপ দেখাইযা আব দশ জনকে ভুলাইতে যত্নপব হন। যদি বিধিবিড়ম্বনায মণিমুক্তাব পরিবর্ত্তে কোন অস্পৃশ্য অপবিত্র বস্তু অকস্মাৎ হাতে উঠে, তাহা হইলে কবি তখন দুঃখেব গীত গাইযা গাইযা আপনাব দগ্ধ হৃদযকে শান্তি দেন, এবং অজস্র দুঃখেব অশ্রু বর্ষণ করিযা সহৃদয় ভাবুকেব দ্বাবে সহানুভূতিব ভিখারী হন।

দার্শনিক কঠোবচিত্ত চিকিৎসক। তিনি কবিব মত রূপেব জন্য লালাযিত রহেন না, এবং মানবপ্রকৃতি সুন্দবই হউক, আব কুৎসিতই হউক, তাহাতে তাঁহাব কিছু আসে যায না। মানবজীবনসম্পর্কিত যথার্থতত্ত্ব সংকলন ও রুগ্ন মানবপ্রকৃতির প্রতিকাবসাধনই তাঁহাব কার্য্য, এবং ঐ দুই কার্য্য সফল হইলেই তিনি চবিতার্থ হইলেন। মনুষ্যেব শবীবের সহিত শারীর-সংস্থানবিদ্যাব যে সম্বন্ধ, মনুষ্যেব মনেব সহিত মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রেরও ঠিক সেই সম্বন্ধ, এবং যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র, তেমন চারিত্রবিজ্ঞান। দর্শনতত্ত্বের অনেক অবান্তর ভেদ,অনেক

শাখা প্রশাখা এবং অনেক প্রকাবেব পত্র পল্লব আছে। কিন্তু উহার আদ্যোপান্ত সমস্তেরই প্রধান অবলম্ব মানবপ্রকৃতি এবং মানবজীবন।

যাঁহারা ঐতিহাসিক সমালোচক, মানবজীবন সম্বন্ধে তাঁহাবা অংশতঃ কবি, অংশতঃ দার্শনিক, অথচ কবি ও দার্শনিক উভয হইতেই একটুকু স্বতন্ত্র। কোন একটি বিশেষ সৌন্দর্য্য কিংবা কোন একটি বিশেষ সত্য ঐতিহাসিকদিগকে মোহিত করিতে পাবে না। কিন্তু সমবেত মানবজীবনেব যে সৌন্দর্য্য ও যে সত্য, স্রোতেব ন্যায, সম্মিলিতশক্তিতে প্রবাহিত হইয়া যায, তাঁহাবা তাহাতেই সমধিক আকৃষ্ট বহেন। তাঁহাবা উৎসুকচিত্ত ও ধীবমতি পবিদর্শকেব ন্যায কোন উন্নত স্থানে দণ্ডাযমান থাকেন, এবং সেখানে দাঁড়াইয়া মানবজাতিব অবিবামবাহি জীবনস্রোতেব প্রমত্তপ্রবাহ ও লহরীলীলা উভযই সমান আদবে ও সমান অনুসন্ধানেব বুদ্ধিতে সন্দর্শন ও সমালোচনা কবেন।

রাজাধিবাজ পৃথ্বীবাও একদিন বাজপ্রাসাদেব সম্মুখস্থিত কুসুমকাননে উপবেশন কবিযা ভাবতবর্ষেব তদানীন্তন দুর্দ্দশা ভাবিতে ভাবিতে বাষ্পবাবি বিমোচন কবিযাছিলেন, শুদ্ধ এই কথাটি ইতিহাসেব বিষয় হইতে পারেনা। ইহা কবিব কথা, এবং এইরূপ বহুকথা লিখিযা গিয়াছেন বলিযাই, হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক চাঁদ ভট্টকে লোকে চাঁদ কবি বলিয়া নির্দ্দেশ কবে।

কিন্তু ভারতসূর্য্য,আর্য্যমহিমার প্রথম অভ্যুদয হইতে ক্রমে ঊর্দ্ধমুখে উত্থান করিয়া, এবং পৃথিবীর তদানীন্তন সমস্ত সভ্যজাতির হৃদয়ে উহার সমুজ্জ্বল জ্যোতি ঢালিয়া, সহসা কিরূপে যবনাম্বুধিতে ডুবিয়া গেল,—সেই পরাক্রান্ত আর্য্যজাতির প্রতাপস্রোতে কোন্ দিক হইতে কোন্ অজ্ঞাতশক্তির শাসনে কিরূপে ভাঁটা লাগিল,—যাঁহারা পৌরুষবিক্রমে ভীষ্মার্জ্জুনের বংশধর বলিয়া পৃথিবীতে পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা কিরূপে অতি নীচ পরাধীনতাতেও পরিতৃপ্তি লাভ করিতে শিখিলেন, ইহা যিনি আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিবেন, এবং বর্ণনা দ্বারা সকলকে সমস্ত কথা কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের ক্রমানুসারে বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হইবেন, তাঁহাকে ঐতিহাসিক বলিব।

কিন্তু, কবি, দার্শনিক, অথবা ঐতিহাসিক প্রভৃতি উচ্চশ্রেণিস্থ লোক বিনা আর কেহ মানবজীবন পাঠ করে না, কিংবা পাঠ করিতে সমর্থ হয় না ইহা মনে করা ভ্রম। পৃথিবীতে সকলেই কিছু শেক্ষপীয়র কি ভাবরি, অথবা বেন্থাম কি বকল হইয়া জন্ম গ্রহণ করে না। বিধাতা যাহাকে চক্ষু দিয়াছেন, সেই এই গ্রন্থের দুচারি পৃষ্ঠা কিংবা দুচারি পংক্তি পাঠ করিয়াছে, এবং সংসারে যে প্রবেশ করিয়াছে, সংসারের গতিবিধি সম্বন্ধে সেই কিঞ্চিৎ অবগত হইয়াছে। যাঁহাদিগকে লোকে সাধারণতঃ বুদ্ধিমান্ লোক বলে, তাঁহাদিগের

সহিত আলাপ কর, দেখিবে তাঁহারা কবি, দার্শনিক অথবা ঐতিহাসিক, ইহার কিছুই নহেন, অথচ মানবজাতির প্রকৃতি এবং মানবজীবনের গতি বিষয়ে সকলেই অল্প কি অধিক পরিমাণে অভিজ্ঞ। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ ঠকিয়াছেন কিংবা ঠেকিয়াছেন, তাই ভাল করিয়া শিখিয়াছেন, কেহ কেহ বা সৌভাগ্যবশতঃ আর এক প্রকার দেখিয়াছেন, কিংবা পরখ করিয়া আর এক প্রকার বুঝিয়াছেন, তাই ভাল জানিতে পাইয়াছেন। তাঁহাদিগের মনের কথা নৈপুণ্যের সহিত গ্রথিত হইলেই কাব্যের এক স্তবক কিংবা দর্শনশাস্ত্রের এক পরিচ্ছেদ সংকলিত হয়।

যাঁহারা চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সহিত মানবজীবন অধ্যয়ন করিয়া মানবজাতি বিষয়ে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। এক শ্রেণিস্থ ব্যক্তিরা স্তাবক, আর এক শ্রেণিস্থ ব্যক্তিরা নিন্দুক *। যৌবনের প্রথমোল্লাসসময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ লোককেই মানবজাতির স্তাবক বলিয়া প্রতীতি জন্মে। পরে, যৌবনস্রোতের তরঙ্গচাঞ্চল্য তিরোহিত হইলে,—শরীরের উত্তপ্ত শোণিত একটুকু

* সংস্কৃতে নিন্দক, প্রচলিত বাঙ্গালায় নিন্দুক। লাজুক, মিথ্যুক, নিন্দুক প্রভৃতি কতিপয় ভূরিপ্রচলিত বাঙ্গালা শব্দ সংস্কৃত ভাবুক ও অভিলাষুক প্রভৃতি শব্দের অনুকরণে গঠিত, এবং মহাজন কবিদিগের সময় হইতে প্রচলিত।

করিযা শীতল হইয়া আসিলে, বুদ্ধি কিঞ্চিৎ পবিমাণে পবিপক্কতা লাভ কবিলে, সেই ভ্রম অথবা সেই সংস্কাব ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হয, এবং তখন পৃথিবীব অধিকাংশ লোককেই, আবাব মানবজাতিব নিন্দুক বলিযা অনেকেব বিশ্বাস হইযা উঠে। এই জন্যই এরূপ দেখা যায যে, যাঁহাবা এক সমযে ঘোবতব স্তাবক থাকেন, তাঁহারাই সমযান্তবে ঘোবতব নিন্দুক হইয়া দাঁডান, এবং পক্ষান্তবে এমনও ঘটিযা থাকে যে, যাঁহাবা পূর্ব্বে মানবজীবনকে দুর্ব্বিষহ নবকভোগ বলিযা অদৃষ্টেব নিন্দা কবিতেন, তাঁহাবাই ফিবিযা উহাকে স্বর্গেব পূর্ব্বস্বাদ বলিযা আহ্লাদে উছলিযা পডেন।

স্তাবকেবা প্রেমিক, নিন্দুকেবা হয হিতাভিলাষী বন্ধু, না হয বিবক্ত সন্ন্যাসী। প্রেমিকেব চক্ষু অমৃতাঞ্জনে বঞ্জিত। উহাব কাছে সকলই ভাল দেখায, দোষবাশিও গুণবাশিরূপে প্রতিভাত হয, এবং নিতান্ত অপ্রীতিকব দৃশ্যও শাবদীয পূর্ণিমাব ঢল ঢল জ্যোৎস্নাব ন্যায সুধাময়ী শোভা বিকিবণ কবে। দোষদর্শী বন্ধু অথবা বিবাগীব চক্ষু স্নেহরসশূন্য। উহাতে ভালটিও অনেক সমযে অতি মন্দ বলিযা ভ্রম জন্মিতে পাবে।

যাঁহাবা প্রেমেব প্রবোচনায স্তাবক, মনুষ্যজীবনেব সকলই তাঁহারা সুন্দব বলিযা ব্যাখ্যা করেন। তাঁহাদিগের নিকট মনুষ্যের হাস্য সাবল্যপূর্ণ, প্রীতি প্রভাতকুসুমবৎ পবিত্র, বন্ধুতা অমায়িক, চিত্ত মহত্ত্বের চিব-

নিকেতন এবং আচার ব্যবহাব সমস্তই সর্ব্বথা অকপট ও অমল। তাঁহাবা মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনিতে দেবকণ্ঠেবই পবিচয় পান, এবং মনুষ্যেব সমস্ত ক্রিযাকলাপে স্বর্গীয সুখসম্পদেবই সৌরভ অনুভব কবিযা আনন্দে নিমগ্ন হন। মানবজাতি তাঁহাদিগের নিকট নন্দনভ্রষ্ট পাবিজাত। যদি কেহ নিতান্ত দুঃসাহসেব উপব নির্ভব কবিযা তাঁহাদিগের কাছে মানবজীবনের কোনরূপ কলঙ্কিত চিত্র প্রদর্শন কবে, তাহাকে তাঁহাবা তন্মুহূর্ত্ত হইতেই অতি কঠোবহৃদয ক্রূবলোক বলিযা ঠাউবাইযা বাখেন, এবং তাহাব কোন কথাই আব বিশ্বাসযোগ্য নহে, এই এক সাধারণ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ কবেন।

পক্ষান্তবে, যাঁহাবা আবাব বঞ্চনাদিজনিত বিবাগেব বিষজ্বালায নিন্দুক, তাঁহাদিগেব সংস্কাব ইহার সম্পূর্ণ বিপবীত। তাঁহাদিগেব নিকট মানবজীবন নিরবচ্ছিন্ন কলঙ্কবাশি এবং মনুষ্যের মস্তকের কেশ হইতে পদনখেব প্রান্তবেখা পর্য্যন্ত সমস্তই অপবিত্র ও অশ্রদ্ধেয়। মনুষ্যেব আত্মা নবকেব সজীব আশ্রয, হৃদয় গরলেব অক্ষয প্রস্রবণ, দৃষ্টি, হাস্য, বসনা, সমুদযই গবলোঙ্গাবি এবং মানবজাতি চিবখলতামষ ব্যালজাতিব রূপান্তব-বিশেষ। তাঁহাদিগের অভিধানে ভদ্রতা, পবিত্রতা এবং সাবল্য প্রভৃতি শব্দ আকাশকুসুম কিংবা শশবিষাণেব ন্যায অর্থশূন্য। স্তাবকেবা যেরূপ রাজাব নাম করিতে হইলে, বাজা হরিশ্চন্দ্র কিংবা শিবি ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাত্মা-

দিগেব উল্লেখ কবেন,—নাবীকুলে সাবিত্রী, শৈব্যা, শকুন্তলা, অথবা জানকী, দময়ন্তী ও চিন্তা প্রভৃতি চারু-শীলাদিগেব চাবিত্রগৌবব প্রদর্শন কবিযা প্রীতিতে উৎফুল্ল বহেন,—মন্ত্রণাব প্রসঙ্গে বৃশিষ্ট কিংবা বিদুব এবং ধার্ম্মিকতাব প্রসঙ্গে উদ্ধব, অক্রূব, শঙ্কবাচার্য্য কি মিলেংথন প্রভৃতিকে নির্দ্দেশ কবেন,—নিন্দুকেবাও সেইরূপ অবিচলিতভাবে বোমেব নিরো ও ক্যালিগুলা, কিংবা ইংলণ্ডেব জন ও জেম্‌স প্রভৃতি বাজা,—ফ্রান্সেব ক্যথেবিণা প্রভৃতি বাজমহিষী,—কণিক কি মেকিয়াভেল প্রভৃতি স্বনামপবিচিত মন্ত্রদাতা, ষষ্ঠ আলেকজেণ্ডব প্রভৃতি পোপনামধাবী ধর্ম্মযাজক এবং জেফ্রী প্রভৃতি ধর্ম্মাধিকবণস্থিত বিচাবপতিব প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ কবিযা মানবজীবনেব দুঃখাবহ পঙ্কিল প্রবাহ প্রদর্শন কবেন। উভযপক্ষে প্রতিকথা, প্রতিদৃষ্টান্ত ও প্রতি বিষযেই এই-রূপ ভযানক মতভেদ,—এবং যেখানে মতভেদ, সেখানে অবশ্যই কার্য্যভেদ।

ইয়ুবোপীযদিগেব ধর্ম্মশাস্ত্র সুপ্রসিদ্ধ বাইবল গ্রন্থ উল্লিখিতরূপ নিন্দুকদিগেব হস্তে এক প্রধান অস্ত্র। উহা মানবজীবনেব প্রতি অতি গভীব ঘৃণাব ভাবে পবিপূর্ণ। বাইবলেব মনুষ্য পাপেব প্রতিকৃতি,—পাপেব প্রত্যক্ষ বিগ্রহ,—তাহাব আদি হইতে অন্ত সমস্তই পাপের সূক্ষ্ম-তত্ত্বতে বিবচিত। ইহা দ্বাবা এই প্রমাণিত হইতেছে যে, বাইবল যাঁহাদিগেব লেখনী হইতে বিনিঃসৃত হইযাছে,

তাঁহাদিগের কেহই মানবজাতির গুণরাশি সম্বন্ধে প্রগাঢ় প্রেমিক ছিলেন না। ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থনিচয় মানবপ্রকৃতির সমালোচনা বিষয়ে বাইবেলের বিপরীত। বেদসংহিতায় যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মনুষ্যের প্রতি ঋষিদিগের ঘৃণা কি বিরক্তি থাকা অনুমিত হয় না। উহার সর্ব্বত্রই একটুকু অপূর্ব্ব আনন্দের স্ফুরণ আছে, এবং সে সুখ-মধুর স্ফূর্ত্তি মনুষ্যত্বের উপর বিশ্বাস এবং মনুষ্যের প্রতি অনুরাগের ভাবেই পরিপূর্ণ। ইহার প্রমাণ ঋগ্বেদ ও উপনিষদ্। ঋগ্বেদ ও উপনিষদাদি প্রাচীন তত্বশাস্ত্রের ভাষা, আশা ও আশীর্ব্বাদের প্রাণপ্রদ স্নিগ্ধ ভাষা। ফলতঃ বৈদিকসাহিত্যের অনেক স্থলেই শিশিরস্নাত নবোদ্গতকুসুমের কমনীয় কান্তি মনুষ্যের হৃদয়কে শীতল করে; কিন্তু প্রায় কোন স্থলেই শুষ্ক, শীর্ণ ও কীটদষ্টকুসুমের শোচনীয় মূর্ত্তি মনুষ্যের দৃষ্টিকে ব্যথিত করে না। বীণাপাণির চিরকীর্ত্তিত বর-পুত্র এবং কবিতা-কাননের চিরজীবী কল্পপাদপ মহাকবি বাল্মীকি সেই বৈদিক ঋষিজীবনের চরমবিকাশ। বাল্মীকির মানবজীবন এই মরু-ভূমিতে প্রকৃতই অমরাবতীর প্রীতিপ্রফুল্ল নন্দনকানন। ভারতীয় কবিকল্পনার আদিগুরু অথবা আদিসাধক ভারত-কবি বাল্মীকি এ অংশে জগতে একক, অদ্বিতীয় এবং অতুল। বাল্মীকি মনুষ্যপ্রকৃতির যে সকল অলোক-সাধারণ ও অচিন্তনীয় আলেখ্য কবিতার চিত্রপটে যুগ-যুগান্তের জন্য

আঁকিয়া রাখিযাছেন, তাহা দর্শন করিলে অতি দুর্ব্বৃত্ত অসুরেব দগ্ধচক্ষুও ক্ষণকালের তবে শীতল হইয়া দয়ায় দ্রবীভূত হয়। বাল্মীকিব কালসাপিনী কৈকেয়ীবেও এই কলুষ-কঠোর কলঙ্কিত পৃথিবীতে দেবতা বলিয়াই বিশ্বাস হইযা থাকে। কিন্তু, বাল্মীকির পব হইতে এদেশেব প্রধান ও অপ্রধান সকলের লেখাতেই জ্যোৎস্নার পটলে পটলে অন্ধকাব,—প্রীতিব কল-কূজনের সঙ্গে সঙ্গে নৈবাশ্যেব হাহাকার। এদেশেব পুবাণ—উপপুবাণ ও অসংখ্য তন্ত্রগ্রন্থে সমাগতপ্রায কলিব চিত্রে বর্ত্তমান-কালীন মানবজীবনেব যেরূপ ভীষণমূর্ত্তি অঙ্কিত রহি-যাছে, তাহা ইদানীন্তন ইয়ুবোপীয সভ্যতাব আভায়ই আভাসিত। তাহাব সন্নিহিত হইলেই হৃদয় ভযে ও বিষাদে শুকাইয়া যায।

আমবা মানবজীবনে অনুবক্ত না বিবক্ত?—মানব-প্রকৃতিব স্তাবক না নিন্দুক? সে কথা এক্ষণ বলিতে ইচ্ছা কবি না। বলিবাব সময় কিংবা সুযোগ হয় নাই। বলিতে পাবি এমন যোগ্যতাও বোধ হয়, আমাদিগেব জন্মে নাই। কিন্তু যাঁহাবা অধুনাতন ইয়ুরোপীয় সভ্য-তার অগ্রনায়ক,—অধুনাতন পৃথিবীর চিন্তাজগতে মনু-ষ্যের পথ-প্রদর্শক, তাঁহাবা বাহিরে বিরাগ কিংবা অনু-রাগের কিছুই বিশেষ না দেখাইয়া, কি ভাবে কি কথা কহিয়া, মানবজীবনের বর্ণনা করিয়াছেন এবং কিরূপ সংস্কার লইয়া মানবজীবনকে অবলোকন করিয়া আসি-

তেছেন, আমরা এস্থলে এইক্ষণ শুধু তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব,—এবং যাঁহারা ইয়ুরোপীয় সভ্যতাবই কোন না কোন আদর্শে আত্মজীবন গঠন করিয়া নিজ-গুণে ও নিজ মহিমায় নিত্য নূতন তরঙ্গে ভাসমান হইতেছেন, নিম্নোক্ত চিত্রনিচয়ের মধ্যে কোন্‌টি তাঁহাদের চিত্তহারি ও প্রকৃত চিত্র, তাঁহাদিগকেই সেই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে বলিব।

ইয়ুরোপীয় তত্ত্বদর্শিদিগের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ উপদেশ করেন যে, মানবজীবন স্বভাবতঃই এক বিশাল বাণিজ্যক্ষেত্র এবং মনুষ্যজাতির সকলেই স্বভাবের শাসনে ছোট বড় এক একটি বণিক্। দেও আর নেও, অথবা নেও আর দেও, ইহাই এখানকার প্রধান কথা, এবং শুধু ইহাই সকল নীতির বীজসূত্র। রাজনীতি, ধর্ম্ম নীতি এবং সামাজিক নীতি প্রভৃতি সমুদয় নীতিশাস্ত্রই বাণিজ্যশাস্ত্রের এক এক পরিচ্ছেদ মাত্র, এবং কিবা পতিপত্নীতে, কিবা প্রভুভৃত্যে,—কিবা গুরুশিষ্যে, কিবা পিতাপুত্রে—এবং কিবা রাজায় প্রজায়, কিবা ভ্রাতায় ভ্রাতায়, মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের যত প্রকারের সম্বন্ধ এক্ষণ বিদ্যমান আছে অথবা ভবিষ্যতের জন্য কল্পিত হইতে পারে, সমস্তই বাণিজ্যব্যবসায়ের সম্বন্ধসূত্র।—যে দেয় না কিংবা দিতে পারে না, সে এই হাটে কিছুই পায় না এবং পাইতে পারে না। এস্থলে যাহা কিছু চাও, তাহা উপযুক্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইবে।

কেন না, ক্রয় ও বিক্রয় ভিন্ন এখানে আর কোন কথা নাই। যদি উপযুক্ত মূল্য দিতে পার, তাহা হইলে সুলভ ও দুর্লভ সকলই এখানে সহজে মিলিবে। যদি মূল্য দিতে অসম্মত কিংবা অসমর্থ হও, তাহা হইলে তুমি সোনার পুতুল কিংবা স্বর্গের পারিজাতের মত অলৌকিক পদার্থ হইলেও, তোমাকে নিরাশহৃদয়ে ও রিক্তহস্তে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

পৃথিবীর পদ প্রতিষ্ঠা, সম্মান সমৃদ্ধি, যশ কীর্ত্তি, ইত্যাদি সমুদয়ই মূল্যের বস্তু,—ক্রযবিক্রয়িকের বাণিজ্যের ধন এবং বিনিমের সামগ্রী। বিনা মূল্যে ও বিনা বিনিময়ে ইহার কিছুই লাভ করা সম্ভবপর নহে। তুমি হয়ত কোন ব্যক্তিকে পদস্থ কিংবা বড় বেশী প্রতিষ্ঠান্বিত দেখিযা, তোমার অন্তরের অন্তস্তলে ঈর্ষ্যার আগুনে ভস্ম হইতেছ। বাহিরের লোকেরাও, হয ত, সেই পদস্থ ও প্রতিষ্ঠান্বিতের কাছে কৃতাঞ্জলি দণ্ডায়মান রহিযা, তাঁহার গৌরব ও তোমার ঈর্ষ্যা বাড়াইতেছে,—কেহ তাঁহার অনুগ্রহের জন্য অশ্রুপূর্ণনয়নে আকুলবচনে প্রার্থনা করিতেছে,—কেহ বা তাঁহার নিগ্রহভয়ে অদূরে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, এবং যে দেখিতেছে সে ই তাঁহাকে যার পর নাই ভাগ্যবান্ জ্ঞানে তাঁহার দিকে ভযে ভয়ে তাকাইতেছে। কিন্তু সেই হতভাগ্য "ভাগ্যবান্" কিরূপ ভয়ঙ্কর মূল্যে তাঁহার উল্লিখিতরূপ পদ ও প্রতিষ্ঠা, অথবা সম্মান ও সমৃদ্ধি ক্রয় করিয়াছেন, তুমি কখনও তাহার অনুসন্ধান

করিয়াছ কি? পদের মূল্য এক প্রকাব, প্রতিষ্ঠার মূল্য হয় ত আর এক প্রকার। সম্মানের মূল্য এক প্রকার, সমৃদ্ধির মূল্য হয ত আব এক প্রকাব। কিন্তু ইহার যে বস্তুব জন্যই যে দেশে যে সময়ে যে প্রকাব মূল্য অবধারিত হউক, কোন বস্তুই বিনামূল্যে হস্তগত হয না।

পৃথিবীর বন্ধুতা এবং ভালবাসাও এইরূপ বস্তু। বন্ধুতার মূল্য আছে,—ভালবাসাবও মূল্য আছে। যিনি মূল্য দিতে অক্ষম, পৃথিবীতে কে তাঁহাকে ভালবাসে?—কে তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন কবে? যাঁহাব কাছে সুখ-সম্মানের প্রত্যাশা নাই, এবং সম্প্রতি অথবা সুদূর ভবিষ্যতেও কোনরূপ প্রযোজন-সিদ্ধি কিংবা অন্য কোন রূপ উপকাবেব সম্ভাবনা নাই, পৃথিবীব কয জনে তাঁহাব নিঃস্বার্থ প্রীতিব পূজা কবিতে জানে? কয জনে, লাভ ও লোভেব প্রবল জোযাডে বাণিজ্যেব ডিঙ্গা না ভাসাইয়া, সৌহৃদ্যধর্ম্মরূপ স্বপ্নসুখেব অন্বেষণে উজান জল সাঁতবাইয়া উঠিতে শক্তি বাখে?

যে সকল উচ্চাশয়সম্পন্ন উদারমতি হৃদয়িক ব্যক্তিরা স্নেহমমতার কমনীয় মাধুর্য্যে জীবহৃদযের উপাস্য হইবার যোগ্য, তাঁহারা তৃণাচ্ছাদিত মাণিক্যের ন্যায অন্ধকাবে পড়িয়া থাকেন; এবং যাঁহাবা প্রকৃত মনুষ্যত্বেব পরীক্ষায় তৃণতুল্য হইবাবও যোগ্য নহে, তাহারা বণিগ্ ধর্ম্মের চাতুর্য্যপ্রভাবে, সংসাবেব বাণিজ্যে,* শত শত বন্ধু-

* ভারতীয় সাধু-ভক্ত-কল্পনায় ভবের হাট ও ইয়ুরোপীয় সভ্য কল্পনায় বাণিজ্যক্ষেত্র

জনে পরিবেষ্টিত হইয়া সর্ব্বদা সকলের কাছেই আদরের মধুতে পুষ্ট রহে। ইহাব কারণ কি? সংসারে এইরূপ দৃষ্টান্ত কি নিতান্তই বিবল? যাঁহাদিগের চিত্ত প্রীতি ও মহত্ত্বেব প্রিযনিবাস,—চক্ষু প্রতিভাব আলোকে সতত উজ্জ্বল এবং চবিত্র পবোপকাব-ব্রতেবই পবিত্র ইতিবৃত্ত, তাঁহারা অজ্ঞাতবনবাসে অনাহারক্লেশে দিনপাত করেন; এবং যে সকল বণিগ্বৃত্তিবিচক্ষণ ক্রূবকর্ম্মা পুরুষ দয়া ধর্ম্ম, উদাবতা ও পরার্থা প্রীতিব মর্ম্মস্থলে পদাঘাত কবিয়া পিশাচেব ন্যায় খল খল কবিয়া হাসে, পৃথিবীর প্রেমব্যব-সাযীরা তাঁহাদিগেব কণ্ঠে প্রেমেব পুষ্পমালা দোলাইযা দেন, বন্ধুবা বন্ধুত্বের স্বর্গসম্পদলাভের আকাঙ্ক্ষায় সর্ব্বদা তাহাদিগেব কাছে কাছে থাকেন, কবি তাহাদিগেব জন্য প্রাণেব উচ্ছ্বাসে কবিতা লিখেন, এবং স্নেহ-প্রবণ আশীর্ব্বাদকেরা আশীর্ব্বাদেব দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহাদিগেব সম্মুখে দাঁড়াইযা বহেন। ইহার কাবণ কি? সংসাবে এইরূপ ঘটনা কি নিতান্তই কম? এ সকল দেখিযা শুনিযা কে ইহা অস্বীকাব কবিবে যে মানব-জীবনেব প্রায় সর্ব্বপ্রকার বিকাশই বাণিজ্যনীতির বিস্ময়-যাবহ ইতিহাস, এবং যাহারা বণিকের মধ্যে বড় বণিক্, তাহাবাই সুতবাং বড় মানুষ, এবং মানুষেব মধ্যেও সুতরাংই তাহারা সকলেব বড়। তাহাদিগের বুদ্ধি মানবসমাজেব পবিমাপ-যন্ত্র, এবং তাহাদিগেব হৃদযের

ঠিক এক কথা নহে। ভবের হাট ও ভবসাগর প্রভৃতি কল্পনায় কাঙ্গালের ঠাঁই আছে। স্বয়ং ভগবান্ সে হাটে কাঙ্গালের সম্বল, সে সাগরে কাঙ্গালের কর্ণধার।

দুই ভাগ সেই পরিমাপ অথবা তোলকযন্ত্রের দুই দিকের দুই তৌল-পাত্র।

ইয়ুরোপের আর এক শ্রেণীর ভাবুকেরা বলিয়া থাকেন যে, মানবজীবন অনন্ত-পট-পিহিত এক অপূর্ব্ব অভিনয়-ভূমি এবং মনুষ্য মাত্রই সেই অভিনয়ক্ষেত্রে স্বভাবসিদ্ধ নট। ইহা মনুষ্যের দোষ নহে,—মনুষ্যপ্রকৃতির নিন্দার কথাও নহে, কিন্তু মানবজীবনের অবশ্যম্ভাবি ফল। উল্লিখিত ভাবুকেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, মনুষ্য-সমাজ যে ভাবে বিকশিত, যে ছাঁদে গঠিত হইয়াছে,—মনুষ্যের সামাজিক নীতি, সামাজিক প্রয়োজনের শত-সহস্র প্রকার তাড়নে যেরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাতে মনুষ্য, বুদ্ধির প্রথমস্ফুরণ হইতেই, বাধ্য হইয়া কাপট্য শিক্ষা করে,—কপট হইতে পারিলেই প্রশংসা পায়,এবং কাপট্যের সোপান-মঞ্চে একটুকু উপরে উঠিতে সমর্থ হইলেই সাংসারিক উন্নতির সোপানমঞ্চেও অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। সুতরাং এই প্রয়োজনাধীন,পরিগৃহীত ও প্রচলিত কাপট্যের শাসনে কেহ দাতা, কেহ গৃহীতা,—কেহ যাজক, কেহ যজমান,—কেহ ধার্ম্মিক কেহ প্রেমিক,—কেহ গৃহী, কেহ সন্ন্যাসী। কেহ সুবর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, মাথায় মুকুট পরিয়া, রাজলীলার অভিনয় করেন,—কেহ বা মেবারের মত রাজদ্রোহী সাজিয়া, রাজার দণ্ডমুকুট,বেশ-ভূষা,এবং স্বত্ব ও অধিকার কাড়িয়া লইবার জন্য, প্রজার স্বত্ব ও প্রজার অধিকারের নামে

হৃদয়ের আগ্নেয়গিরি হইতে উদ্দীপনার অগ্নিস্রব ঢালিয়া দেন। কেহ গুরু সাজিয়া আপনার মনোবুদ্ধির অগম্য, অজ্ঞাত, অশ্রুত ও অচিন্তিত বিষয়ে অশেষপ্রকার দিব্য জ্ঞান দান করেন, কেহ বা গুরুর উপযোগী শিষ্য সাজিয়া তাদৃশ জ্ঞানালোকের স্পর্শ মাত্রেই শুকদেবের গাম্ভীর্য্য লাভে কৃতার্থ হন। বঙ্গভূমির শৈলুষগণ যেরূপ মিথ্যা হাসি হাসে, মিথ্যা কান্না কাঁদে, মিথ্যা স্নেহে শত্রুর কণ্ঠে ঢুলিয়া পড়ে,—মিথ্যা প্রেমে নয়নজলে ভাসে,—মৃগের ন্যায় ভীতিবিহ্বল ব্যক্তি মৃগেন্দ্রের ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে সভাস্থ সকলকে চমকিত করিয়া ভীষ্ম কিংবা ভীমসেনের অনুকরণ করে,—চটুলনয়না পণ্যবিলাসিনী পবিত্রহৃদয়া দেস-দিমোনার পরিচ্ছদ পরে,—সাইলক-সদৃশ রক্তপিপাসু পুরাণ-প্রথিত শিবি সাজিয়া মনুষ্যের পূজা পায়, এবং জীব-দুঃখবিলাসী দুর্ব্বৃত্ত পামর অথবা জীবের সুখ-শান্তির সাক্ষাৎ যম, জীমূতবাহনের অংশ গ্রহণ করিয়া, বিপন্নের পরিত্রাণের জন্য আপনার প্রাণটা বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হয়, সংসারেও সকলেই সেইরূপ যাহা নয় তাহা দেখাইয়া,—সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্যরূপে প্রদর্শন করিয়া,—দুঃখ-দগ্ধ হৃদয়ে সুখের হাসি হাসিয়া এবং সুখ-ফুল্ল চিত্তে দুঃখের কান্না কাঁদিয়া, নিজ নিজ নট-নৈপুণ্য প্রদর্শন করে, এবং কে কিরূপ পটুতার সহিত আপনার অঙ্গীকৃত লীলার অভিনয় করিয়া যাইতেছে, পরস্পর তাহা আলোচনা করিয়া দেখে। অপিচ, অভি-

নয়গৃহের পৃষ্ঠভাগে যেমন নেপথ্য, এবং সেখানে প্রবেশ কবিলে সকলেই যেমন নূতন ছাডিযা পুবাতন, মানব-জীবনের পৃষ্ঠভাগেও সেইরূপ নিষিদ্ধগৃহ, এবং সেখানে প্রবিষ্ট হইলে সকলেই সেইরূপ কৃত্রিম ছাডিযা অকৃত্রিম।* যাহাদিগেব নেপথ্য অপেক্ষাকৃত একটুকু অপবিবক্ষিত,—অদৃষ্টেব এমন বিড়ম্বনা।—তাহাবাই মনুষ্য-সমাজে অপেক্ষাকৃত একটুকু অধিক নিন্দিত!

ঐ যে অদূবে মৃদুহাসিনী—মৃদুভাষিণী, অতি মৃদুল-মুগ্ধ মনোহর স্বরে তোমাব সহিত আলাপ কবিতেছেন, আব দণ্ডে দশবার প্রিযসম্বোধন কবিযা তোমাব তাপিত প্রাণ শীতল কবিতেছেন, উঁনি মৈথিলী জনকবালাব অনুকারিণী, না মৈশরী ক্লিওপেট্রাব ছাযারূপিণী, তাহা কিরূপে জানিবে, বল। উঁহাকে জানিতে চাও ত একবাব নেপথ্যে প্রবেশ কব। ঐ যে ধ্যানস্তিমিত-লোচন ধীব-গম্ভীর যুবা নির্ব্বাণলিপ্সু বুদ্ধদেবেব ন্যায নিস্তব্ধ উপবিষ্ট বহিযাছেন, এবং ক্ষণে ক্ষণে নয়ন-প্রান্তে ইঙ্গিত করিবা, তোমাকে ইহলোক, পবলোক, সাধুলোক ও স্বর্গলোকের অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয তত্ত্বসকল শ্রবণ করাইতেছেন, উঁহাব স্বকীয় হৃদয় এই অবসরে কোন্ লোকে বিচবণ করিতেছে,তাহাও একবার ভাবিয়া দেখ। ঐ যে গূঢ়ার্থদর্শী দেশহিতৈষী মহাত্মা, উন্নতমঞ্চে উত্থিত হইয়া, বাহু তুলিয়া উপদেশ কবিতেছেন, আব সকলকে

*"A man is most sincere, when he is most alone."

দেশের জন্য বিষয়, বৈভব, প্রাণ, মান এবং হৃদয়ের প্রতপ্ত শোণিত-রাশিও ঢালিয়া দিতে বলিতেছেন, উনি কাহারও জন্য চক্ষের এক ফোটা জলও কখনও দিয়াছেন কি না,তাহাও একবার অবগত হও। আর দশ মূর্ত্তিধরও যেমন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অভিনয় করিতেছে, ইঁহারাও তেমনই বিভিন্ন মূর্ত্তিতে অভিনয়মাত্র করিতেছেন। নির্ব্বোধেরা দেখিয়া মোহিত হইতেছে এবং ধারায় প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, চক্ষুষ্মান্ সুবোধ ব্যক্তি দেখিতেছেন, এবং দেখিয়া দুঃখে অহোরাত্র দগ্ধ হইতেছেন। মানবজীবনের এইরূপ মূর্ত্তিকল্পনা যে, নিতান্তই ক্লেশকর, তাহার আর সংশয় নাই। কিন্তু এ কল্পনা সভ্যতার অভিমানসমুচ্ছ্রিত নব্য ইয়ুরোপে অনেক স্থলেই স্বীকৃত কথা,—এবং অনেকের এইরূপ বিশ্বাস যে, ইহা কল্পনা নহে, ইহাই স্বভাবানুগত ও শাস্ত্রসিদ্ধ সভ্যতা।

তৃতীয় সম্প্রদায় বর্ত্তমান ইয়ুরোপের বিজ্ঞানগুরু। তাঁহাদিগের মতে মানবজীবন এক ভয়ানক সংগ্রামস্থান, এবং মনুষ্যের জন্ম হইতে মরণ-পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত জীবন-কাহিনী এক সুদীর্ঘ যুদ্ধকাহিনী। কখনও ইহার সঙ্গে, কখনও বা উহার সঙ্গে,—এবং অবশ্যই কাহারও না কাহারও সঙ্গে,—আঘাত প্রতিঘাতেই মনুষ্যের বিতস্তি-পরিমিত আয়ুঃকাল ব্যয়িত হয়, এবং অবশেষে কেহ ক্ষতবিক্ষতকলেবরে ধরাশয়নে শয়ান হন, কেহ কণ্ঠে বিজয়মালা দোলাইয়া জয়শ্রীতে দিগন্ত আলোকিত

করেন। জল, বায়ু অগ্নিপ্রভৃতি ভৌতিক পদার্থ, ব্যাঘ্র-মহিষ, গণ্ডারপ্রভৃতি বন্যজন্তু, এবং পরিচিত, অপরিচিত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রভৃতি সকল শ্রেণির মনুষ্যই মনুষ্যের স্বাভাবিক শত্রু। অতএব, সকলকে বলে কিংবা কৌশলে পরাভব করিয়া, স্বশক্তিপ্রতিষ্ঠাই মনুষ্যজীবনের একমাত্র কার্য্য এবং ইহাই প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট মানবজীবন।

যেমন তরুশাখা হইতে অকস্মাৎ একটি ফল ভূতলে স্খলিত হইলে, শত শত কাক ভয়ানক কোলাহল করিয়া উহার জন্য উড়িয়া যায়, অথবা যেমন একখণ্ড মাংস দূরে ফেলিয়া দিলে, উহা কবলিত করিবার জন্য শত শত শৃগাল কুক্কুর পরস্পর বিরোধে প্রমত্ত হয়, মনুষ্যমণ্ডলীতেও গ্রাসাচ্ছাদন,—সম্পদ, সম্মান, যশ, প্রতিষ্ঠা, প্রতাপ ও প্রতিপত্তি এবং তিষ্ঠিবার স্থানলাভের জন্য সকলেরই সকলের সহিত নিয়ত সেইরূপ বিরোধ ঘটে। এই বিরোধ মনুষ্যে মনুষ্যে, এই বিরোধ পরিবারে পরিবারে, এবং এই বিরোধ জাতিতে জাতিতে। যে মনুষ্য, যে পরিবার, অথবা যে জাতি, এই বিরোধ-বিঘট্টনে বিকম্পিত না হইয়া, স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই মনুষ্য, সেই পরিবার এবং সেই জাতিই টিকিয়া রহিয়াছে; যাহারা বিরোধে আপনা হইতে মাথা নোয়াইয়াছে কিংবা পরাভব পাইয়াছে, তাহারা একবারে বিচূর্ণিত হইয়া লোক-লোচনের অদৃশ্য হইয়াছে। মনুষ্যসমাজের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, এই

বিরোধের ভাবই তাহার নিদান। ইহা হইতেই শিক্ষা, ইহা হইতেই সভ্যতা এবং ইহা হইতেই মানবীয় শক্তির ক্রম-বিকাশ। এই বিরোধের ভাব তিরোহিত হউক, বসুন্ধরা উহার এইক্ষণকার শিল্পাম্বর-বিভূষিত সুমার্জ্জিত-বেশ পরিত্যাগ করিয়া, পুনরায় বন্যজীবের আলয় হইবে, —এবং শক্তি যদি নির্ব্বাণ হয়, তাহা হইলে সুখ, সমৃদ্ধি, শোভা, সম্পদও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বিলয় পাইবে।

এই মতাবলম্বীরা, ন্যায়কে শক্তির ভিত্তি না বলিয়া, শক্তিকেই ন্যায়ের ভিত্তি বলেন, এবং যিনি পৌরুষ ও ক্ষমতা প্রদর্শনকরিয়া পরিণামে কৃতকার্য্য হন, তাঁহাকেই * কৃতী ও সার্থকজন্মা বলিয়া সম্মান করেন। রুষিয়া যে পোলণ্ডকে নির্ম্মম রাক্ষসের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া সরক্ত সমাংস গ্রাস করিয়াছে,—ইয়ুরোপীয় শক্তিসম্পন্ন সুসভ্য জাতিসমূহ যে পৃথিবীর নানাস্থানীয় আদিমনিবাসী মনুষ্যদিগকে লোকালয় হইতে দূর করিয়া দিয়াছে, অথবা একবারে বিনাশ করিয়া ফেলিয়াছে,—অধুনাতন আমেরিকেরা যে আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অসভ্যদিগকে বনের পশুর মত ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে,—ইংলণ্ডীয়েরা যে আইরিশদিগকে এত কাল গলায় শিকল দিয়া বান্ধিয়া রাখিয়াছে, এবং জর্ম্মণেরা যে আলসেস ও লোরেণ নিবাসীদিগের সহস্রবিধ আপত্তিসত্ত্বেও ফ্রান্সের

* "The Good old Rule,—the Simple Plan,
For him to take and keep, who can."

বক্ষঃস্থল হইতে তাহাদিগকে কাড়িয়া লইয়া প্রজাভাবে পদতলে রাখিয়াছে, তাহা ইহাঁদিগের বুদ্ধিতে অন্যায় নহে। কারণ, এই সমস্ত কার্য্য শক্তিকৃত এবং যাহা কিছু শক্তিকৃত তাহাই বস্তুগত্যা ন্যায়সঙ্গত।

আমরা অধুনাতনী ইয়ুরোপীয় সভ্যতার তিন দিকের তিনটি কল্পনা মাত্র এখানে প্রদর্শন করিলাম। কিন্তু বুদ্ধিমানের জন্য ইহাই প্রচুর। ইহার পর আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে, হে সৌম্য! হে সুখপ্রিয়! হে প্রিয়দর্শন পাঠক! হে রসের রসিক, ভাবের ভাবুক! হে সংসার-সর্ব্বস্ব ধীর! তুমি ইহার কোন্ মতের মন্ত্রশিষ্য ও কোন্ পথের পথিক, তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ?—না তুমি সকলের সকল মতকেই সময়ক্রমে তোমার আত্মমত করিয়া লইয়া স্রোতের জলে ভাসিয়া যাইতেছ? তুমি সৌহার্দ্দের বাজারে বণিক্, সামাজিকতায় নট, এবং শিক্ষা ও পরীক্ষার কর্ম্মক্ষেত্রে যোদ্ধা, ইহাই কি তোমার নিত্য জীবন?—না, তোমার হৃদয়-নিহিত প্রীতি ও ভক্তি প্রভৃতি দেব-বৃত্তি সকল, জীবনের কোন কোন সময়ে, সুদূরদৃষ্ট শৈল-শোভার ন্যায়, তোমাকে যে আর একটি উচ্চতর জীবনের আদর্শ দেখায়, তাহার অনুসরণই তোমার প্রকৃত জীবন?

দিগন্তমিলন।

পূর্ব্ব আব পশ্চিম এবং উত্তব ও দক্ষিণ স্থূল দৃষ্টিতে বড দূব। দিঙ্গুলের এক প্রান্তে পূর্ব্ব, আব এক প্রান্তে পশ্চিম, এক প্রান্তে উত্তব, আর এক প্রান্তে দক্ষিণ, এবং মধ্যে অনন্ত ব্যবধান। কিন্তু বুদ্ধি যেখানে দিগন্ত কল্পনা কবে, গোলকেব সেই কল্পিত প্রান্তবেখায় পূর্ব্ব ও পশ্চিম পবস্পবকে প্রণযে চুম্বন কবে, এবং উত্তর ও দক্ষিণ এক-বৎ প্রতীযমান হয।

নীতিজগতেও এইরূপ দিগন্তমিলনেব বহু উদাহবণ দৃষ্ট হইযা থাকে। জ্ঞান আব অজ্ঞান নৈতিক দিঙ্গুলেব দুই প্রান্তে অবস্থিত। জ্ঞানেব নাম আলোক, অজ্ঞানের নাম অন্ধকাব। জ্ঞানে মনুষ্যেব পুনর্জ্জন্ম, অজ্ঞানে জন্মান্ধতা। এই উভযে এত প্রভেদ যে, যিনি জ্ঞানী, তাঁহাকে জ্ঞানালোকবঞ্চিত দুর্ভাগ্য মনুষ্য হইতে পৃথগ্-জাতীযজীব বলিযা অবধাবণ কবিলেও তাহা অতিবাদ হয না। এক জন জগতের আদিতত্ত্ব কিংবা বর্ত্তমান শক্তি-প্রবাহেব কাবণ চিন্তায ধ্যানমগ্ন, আর এক জন আপনার তন্মুহূর্ত্তের অপবিহার্য্য প্রযোজন বিষযেও চিন্তাশূন্য। এক জনের দৃষ্টি কালের দুর্ভেদ্য আববণ ভেদ কবিয়া ধবিত্রীর স্তরে স্তরে কিংবা নভোমণ্ডলের নক্ষত্রে নক্ষত্রে বিশ্বসৃষ্টির

ইতিহাস পাঠ করিতেছে, আর এক জনের জড়বুদ্ধি• সামান্ত একটি কথার আদ্যোপান্ত আলোচনাতেও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। এক জন পৃথিবীর সমস্ত সম্পদকে জ্ঞান-লভ্য দেব-সম্পদের নিকট অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া তত্ত্বসমুদ্রে সন্তরণ করিতেছে,আর এক জন অতি অকর্ম্মণ্য একটি ক্রীড়াকৌতুককেও সংসারের সমস্ত কার্য্য ও সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা হইতে অধিকতর মূল্যবান্ জ্ঞান করিয়া সেই ক্রীডামোদেই শিশুের ন্যায় খলখল হাসিতেছে। কিন্তু এই উভয়ের জীবনবর্ত্মে এত দূরতাসত্ত্বেও আধুনিক বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞান আর অজ্ঞান এক। যিনি জ্ঞানশৈলের ঊর্দ্ধতম শিখরে আরূঢ, তাহারও শেষ কথা এই যে, তিনি কিছু জানেন না, এবং যাহাকে লোকে হিতাহিতবোধশূন্য মনুষ্যপশু বলে, তাহারও শেষ কথা এই যে, সে কিছু বোঝে না। জ্ঞানের প্রান্তরেখায় উভয়েই এই অংশে সমান। সেই বৈদিক সময়ের আচার্য্যগণ অবধি গ্রীসের সক্রেটিস, জর্ম্মণির স্পিনোজা, ফ্রান্সের সেণ্ট্ সাইমন ও কোম্‌ট্, আমেরিকার ইমারসন এবং ইংলণ্ডের কার্লাইল, মিল ও স্পেন্সার প্রভৃতি মনুষ্যসমাজের অগ্রগণ্য মনস্বীরা এই বলিয়া অতৃপ্তহৃদয়ে ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিলাপ করিয়া গেলেন যে, তাঁহারা কিছুই জানিতে পাইলেন না; এবং যে সকল হতমূর্খের জীবন কপিনৃত্যেই পর্য্যবসিত হইল,— যাহাদিগের নিকট জগতের উৎপত্তি-স্থিতি এবং ক্রীড়-

.মকের লীলাগতি. উভয়ই সমান,—মনুষ্যহৃদয়ের গভীরতম দুঃখ এবং অতি গভীর বেদনাও যাহাদিগের নিকট বিকটহাস্য ও ব্যঙ্গ পরিহাসের কথা, তাহারাও ইহাই বুঝাইয়া গেল যে, তাহারা কিছু বুঝিতে পাইল না।

এইরূপ তপোরত যোগী এবং তৃষ্ণাদগ্ধ ভোগী,—অথবা সাধারণের সুখ-স্বত্বপরিপোষক নীতিধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সহৃদয় ধীর এবং নীতি ও সামাজিক শান্তিব চিরপরিপন্থী আসুব-বীর। এক দিকে দেখিতে গেলে এ উভয়ে কিছুই সাম্য নাই। জলে ও স্থলে এবং শৈত্যে ও উত্তাপে যত না পার্থক্য, ইহাদিগেব পার্থক্য তাহা অপেক্ষাও বিস্ময়াবহ। কোথায় তপস্যা কিংবা যোগের অমৃতময়ী পবিত্রতা, আর কোথায় পাশব-পিপাসাব প্রদাহময়ী প্রমত্ততা। কোথায় শান্তির নির্ম্মল সুধা, আব কোথায় অশান্তিব জ্বালাময় বিষ। কোথায় বিশ্বজনীন মানবজাতির মঙ্গল কামনায় অশ্রুবিসর্জ্জন, আব কোথায় অমঙ্গলের অবতাবের ন্যায়, মানবসমাজেব মর্ম্মকৃন্তন ও অস্থিচর্ব্বণ। এক জন দেবতার মত বাহু তুলিয়া স্নেহের পূর্ণোচ্ছ্বাসে মনুষ্যকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে;—এবং যে অপকার করে, তাহারও উপকার করিয়া,—যে ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে কর্কশ কথা কহে, তাহাকেও প্রীতিমধুর প্রিয় কথায় কর্ত্তব্যের উপদেশ দিয়া, মনুষ্যকে মনুষ্যত্বের উচ্চতম আদর্শ দেখাইতেছে। আর এক জন, অপদেবতার মত দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া, আশীর্ব্বাদের বিনিময়ে অভিসম্পাত করি-

তেছে, এবং "অমঙ্গল তুমিই আমার মঙ্গল হও,"*এইরূপ-আস্থর-দর্পে ভ্রুকুটিভঙ্গি প্রদর্শন করিয়া আপনাকে আপনি ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিতেছে। এক জন মহত্ত্বের পূজা প্রচার এবং মনুষ্যনিষ্ঠ প্রকৃত মহিমার গৌরব বিস্তারের জন্য আপনার বক্ষঃস্থলের রক্ত ঢালিয়া দিতেছে। আর এক জন মহত্ত্বের মস্তকে পদাঘাত করিবার বিকৃত লালসায় আপনার হৃৎপিণ্ড হইতে সমস্ত সুকুমার বৃত্তির মূল পর্য্যন্ত উৎপাটন করিয়া ফেলিতেছে। এক জন দয়ার সুকোমল স্পর্শে দ্রব হইয়া,—আপনার প্রাণকে দয়ার শত-মুখী ধারায় সংসারে বিলাইয়া দিয়া, শত সহস্র প্রাণ শীতল করিতেছে,—যেখানে রোগ সেখানে ঔষধ, যেখানে শোক সেখানে সান্ত্বনা এবং যেখানে বিপত্তি সেখানে সাক্ষাৎ সাহস ও ধৈর্য্যের ন্যায় অনুভূত হইতেছে,—অথবা জগতের দুঃখভার ও দুরিতভার দূর করিবার জন্য একে এক সহস্র হইয়া সহস্রাধিক হৃদয়কে এক সূত্রে গাঁথিয়া লইতেছে; এবং সেই অসাধ্য সাধনের অভাবনীয় প্রয়াসে, হয় জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে, না হয় বধ-কাষ্ঠে বিলম্বিত হইয়া ধুলিমুগ্ধ মনুষ্যকে ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি ও মূর্ত্তিমতী মানুষী শক্তি প্রদর্শন করিতেছে। আর এক জন, কিরূপে কাহার অন্তরে নিষ্ঠুর আঘাত করিবে, নিভৃতে বসিয়া তাহা ভাবিতেছে,—যে রুগ্ন তাহার রোগে জ্বালা বাড়াইতেছে,—যে শোকাকুল তা-

* "Evil, be thou my good"

হার শোকে অরুন্তুদ বেদনা জন্মাইতেছে,—যে বিপন্ন তাহার বিপদের উপর অচিন্তিতপূর্ব্ব ক্লেশের ভার বসাইয়া দিতেছে, এবং বুদ্ধির বিকৃতি কিংবা ঔদ্ধত্য বশতঃ দিনকে রাত্রি ও রাত্রিকে দিন জ্ঞানে আপনার বিড়ম্বিত আত্মাকেই সমাজের এক মাত্র পূজ্য পদার্থ অবধারণ করিয়া আপনার সেই ক্ষুদ্রতা ও ক্ষুৎপিপাসার নিকট ধর্ম্ম, নীতি, ইহকাল, পরকাল, এবং সকল কালের মূল অবলম্বনস্বরূপ আপনার অধ্যাত্মজীবনকে বলি দিতে যত্ন পাইতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য। এই উভয়ের মধ্যে এইরূপ ভয়ানক বৈলক্ষণ্য সত্ত্বেও, নীতিমণ্ডলের প্রান্তসীমায়, এই উভয়শ্রেণীস্থমনুষ্য প্রকৃতির অনেক লক্ষণে এক।

তপস্যার এক পরিচয় আত্মবিস্মৃতি। যিনি তপোরত, তিনি স্বভাবতঃই আত্মবিস্মৃত। তিনি থাকিয়াও নাই। তাঁহার দৃষ্টি, শ্রুতি, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সমস্তই সেই তপস্যায়। তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য,—আপনাতে আপনি নিমগ্ন। তিনি নৃত্যগীতের কলকূজিত-কোলাহলের মধ্যেও পর্ব্বতের মত নিস্পন্দ, নিশ্চল। কবি কহিয়াছেন,—

শ্রুতাপ্সরোগীতিরপি ক্ষণেস্মিন্,
হরঃ প্রসংখ্যানপরো বভূব।
আত্মেশ্বরাণাং নহি জাতু বিঘ্নাঃ
সমাধিভেদপ্রভবো ভবন্তি।

অর্থাৎ,—অপ্সরারা চারি দিকে নানা রসে নানা বিলাসে মনোহর গীত গাইতেছে, কিন্তু সে গীত মহাদে-

বের শ্রুতিপথে প্রবেশ পাইতেছে না। মহাদেবের মহা-যোগ ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইতেছে না। কারণ, যাঁহারা তপস্যার বলে আত্মার অধীশ্বর হইয়াছেন,—আত্মার উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, এই সংসারে কিছুতেই তাঁহাদিগের সমাধিভেদ হয় না।* তপস্যার আর এক লক্ষণ উন্মত্ততা. এবং সে উন্মত্ততা আত্মার আনন্দজনিত উৎসাহ। সুতরাং, এই জগতে যদি কেহ উন্মত্ত বলিয়া অভিহিত হইতে পারে, তাহা হইলে একাগ্রচিত্ত তপস্বীই প্রকৃত উন্মত্ত। মদিরায় আর মত্ততা কি? মনুষ্যের ধমনী উহার প্রভাবে মুহূর্ত্ত মাত্র নৃত্য করে, মুহূর্ত্তের জন্য উদ্দীপ্ত হয়, মুহূর্ত্তের জন্যই প্রকৃতির প্রশান্তভাব পরিত্যাগ করিয়া উন্মাদিত. রহে। কিন্তু যিনি গ্যালিলিও কিংবা গঙ্গেশ প্রভৃতির ন্যায় জ্ঞানের তপস্যায়, অথবা তাহা হইতেও অধিকতর উচ্চ আর কোন তত্ত্বের সাধনায় ডুবিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে সকল সময়েই সমান মত্ততা।

যদি আত্মবিস্মৃতি ও উন্মত্ততার লক্ষণ দেখিয়া পরীক্ষা কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, যাহারা প্রকৃতির বিকৃত প্রবাহে আত্মসমর্পণ করিয়া উহার শেষ সীমায় পৌঁছিতে চাহে, তাহাদিগের মানসিক অবস্থাও কোন কোন অংশে উল্লিখিত অবস্থাপন্ন? তাহারাও আত্ম-

* এই শ্লোকটি অনেকের কাছেই সুপরিচিত। আমরা এই হেতু ইহার আক্ষরিক অনুবাদ করা আবশ্যক বোধ করি নাই।

বিস্মৃত, বাহ্যজ্ঞানশূন্য এবং অহোরাত্র সমান উন্মত্ত। তাহাদিগের জন্য দিন ও রাত্রি উভয়ই সমান। তাহারা লোকালয়ে আছে, না অরণ্যে বাস করিতেছে, তাহাও অনেক সময় তাহাদিগের বোধ থাকে না। তাহাদিগের রোগ না থাকিলেও তাহারা রুগ্ন, বিনা জরায় তাহারা জীর্ণ, বিনা শোকে তাহারা বিশীর্ণ। তাহারা সকল সময়েই কেমন এক উন্মত্ততায় 'উচ্ছন্ন'। বস্তুতঃ, ভক্তি প্রভৃতি উচ্চতর ভাবের অসাধারণ উচ্ছ্বাসে যেমন মোহ আছে, ভোগ-লালসার অত্যুৎকট এবং অপ্রাকৃত বিকাশেও তেমনই এক মোহ আছে। এই হেতু তাপস যেমন আপনার ভাবে আপনি মুগ্ধ, যাহারা পাশবসুখের মোহময় প্রলোভনের নিকট প্রাণ মন, বুদ্ধি বল, জীবনের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি অথবা জীবনের সুখ-শান্তি বিক্রয় করিয়াছে, তাহারাও তেমনই আপনার আবেগে আপনারা মুগ্ধ। নহিলে, তাহারা আলোক-মুগ্ধ পতঙ্গের মত অনলে পড়িয়া পুড়িয়া মরিতে সম্মত হইবে কেন?

অপিচ, যাঁহারা প্রীতি ও সত্যের বলে বলীয়ান্ ও ন্যায়বান্,—যাঁহারা উদারপ্রীতি ও উচ্চতর সত্যের পবিত্র জ্যোতিতে অনির্ব্বচনীয় সামর্থ্য লাভ করিয়া শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের ন্যায় সাংসারিক জীবনের বিষ-বিকার-শোধনে কিংবা ধর্ম্মের বিশুদ্ধতর ভিত্তিস্থাপনে দণ্ডায়মান হন, তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষণ কি?—তাঁহারা নির্ভীক, নিরুৎকণ্ঠ, দৃক্‌পাতশূন্য, এবং

স্তুতিনিন্দার অগম্য। লোকে ভাল বলুক, কিংবা মন্দ বলুক, অযুত-মুখে যশঃকীর্ত্তন করুক, কিংবা অযুতকণ্ঠে অপবাদ করিতে রহুক, তাহাতে তাঁহাদিগের ভ্রুক্ষেপ নাই। ফলতঃ, পৃথিবীর মহাপুরুষেরা যত নিন্দা সহিয়াছেন,—তাঁহারা তাঁহাদিগের উচ্ছ্রিত মস্তকে যত কলঙ্কের ভার বহিয়াছেন, বোধ হয় তাহার শতাংশের একাংশ নিন্দা এবং একাংশ কলঙ্কেই এখনকার অনেক সূক্ষ্মচর্ম্মা সাধু সংসারে অগ্নি বর্ষণ করিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু সেই নিন্দা ও সেই কলঙ্ক, পর্ব্বতপ্রান্তবর্ত্তিনী স্রোতস্বিনীর আবিল তরঙ্গের ন্যায়, মহাত্মাদিগের পাদমাত্র স্পর্শ করিয়াই প্রতিহত হইয়া যায়, কখনও তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। নিন্দা ও কলঙ্কের পর বিপদ আপদের ভয়। ভয় ঈদৃশ পুরুষদিগের প্রতিভাময়ী মনোবৃত্তির মধ্যে কখনও কোন রূপে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহারা ধর্ম্ম কিংবা প্রীতি ও নীতির কোন নূতন আলোক বিকিরণের অভিলাষে সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্যের প্রতিকূলে পর্ব্বতের মত অটলভাবে দণ্ডায়মান রহেন,—যাঁহারা জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই যাতনা, লাঞ্ছনা, বিড়ম্বনা ও বিঘ্নবিপত্তি লইয়া ক্রীড়া করেন,—সুখে যাঁহাদিগের সুখ বোধ নাই এবং দুঃখও যাঁহাদিগের পক্ষে দুঃখজনক নহে,—মৃত্যু যাঁহাদিগের মুক্তির পথ এবং মৃত্যুর করাল গ্রাস যাঁহাদিগের স্বর্গসম্পদের প্রথম সোপান, তাঁহাদিগের আবার এ সংসারে

ভযেব কথা কি? যদি তাদৃশ লোকোত্তর মহাত্মাদিগের মহাসত্ত্বময় হৃদয়েও ভয়েব সঞ্চাব-সম্ভাবনা থাকিবে, তবে সত্যেব অবলম্বস্থল কোথায়? যদি তাদৃশ ব্যক্তিবাও ক্ষীণ-জীবী মনুষ্যের ন্যায় ভযেব ভাবনায ভীত কিংবা বিচলিত হইবেন, তাহা হইলে মনুষ্যসমাজকে ভাঙ্গিয়া চুবিযা, আ-গুনে পোডাইযা, অশ্রুজলে ধুইয়া, সমযে সমযে নূতন নূতন সাঁচে ঢালিযা নূতন জীবন প্রদান কবিবে কে? কিন্তু হায। যে সকল প্রচণ্ড পুরুষ, ফবাশি যুববাজ ফ্রন্-সোযা * কিংবা ফবাশি বাজপুরুষ মেবাবোব† ন্যায পা-শব বিকারেব প্রবল বেগে বলীযান্, তাহাবাও বহুল পবি-মাণে এইরূপ ভযশূন্য, ভ্রুক্ষেপশূন্য, স্তুতিনিন্দাব অস্পৃশ্য ও অভিমানে অটল। তাহাবাও আপনাতে আপনি সেই এক প্রকাব 'পবিপূর্ণ'। তাহাদিগের বুদ্ধি পৃথিবীব সকলেব বুদ্ধির উপবে, এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু পৌ-রুষ ও পবাক্রম কল্পনাব বিষযীভূত হইতে পাবে, তাহা তাহাদিগেবই অন্তবে। মনুষ্য তাহাদিগেব কাছে মার্জ্জাব ও মূষিকের মত ক্ষুদ্র জীব। সুতবাং মনুষ্যেব স্তুতি, মনুষ্যেব নিন্দা, মনুষ্যেব আশীর্ব্বাদ অথবা মনুষ্যেব

---

* ফ্রান্সের অপুত্রক রাজা তৃতীয় হেন্‌রীর অনুজ। এই জন্য যুবরাজ। ঐতি-হাসিকেরা তৃতীয় হেন্‌রীর নাম করিতে ঘৃণায় জড় সড় হন। কিন্তু যুবরাজ ফ্রন্‌সোয়ার তুলনায় তৃতীয় হেন্‌রী কিছুই নহেন। যে সকল প্রাণপ্রিয় সুহৃৎ, প্রাণের দিকে না চাহিয়া, পুনঃ পুন. ইঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে, ইনি প্রবৃত্তি বিশেষের কুৎসিত প্রণোদনে গোপনে তাহাদিগকে হত্যা করাইয়াছেন।

† ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লবের বিখ্যাত নায়ক।—প্রথম বয়সে পিতৃদ্রোহী, তার পর সমাজদ্রোহী, পরিশেষে রাজদ্রোহী এবং চিরজীবনই বিশ্বদ্রোহী।

অভিসম্পাত,ইত্যাদি সমস্তই তাহাদিগের পদরজস্পর্শের অযোগ্য। তুমি কাহাকে উপদেশ দিবে? কাহার নিকট সুনীতি ও কুনীতি এবং উন্নতি ও অবনতির কথা বলিবে? যেখানে প্রবৃত্তির বিকার অভিমানের বিকৃতির সহিত প্রণয়বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, মনুষ্যহৃদয়ের সর্ব্বপ্রকার স্বর্গীয়-ভাবকে গ্রাস করিয়া ফেলে,—মনুষ্যত্বের প্রতি মনুষ্যকে বিরক্ত, বীতস্পৃহ ও ঘৃণান্বিত করিয়া তুলে,সেখানে কোন্ তত্ত্বের কি উপদেশ কার্য্যকর ও ফলপ্রদ হইবে? যেখানে দর্পেরই একাধিপত্য এবং দয়া পদাঘাতে ধূলিলুণ্ঠিত,—যেখানে ধর্ম্ম অলীক পদার্থ, ধর্ম্মের বন্ধন লূতাতন্তু,—যেখানে সর্ব্বগ্রাসিনী পৈশাচিক ক্ষুধাই সমস্ত হৃদয় মনের একমাত্র অধীশ্বরী, সেখানে কোন্ আলোক সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারকে ভেদ করিতে পারিবে?

তবে কি জ্ঞান আর অজ্ঞান,—যোগমগ্নতা ও ভোগ-মত্ততা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, পাপ ও পুণ্য, স্বাস্থ্যের সামর্থ্য ও ও রোগের বিকার সত্য সত্যই সমান বস্তু? সক্রেটিশ্ কিছু জানিতে পারেন নাই বলিয়া সংসার কি জ্ঞানের অন্বেষণে নিবৃত্ত হইবে? আর প্রবৃত্তির প্রমাদ ও পা-পের মোহেও সেই এক প্রকার দৃক্‌পাতশূন্য নির্ভীকতা ও বিকট পুরুষকার জন্মে বলিয়া মনুষ্য কি এইক্ষণ পৌরুষের প্রলোভনে পাষণ্ড অথবা অসুর হইতে যা-ইবে? এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর চেষ্টা অনাবশ্যক। মনুষ্য-হৃদয়ের অন্তঃপ্রবাহ ইহার প্রতিরোধী, সমাজের শক্তি-

প্রবাহও স্বভাবতঃই ইহার বিরোধী। তথাপি যদি বুদ্ধিব ভ্রম মনুষ্যকে এমন সিদ্ধান্তেই লইয়া আইসে, তাহা হইলে মানবসমাজ বিধ্বস্ত হইবে,—সমাজের গ্রন্থনসূত্র সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া উড়িয়া যাইবে,—উচ্ছৃঙ্খলা মূর্ত্তি পবিগ্রহ কবিযা অন্ধকাবের আবর্ত্তচক্রের মধ্যে উন্মাদেব মত ঘূর্ণনৃত্যে নৃত্য করিবে,—এবং সংসাব এক ত্রিলোকভয়ঙ্কব হাহাকার ববে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে। আমবা নিজ নিজ ঘটিকাযন্ত্রকে বিকল ও বিকৃত কবিয়া বাখিলে, তাহাতে আমাদিগেব ভ্রান্ত বুদ্ধিব কাছে অবশ্যই সময়েব গতি কিছু কালেব তবে অন্য এক প্রকাব অনুভূত হইতে পাবে। কিন্তু সেই অসামযিক সমযেব সহিত বিশ্বময় সময়ের কোনরূপ মেল থাকে না। আমবা আপনা হইতে আপনাব চক্ষু উৎপাটন কবিয়া এই জগৎকে অন্ধতমসাচ্ছন্ন মনে কবিতে পাবি। কিন্তু জগতের চন্দ্র সূর্য্য সে জন্য নিবিযা যায না,—জগদ্‌যন্ত্রেব অবিবামপ্রবাহিত নিয়মগতিও সে জন্য মুহূর্ত্তেব তবে নিরুদ্ধ হয না। আমরা অজ্ঞান ও অবিদ্যাব আশ্রয় লইয়া আপনাব বুদ্ধিবৃত্তিব বিলোপ এবং প্রকৃতির বিকাবসাধনে যত্ন পাইতে পাবি। কিন্তু ঐরূপ বিকৃতিতে আমাদিগেব মনুষ্যত্বই বিলোপ পায়,অন্যের বিশেষ কিছু আসে যায় না। আমরা অনীতিব আশ্রয লইযা অন্যদীয় সুখ-শান্তি এবং অন্যদীয় স্বত্বাধিকার ক্ষণকালের জন্য পাদ-তলে দলন করিতে পারি। কিন্তু তাহাতে সংসারের ন্যায়-ধর্ম্মে

মৃণাক্ষরেও কোনরূপ পরিবর্ত্ত ঘটে না, এবং পক্ষান্তরে আমরা যখন অন্যকর্ত্তৃক ঐরূপ অন্যায়ভাবে বিদলিত হই, —যখন অন্যে আসিয়া আমাদিগের ন্যায্য স্বত্ব ও ন্যায্য অধিকারের উপর ঐরূপ আসুরিক বলে আক্রমণ ও অত্যাচার করে, তখন হা ধর্ম্ম বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করা ভিন্ন আমাদিগের আর কোন উপায় থাকে না। জ্বলনোন্মুখ প্রদীপ ও নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখা উভয়ই একবার প্রখর দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু একটির দীপ্তি তিমির নাশ করে, আর একটি নিমেষের পরেই নিবিয়া যায়। স্বাস্থ্যের সঞ্জীবনী স্ফূর্ত্তি ও রোগের প্রমাদিনী গতি এই উভয়ই ক্ষণকালের তরে সমানশক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু একটির পর দীর্ঘ জীবন, আর একটির পর জীবনের লয়। উষা ও প্রদোষে আকৃতির কিঞ্চিৎপরিমিত সাদৃশ্য থাকিলেও, উষার পর প্রফুল্ল জ্যোতিঃ, প্রদোষের পর অন্ধকার। তবে এই এক আশার কথা আছে যে, বিশ্ববিধাতার বিশ্বকৌশলে, কিবা জ্যোতিঃ কিবা অন্ধকার, কিবা উদয় কিবা আপাতপ্রতীয়মান লয়, সমস্তেরই সদ্যঃপ্রসূত কিংবা সুদূরসম্ভাবিত পরিণামফল—মঙ্গলময়।